Rizon

সবা প্রকাশনা

ওয়েস্টার্ন

ভবঘুরে

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

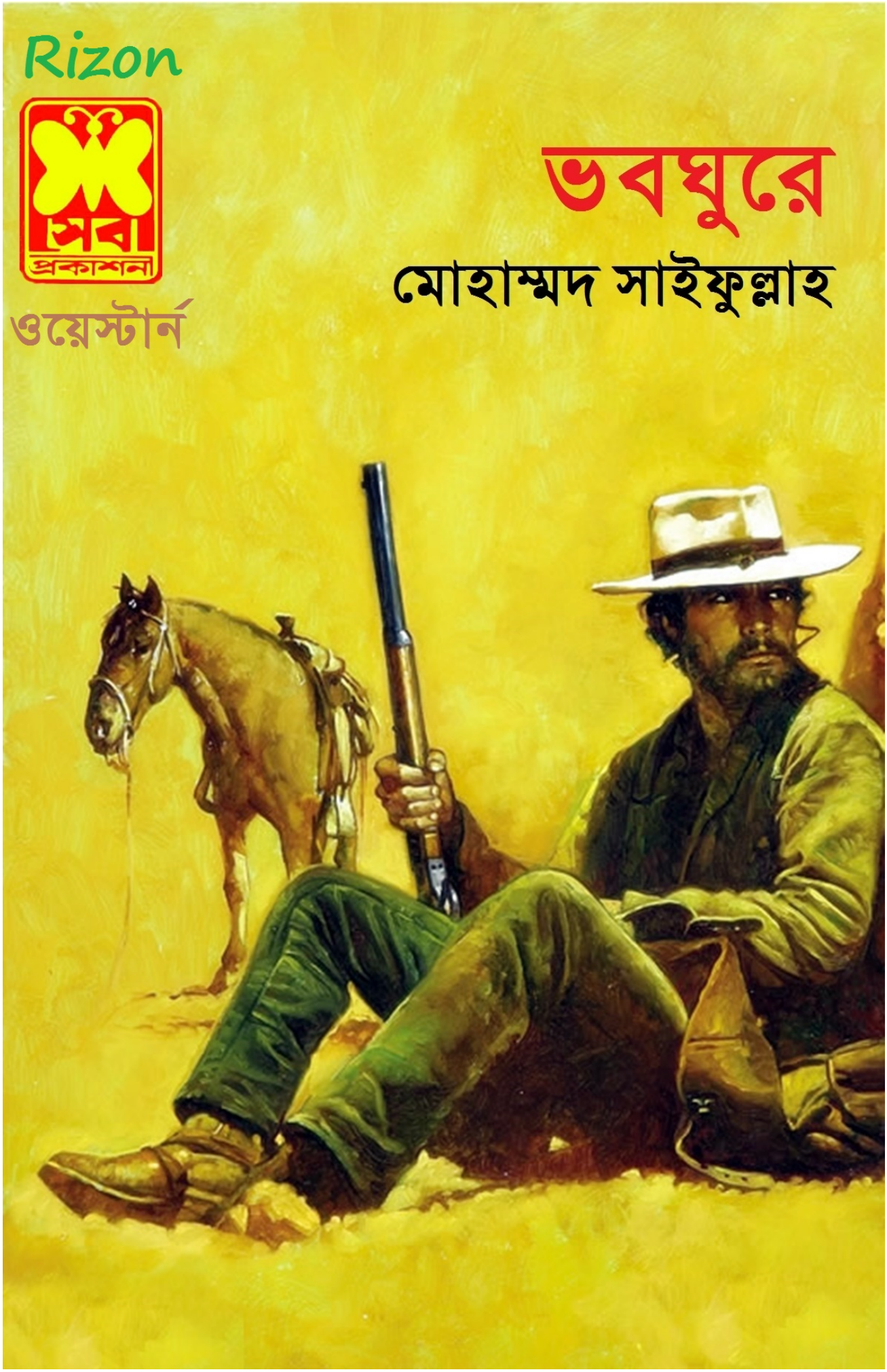

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যান+এডিটঃ আদনান আহমেদ রিজন

সব পিডিএফই তৈরি করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে,যেন সবাই সহজেই বই পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন,তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল।

হ্যাপি রিডিং..... :)

ওয়েস্টার্ন

ভবঘুরে

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 8122 6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BHABOGHUREY
A Western Novel
By Mohammad Saifullah

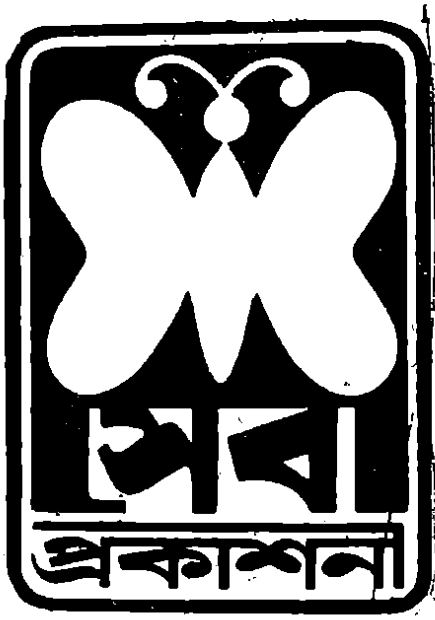

ছাব্বিশ টাকা

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।

মঞ্জুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত।

ফতেখার আমিন: প্রতিরোধ।

টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

গত পাঁচ ছ'দিন ধরেই গোসল করার কথা ভাবছে জিম ওয়েলডন, এখন দীর্ঘ পথ চলার শেষদিকে এসে দরকার হয়ে পড়েছে সেটা। বিকেল নাগাদ ভাইয়ের হোমস্টিডে পৌঁছবে ও। তার আগে গোসল সেরে গা থেকে ঘামের চিমসে গন্ধটা তাড়াতে চায়।

সামনে ওয়্যাগন রোডটার পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা উইন্ডমিলের কাঠের টাওয়ার। মৃদু পশ্চিমা বাতাসে ঘুরছে উইন্ডমিলটার পাখা। মাথার উপর একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যটাকে আড়াল করে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তিকর ছায়া ফেলল।

উইন্ডমিলের ফ্লো পাইপ থেকে বেরিয়ে আসা জলে পূর্ণ ছোট্ট পুকুরটার দিকে তাকাল জিম, টলটলে শীতল জল। ওখানেই গোসল সেরে নিতে চায় ও। তবে তার আগে বিস্কিটকে বাঁধতে হবে।

তিন হপ্তা আগে তুষার গলতে থাকা নিউ মেক্সিকো হাই কান্ট্রি ছেড়েছিল ওরা। পথে কোনও ঝামেলা হয়নি, কিন্তু গত বিকেল থেকে খোঁড়াতে শুরু করেছে ঘোড়াটা, ছোট্ট একটা ক্ষত দেখা দিয়েছে ওটার সামনের ডান পায়ের খুরে।

এলাকাটা দীর্ঘদিন ধরে চেনে জিম। উইন্ডমিলটার লাল-সাদা রঙ কিছুটা দ্বিধায় ফেলল ওকে। 'দি টু সি' আউটফিটের ট্রেডমার্ক ওই রঙ। সিসি টার্পলি র‍্যাঞ্চটার মালিক। কিন্তু ওর জানা মতে একজন ব্যাচেলর হোমস্টেডার থাকত এখানে। দু'একবার চলার পথে এখানে থেমে

খাবারও খেয়েছিল বলে মনে পড়ে।

জায়গাটা চিনতে পারছে এখন জিম। মাঠে গত বছর বোনা হিগরি ও আখের গোড়া এখনও আছে। ছোট্ট ফ্রেমহাউজটার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। কেউ একজন দখল করেছে জায়গাটা। উইন্ডমিলটার রঙ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, সেই কেউ একজন হলো সিসি টার্পলি।

বুড়ো র‍্যাঞ্চার সিসি টার্পলি তার জমি বাড়িয়েই চলেছে। এখান থেকে মিডল্যান্ডসের আধাআধি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা লাল-সাদা উইন্ডমিলগুলোই তার লালসার প্রমাণ। দি টু সি র‍্যাঞ্চের ঘাস না মাড়িয়ে কেউই পেরুতে পারবে না জায়গাটা।

পুকুরটার সমতল পাড়ে এসে বিস্কিটের স্টিরাপে ডান পায়ের ভর দিয়ে ঘাসের উপর নামল জিম। স্যাডল ও স্যাডলব্যাগ নামাল, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে পানি খাইয়ে উইন্ডমিল টাওয়ারের সাথে বাঁধল। আঁজলা ভরে পানি খেলো। ভাল পানি, তবে পশ্চিম টেক্সাসের সব এলাকার মতই কিছুটা জিপসাম মেশানো।

পকেট উজাড় করে পুকুরের খোলা পাড়ে জিনিসপত্র রাখল জিম। আহামরি কিছু নয়—কয়েকটা সিলভার ডলার ও কিছু খুচরো, একটা বাউয়ি নাইফ, টোবাকো স্যাক, সিগারেট পেপারস ও একটা ওয়ালেট। ওয়ালেটটাতে আছে ওর পুরো জীবনের সঞ্চয়—সাতাশটা ডলার।

জিনিসগুলোর পাশেই বুটজোড়া খুলে রাখল ও, মোজাগুলো হাতে নিয়ে বাদবাকি কাপড়চোপড়সহ পুকুরে নামল। পুকুরের গভীরতম অংশে ওর কোমর সমান পানি। পরনের রঙজ্বলা জিনস্ প্যান্ট, পুরানো নীল শার্ট, বহু ব্যবহারে বিবর্ণ আন্ডারওয়্যার খুলে নিল ও, ভাল করে কাচল ওগুলো। তারপর পানি চিপে শুকাতে দিল। আবার পানিতে নেমে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল শরীর।

খুবই উপভোগ করছে ও গোসলটা, হ্যাটসুদ্ধ মাথাটা ছাড়া শরীরের পুরো অংশই পানিতে ডুবানো। পাশের ঝোপ থেকে ছ'সাতটা গরু পানি

খাওয়ার জন্য পুকুরের দিকে এল। জিমকে দেখে থমকে দাঁড়াল সামনের গরুটা, মাথা তুলে অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। 'ভয় পেয়ো না, বাছারা,' মৃদু কণ্ঠে বলল জিম, 'আমি পানি ছেড়ে উঠলে আরও ভয় পাবে তোমরা, তাই চুপ করে বসে থাকছি।'

পিপাসার কাছে গরুগুলোর ভয় হার মানল, সাবধানে এগিয়ে এসে পানিতে মুখ ডুবাল সব ক'টা। অনড় বসে রইল জিম, ভয় পাইয়ে দিতে চায় না গরুগুলোকে।

পানি খাওয়া শেষ করে ঝোপের দিকে চলে গেল গরুগুলো, ঝোপের ছায়ায় আধশোয়া হয়ে জাবর কাটতে লাগল। আগুন জ্বেলে কফি চড়ানোর কথা ভাবল জিম, কিন্তু পানির শীতল আমেজ ছেড়ে উঠতে মন চাইল না।

বেশ কিছুক্ষণ পর ওয়্যাগন রোডে বাগির চাকার ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পেল জিম। একটা চিন্তা আতঙ্কিত করে তুলল তাকে। বাগিতে কোন মহিলা থাকলে দিগম্বর অবস্থায় ধরা পড়তে যাচ্ছে ও।

দুটো ধূসর-বাদামী ঘোড়ায় টানা বাগি এসে থামল উইন্ডমিল টাওয়ারটার পাশে। দু'জন লোক বসা বাগির সীটে। তাদের একজন কাঁধ ঝুলে পড়া কৃশকায় বুড়ো; গরুগুলোর মতই অবাক হয়ে সে তাকাল জিমের দিকে, তাকিয়েই রইল। অবশেষে স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ গলায় বলল বুড়ো, 'জিম ওয়েলডন! ওখানে কি করছ?'

দেঁতো হাসল জিম, 'এখুনি উঠে আসছি আমি, মি. টার্পলি। তোমরা কিছুক্ষণ অন্যদিকে তাকাও।'

বুড়ো র‍্যাঞ্চারের বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গেল, তার স্থান নিল পরিমিত কৌতুকবোধ, 'এর আগে আর কাউকে টুপিসুদ্ধ গোসল করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, জিম।'

'মাথায় যাতে রোদ না পড়ে সেজন্য এই ব্যবস্থা।' দু'হাতে উরুসন্ধিস্থল ঢেকে পানি থেকে উঠে এল জিম। কাদা এড়াতে বারমুডা

ঘাসের উপর দিয়ে এগুলো। দ্রুত আধভেজা কাপড় পরে নিল সে, ওর শরীরটা প্রায় সাদা, কেবল মুখ ও হাতের অনাবৃত অংশটুকু রোদে পুড়ে তামাটে রূপ নিয়েছে।

বাগির সীটে বসা অপর লোকটাকে দেখে মনে হলো কখনোই কথা বলবে না সে। সিসি টার্পলির অর্ধেক বয়স ওর, শরীরের আকৃতি তার প্রায় দ্বিগুণ। ফ্যাট গ্রাভিন ওর নাম, শরীরের আকৃতি এবং নামের অদ্ভুত মিল রয়েছে।

'হাউডি, ফ্যাট?' জিজ্ঞেস করল জিম।

বাগির সীটে নড়েচড়ে বসল ফ্যাট গ্রাভিন। একজন প্রাক্তন কাউবয় ও, অতীতে পশ্চিম টেক্সাসের প্রায় সব ক'টা র‍্যাঞ্চেই কাউবয় হিসেবে কাজ করেছে। বেশিদিন টিকতে পারেনি কোন র‍্যাঞ্চেই। কাউবয় হিসেবে ও যত না সফল ছিল তারচেয়ে বেশি সফল ছিল প্রেমিক হিসেবে। এবং ওই একটা গুণের জন্যই সি সি টার্পলির অলক্ষ্যে তার মেয়েকে পটাতে পেরেছিল।

'কফি চলবে, সিসি?' বলল জিম।

'অবশ্যই,' বাগি থেকে নেমে এল বুড়ো, ফ্যাট গ্রাভিন তেমনি অনড় বসে রইল বাগির সীটে। আগুন জ্বালল জিম।

ধনী কাউম্যানদের মত মোটেই নয় সি সি টার্পলি। সাদামাঠা পোশাকে তাকে একজন ধনী র‍্যাঞ্চার নয়, বরং একজন গরীব সেলুন কর্মচারীর মতই মনে হয়। বড়লোকি দেখাবার জন্য কাপড়চোপড় পরে না সে। এখানকার সবাই এমনিতেই চেনে টার্পলিকে।

আগুনের দু'পাশে মুখোমুখি বসল দু'জন। 'আমি ভেবেছিলাম দেশটা বরাবরের মত ছেড়ে গেছ, জিম,' বলল টার্পলি।

শ্রাগ করল জিম, 'আমার আত্মীয়রা থাকে এখানে। জেস, ইভা আর ভাতিজা দুটোকে দেখতে ফিরে এলাম।'

'কতদিন বাইরে ছিলে? দু'বছর?'

'প্রায়,' জবাবে বলল জিম।

'মনে পড়ে শেষবার বিস্কিটের পিঠে চড়ে দেশ ছাড়ার সময় বলেছিলে ধনী এবং বিখ্যাত না হয়ে ফিরে আসবে না। জানি বিখ্যাত হওনি, তাহলে নাম শুনতাম। ধনী কতটুকু হয়েছ, জিম?'

ধূর্তের হাসি ফুটল জিমের ঠোঁটে, 'সাতাশ ডলার রয়েছে আমার ওয়ালেটে, আর কিছু খুচরো।'

'তাহলে আরও দু'বছর বাড়ল তোমার বয়স। আর কতকাল এভাবে ঘুরে বেড়াবে, জিম?'

'অনেক সময় কথাটা আমিও ভাবি, সিসি। কিন্তু শেকড় গাড়া আর হয়ে উঠল কই?' দুটো কাঠি দিয়ে আগুনের উপর থেকে কফি ক্যানটা নামাল জিম। 'কাপ একটাই, প্রথমে তুমি খাও, সিসি। তুমি আমার অতিথি,' বলল সে।

'না, তুমিই আমার অতিথি,' আপত্তি জানাল সিসি টার্পলি। 'জায়গাটা আমি স্যাম গ্যারেটের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।'

হ্যাঁ, স্যাম গ্যারেটই ছিল লোকটার নাম, মনে পড়ল জিমের। গত একঘণ্টা চেষ্টা করেও মনে করতে পারেনি নামটা।

এখানে লোকজন দীর্ঘদিন মনে রাখবে সিসি টার্পলিকে। গত বিশ বছরে যথেষ্ট উন্নতি করেছে সিসি। মাত্র তিরিশটি স্পটেড কাউ ও দু'জোড়া লঙহর্ণ ষাঁড় নিয়ে পিকোস রিভার ভ্যালিতে পা রেখেছিল সিসি। তারপর হতে লোকজন বলাবলি করত, টু সি আউটফিটে এমনকি ষাঁড়গুলোও যমজ বাচ্চা প্রসব করে। নানা কায়দায় সিসি টার্পলি তার বিত্ত বৈভব বাড়িয়েই চলেছে। আজ টু সি র‍্যাঞ্চের হাজার হাজার গরু চরে বেড়াচ্ছে মেস্‌কিট, ক্যাট্‌স্ ক্ল আর গ্রীনউড ঢাকা বিশাল এলাকা জুড়ে। সিসি সব সময়েই বলে বেড়ায় মোটেই লোভী নয় সে। যা কিছু করেছে নিজের যোগ্যতায় সৎভাবেই করেছে। আজ পর্যন্ত কথাটার প্রতিবাদ করার সাহস দেখায়নি কেউ।

'আমার ধারণা জেস ডেকে পাঠিয়েছে তোমাকে, ওকে সাহায্য করার জন্য,' বলল টার্পলি।

'ঝামেলা?' চকিতে মুখ তুলে উদ্বিগ্ন চেহারায় টার্পলির দিকে তাকাল জিম। নীরবে কফিতে চুমুক দিল সিসি; ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও ওর কাছ হতে কোন জবাব পেল না জিম, প্রশ্ন করল, 'কি ধরনের ঝামেলায় পড়েছে জেস?'

'টাকার ব্যাপার আর কি, বেশিরভাগ নেস্টরেরই ওটা মূল সমস্যা, মনে হচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে জেস। আগামী শীতের আগেই পাততাড়ি গুটাতে হতে পারে ওকে।' জিমের চোখের দিকে তাকাল টার্পলি, 'জেস তোমাকে ডেকে পাঠায়নি?'

'এখান থেকে চলে যাবার পর ওর সম্পর্কে কোন খবরই পাইনি আমি। আমার ধারণা ইচ্ছা করলে ওকে সাহায্য করতে পারো তুমি।'

শ্রাগ করল বুড়ো, 'জায়গাটা ভাল দামে কিনে নেয়া ছাড়া আর কিইবা করতে পারব আমি? বলেওছিলাম ওকে। জেসের মত একজন ভাল কাউহ্যান্ড লাঙ্গল ঠেলবে কেন? আমার নিজেরই দুঃখবোধ জাগে মনে।'

'তোমার প্রস্তাবে কি বলল জেস?'

অবশেষে বাগি থেকে নেমে ওদের কথাবার্তায় নাক গলাল ফ্যাট গ্রাভিন। 'ওই হাড় হাভাতে নেস্টরগুলো যোগ্য লোকের হাতে নিজেদের জায়গাগুলো ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে মন দিলেই দেশটার মঙ্গল হত।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গ্রাভিনের দিকে তাকাল সিসি, চুপ হয়ে গেল ও। 'আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে জেস,' জিমের দিকে তাকিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার, 'ওর ধারণা চালিয়ে নিতে পারবে ও।'

'আর তোমার মনে হচ্ছে ও চালিয়ে নিতে পারবে না, এই তো?' ভ্রূকুটি করে ধূমায়িত কফি কাপের দিকে তাকাল জিম, 'অর্থাৎ তোমার কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাবে না ও?'

তীক্ষ্ণ চোখে জিমের দিকে তাকাল সিসি, 'তোমার ভাইয়ের উচিত আমার র‍্যাঞ্চে ওর পুরানো চাকরিটা নেয়া। আমি বুঝতে পারি না কেন একটুকরো জমি ধরে রাখে ওই বোকা নেস্টরগুলো, ওদের দু'বেলা খাবারও তো জোটে না!'

'তবুও তো ওটা ওদের নিজেদেরই জায়গা, বেশিরভাগ মানুষ নিজের করে কিছু পেতে চায়, হোক না সেটা তুচ্ছ। আমি নিজে অবশ্য ওদের দলে নই।'

'টু সি র‍্যাঞ্চের কাউবয় হওয়াটাও গৌরবের ব্যাপার। তুমি নিজেও একজন ভাল কাউবয়, জিম,' তীক্ষ্ণ চোখে জিমের দিকে তাকাল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'আমার র‍্যাঞ্চে তোমার জন্য এখনও জায়গা খালি আছে, অবশ্য যদি তুমি থাকো এখানে।'

'এখনও আগের মতই বেতন দিচ্ছ?' সিসি টার্পলি সব সময়েই প্রচার করে বেড়ায় কাউহ্যান্ডদের ভাল বেতন দেয় সে।

ভ্রূকুটি করল সিসি, 'কখনোই ঠকাই না আমি।'

আবার নাক গলাল ফ্যাট গ্রাভিন, 'গরীব লোকদের নিয়ে ওই একটাই সমস্যা। যতই পায় আরও পেতে চায়!'

কঠোর দৃষ্টিতে ফ্যাটের দিকে তাকাল সিসি, 'ফ্যাট, ফালতু বক বক না করে নিজে কাজ দেখিয়ো, বুঝলে?' শ্বশুরের ধমকে চুপসে গেল বিশালদেহী ফ্যাট, লাল হয়ে উঠল ওর চোখমুখ।

কিছুক্ষণ কথা বলল না কেউই, নীরবে কফি পান চলল। অবশেষে নীরবতা ভাঙল সিসি, 'জেসকে বোলো ওকে ফিরে পেলে খুশিই হব আমি। তাছাড়া ও চলে যাওয়ায় ইভার সুস্বাদু রান্নাও খাইনি বহুদিন।'

টু সি তে থাকার সময় ফোরম্যানের বউ হিসেবে বিনে পয়সায়ই রান্না করে দিত ইভা। ওই বিশেষ কারণেই নিজের করে একটা জায়গা পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল ইভা। এখন ওকে কেবল নিজের পরিবারের জন্য রান্না করতে হয়, আর কারও জন্যে নয়।

সরু হয়ে উঠল সিসির চোখজোড়া, 'বয়স কত তোমার, জিম?'

চোখ বন্ধ করে মনে করার চেষ্টা করল জিম, বয়সের ব্যাপারটা নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায় না ও। হঠাৎ মনে পড়ায় বলল, 'গত ফেব্রুয়ারিতে আটত্রিশ বছর ছিল। দু'একমাস এদিক ওদিকও হতে পারে।'

ভুরু কুঁচকাল বুড়ো, 'অথচ একটা রুগ্ন ঘোড়া, বিশ ডলার দামের একটা স্যাডল, হাতে নগদ সাতাশটা ডলার ছাড়া আর কিছুই নেই তোমার!'

জবাব দেবার আগে কিছুক্ষণ ভাবল জিম, 'কিন্তু আমি প্রচুর দেশ দেখেছি, সিসি, যেটা তুমি দেখোনি। আমি সুদূর মেক্সিকো বর্ডারের কাছে কাউবয়ের কাজ করেছি, আঙ্কল স্যামের হয়ে কিউবাতে গিয়েছি। সান সাবা রিভার হতে মনট্যানা পর্যন্ত র‍্যাঞ্চগুলোতে কাজ করেছি, ক্যাটল ড্রাইভে অংশ নিয়েছি বহুবার। একবার উত্তরে কানাডার একেবারে ভেতরে গিয়ে গ্লেসিয়ারও দেখে এসেছিলাম। তুমি গ্লেসিয়ার দেখেছ, সিসি?'

ভাবান্তর ঘটল না বুড়ো র‍্যাঞ্চারের দৃষ্টিতে, 'ওতে কি লাভ হয়েছে তোমার, জিম? প্রচুর দেশ দেখেছ তুমি, কিন্তু তার কতটুকুই বা জয় করতে পেরেছ?'

'এক দিক বিচারে এর পুরোটাই জয় করেছি আমি,' জবাবে বলল জিম। ওর কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারল না সিসি, বেশির ভাগ লোকই বুঝতে পারে না।

বিকেলের দিকে বিস্কিটের ক্ষতটার আরও অবনতি ঘটল। ঘোড়াটার বিশ্রাম দরকার। সাংগ্রি ডি ক্রিস্টোসের কাউক্যাম্প হতে শুরু করে দীর্ঘ একটানা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে ওদের। পুরো শীতকালটা ওখানেই কাটিয়েছে ওরা।

ওয়্যাগন রোড ধরে এগুচ্ছে জিম। মাঝ বিকেলের দিকে সামনে

একটা ওয়্যাগন দেখতে পেল ও। দুটো লোক বসা ওয়্যাগন সীটে। জিম কাছে আসার আগেই ওদের একজন মাথাটা পেছনে হেলিয়ে হাতে ধরা বোতলে লম্বা চুমুক দিল।

'হাই, আলভিন!' চেঁচিয়ে উঠল জিম, 'আলভিন লডারমিল্ক!'

ওয়্যাগন চালক একজন মেক্সিকান, পাঁচ ফিটের মধ্যে থেমে গেছে ওর উচ্চতা। রাস টেনে স্প্যানিশ খচ্চরে টানা ওয়্যাগন থামাল ও। খচ্চরগুলোর একটা অস্থিরভাবে বালিতে খুর দাবাল, যেন থামতে আপত্তি জানাচ্ছে। বিস্মিত চোখে জিমের দিকে তাকাল আলভিন. 'জিম ওয়েলডন! আমি তো ধরে নিয়েছিলাম দুনিয়ার অপর প্রান্তে কোথাও মারা গেছ তুমি!'

সামনের বাঁ হুইলটার কাছে এগিয়ে গিয়ে আলভিনের সাথে হাত মেলাল জিম, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল মেক্সিকানের দিকে, 'হাউডি, জুলি! আলভিনের সাথে এখনও ঝুলে আছ দেখে অবাক হচ্ছি।' লোকটার নাম জুলিও ভাল্‌ডেজ।

আলভিন লডারমিল্কের মুখে হাসি লাগাই থাকে সবসময়, ঘুমন্ত বা মাতাল অবস্থায়ও মিলিয়ে যায় না সেটা। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল আলভিন, 'জিম, তোমার ওই কুৎসিত মুখটা আবার দেখতে পেয়ে খুশি লাগছে আমার। এবার কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'নিউ মেক্সিকো। সাংগ্রি ডি ক্রিস্টোসে গরুর ঘাস কেটে পার করেছি পুরো শীতকালটা। শরীরের রক্ত চলাচল আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে নির্ঘাত অর্ধেকটা গ্রীষ্ম কেটে যাবে।'

'গরম হয়ে ওঠার জন্য এটা এখন জরুরী,' হুইস্কির বোতলটা বাড়িয়ে দিল সে জিমের দিকে। জিমকে লম্বা চুমুক দিতে দেখে আকর্ণ হাসল।

বোতলটা ফেরত দিল জিম, গলা বেয়ে ধীরে ধীরে পাকস্থলীর দিকে নামছে গরম তরল, স্বাদ উপভোগ করল। ওয়্যাগন ফ্লোরের দিকে

তাকাল জিম। থরে থরে সাজানো আলু, আর বিউকল কফি, ময়দা, চিনি আরও অনেক কিছু। সীটের নিচে রাখা পুরো এককেস হুইস্কি। 'মনে হচ্ছে পুরো গ্রীষ্মের সাপ্লাই একসাথে নিয়ে যাচ্ছ?' হাসল জিম।

'শুধুই দরকারী জিনিসপাতি, আমরা লডারমিল্করা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে টাকা ঢালি না।'

জিম জানে, ওয়্যাগন আনলোড ক ার সময় সবক'টা আইটেম চেক করে দেখবে কোরা লডারমিল্ক। ওর অনুমোদিত তালিকার বাইরে কোন কিছু পাওয়া গেলে সমূহ বিপদ ঘটবে আলভিনের কপালে। হুইস্কির কেসটা ওখানে থাকবে না তখন, বাড়িতে ঢোকার আগেই আনলোড করবে সে ওটা। পরে প্রয়োজনে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন সব গোপন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবে বোতলগুলো। কোরার চোখ বাঁচিয়ে করতে হবে ওসব, ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই।

'আমার পরিবারের সবাই কেমন আছে, আলভিন?' জানতে চাইল জিম।

হাতে ধরা বোতলের দিকে তাকাল আলভিন। 'তোমার ভাতিজা দুটোর সাথে প্রতিদিনই দেখা হয় আমার। উইড্স-এর মত বেড়ে উঠেছে ওরা।'

আলভিনের কাছ থেকে ওদের সম্বন্ধে আরও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করল জিম, হতাশ হতে হলো ওকে। 'সিসির সাথে দেখা হয়েছে আমার, আলভিন। কি সব ঝামেলার কথা যেন বলল র‍্যাঞ্চার। জেস কি কোন বিপদে পড়েছে?'

'ওর জন্য দুশ্চিন্তা হয় আমার, জিম। উদয়াস্ত খেটে চলেছে ও। ওকে থামাতে হবে তোমার।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জিম। পরিবারের খোঁজ-খবর নেয়া, চিঠি লিখে ওদের অবস্থা জানা উচিত ছিল ওর। অথচ চিঠি লেখার ব্যাপারটা ওর কাছে ঘোড়া পোষ মানানো বা পোস্ট হোল খোঁড়ার চেয়েও বিরক্তিকর।

'আলভিন, আমি বরং বাড়ির দিকে যাই,' বলল সে।

'আর একটু চেখে দেখো,' বোতলটা আবার জিমের দিকে বাড়িয়ে দিল আলভিন, 'ভাল লাগবে।'

মাথা দুলিয়ে না করল জিম, 'থাক্, আলভিন, আমার নিঃশ্বাসে ওই জিনিসটার গন্ধ পেলে ভূত তাড়িয়ে ছাড়বে ইভা।'

'আমার সমস্যাও ওই একটাই। কোরা লডারমিল্কও ইভার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর না এই ব্যাপারে।'

হাসল বেঁটে মেক্সিকান, চাবুক দিয়ে খচ্চরের পিঠে আঘাত করল ও, চলতে শুরু করল ওয়্যাগন। 'কাল আসছি তোমাদের ওদিকে,' ঘাড় ফিরিয়ে বলল আলভিন। 'তোমার গল্প আগাগোড়া শুনতে চাই আমি। গোটা দুনিয়া চষে বেড়ানো তো আর আমাদের ভাগ্যে নেই!'

ট্রেইলে ধুলো উড়িয়ে ওয়্যাগনটাকে চলে যেতে দেখল জিম, বিস্কিটের পেটে স্পার দাবাল ও, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'চলো, বন্ধু, আমাদের আরও বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে।'

ভূমির গড়ন দেখে জিম বুঝতে পারল জেসের হোমস্টিডের কাছাকাছি এসে পড়েছে ও। সমতল চূড়ার পাথুরে পাহাড়টা নজরে এল ওর। ওটার নিচে একটা সুন্দর ঝর্না আছে। বছর তিরিশেক আগেই সমতলের ইন্ডিয়ানরা ঘুরে বেড়াত ওখানে, উত্তর থেকে দক্ষিণে মোষ তাড়িয়ে নিয়ে যেত। জেস এবং ছেলে দুটোকে নিয়ে জিমও কয়েকবার শিকারে গিয়েছে জায়গাটায়।

একটা তারের বেড়ার সামনে এসে রাস টানল জিম। শেষবার যখন দেখেছে জায়গাটার চারপাশে বেড়া দেয়ার সামর্থ্য ছিল না জেসের। তিন তারের বেড়া নেস্টরের প্রতীক। সিসি টার্পলির মত বড় র‍্যাঞ্চাররা চার তারের ঘের ব্যবহার করে। সিডারের খুঁটি বেড়ার জন্য বেশ টেকসই। কিন্তু ওগুলো কিনতে প্রচুর টাকা লাগে। মেসকিটের খুঁটি টেকসই না

হলেও আশেপাশেই পাওয়া যায়। সামনের বেড়ার সবক'টা খুঁটিই মেসকিটের। পুরো শীতকালটা জেস কিভাবে কাটিয়েছে এক পলকেই বুঝে নিল জিম।

বেড়ার ওপারে জমির দিকে তাকাল জিম, ভেতরে ঢোকার জন্য একটা ফাঁক খুঁজতে লাগল। রুক্ষ পাথুরে ভূমির বেশির ভাগই চাষবাসের অনুপযোগী, বছরে গড়ে বিশ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয় এখানে। প্রায় বছরই ফসল মার যায়।

খুঁজতে খুঁজতে আধ মাইল দূরে একটা গেট পেয়ে গেল জিম, ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল গেটটার দিকে। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে অস্বস্তিতে ছেয়ে গেল ওর মন। বেড়া মানেই একটা বাধা, মুক্তভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত ও।

পরিচিত ওয়্যাগন রোডটা ধরে এগুলো জিম। হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। জেস যখন এ জায়গাটার মালিকানা পেল জিম তখন এখানেই ছিল। উঁচুনিচু ভূমি কেটে চাষযোগ্য জমি ও খুদে কেবিনটা বানাতে সাহায্য করেছে সে জেসকে। কিছু গরু চরাতে চেয়েছিল জেস, ওর রক্তে লুকিয়ে আছে কাউবয়ের বীজ। পুবে সান অ্যাঞ্জেলো থেকে তিরিশটি সাদা মুখো উন্নত জাতের গরু জেসের জন্য ড্রাইভ করে এনেছিল জিম। পথে তিনটে গাভী বাচ্চা দিয়েছিল। অতিরিক্ত তিনটি বাছুর নিয়ে ফিরেছিল জিম।

জিমকে হোমস্টিডটার অংশীদার করতে চেয়েছিল জেস। কিন্তু এমন একটা খুদে জায়গায় নিজেকে বন্দী করে রাখা জিমের ধাতে সয়নি। রিও গ্রান্ড থেকে কানাডিয়ান বর্ডার পর্যন্ত পুরো এলাকাটাই ওর রেঞ্জ।

ওদের উঠতি বয়সে জেসও জিমের মতই যে কোন সময়েই বিনা নোটিশে যে কোন জায়গায় যেতে প্রস্তুত ছিল। ওদের অস্থিরচিত্ত বাবা দুটো মা মরা ছেলেকে নিয়ে পুরো পশ্চিম চষে বেড়িয়েছে। বাস করার

জন্য একটা জায়গা খুঁজছিল বুড়ো ওয়েলডন, কিন্তু জায়গাটার অস্তিত্ব কেবল তার মনের মধ্যেই ছিল। অবশেষে একদিন ওরা দু'ভাই মিলে ক্যানসাসের একটা ঘেসো জমিতে কবর দিল ওদের বাবাকে। একটা মার্কার পুঁতেছিল ওরা কবরটার উপর, কিন্তু পরেরবার গিয়ে শত চেষ্টা করেও খুঁজে পায়নি কবরের চিহ্ন। তখন জেসের বয়স ছিল মাত্র চোদ্দ, জিমের পনেরো।

তারপর টেক্সাসের বিভিন্ন র‍্যাঞ্চে কাজ করে বেড়াল দু'ভাই, একদিন রড রিভার পেরিয়ে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে ফিরে এল। সেখানেও মন টিকল না বেশিদিন। ওদের বাবার মতই অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াল ওরা, কখনোই বুঝতে পারল না কিসের পেছনে ঘুরছে।

অবশেষে সান সাবায় এক ফারমারের মেয়েকে বিয়ে করে বসল জেস। ওর বউ ইভার চাপেই সিসি টার্পলির র‍্যাঞ্চে স্থায়ীভাবে কাজ নিল জেস। ওই সময়টুকুতে অন্তত এক ডজন র‍্যাঞ্চে কাজ করেছে জিম।

জেসকে নিজের মত করে চালাল ইভা। ওর চাপেই ধূমপান ও ড্রিংকস পুরোপুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো জেস, তালির উপর তালি পড়ল ওর পোশাকে। প্রত্যেকটা সম্ভাব্য ডলার সঞ্চয় করল ওরা, অথচ তখন দু'হাতে টাকা উড়িয়ে চলেছে জিম।

শেষ পর্যন্ত এই হোমস্টেডটার মালিক হলো জেস। পুরো কৃতিত্ব অবশ্য ইভারই।

হোমস্টেডারদের বেশির ভাগই আগে কাউবয় ছিল। র‍্যাঞ্চারদের সাথে একটা অলিখিত চুক্তি ছিল ওদের। পেরে না উঠলে হোমস্টেডটা র‍্যাঞ্চারদের কাছে বেচে দেবে। সিসি টার্পলিরও আশা ছিল হাল ছেড়ে দিয়ে একটা ভাল ঘোড়া ও একটা আনকোরা আরটি ফ্রেজিয়ার স্যাডলের দামে ওর কাছে জায়গাটা বেচে দিতে বাধ্য হবে জেস। কিন্তু ইভাকে হিসাবে না এনে ভুলই করেছে সিসি।

দূরে মাঠের কোণায় দুটো লাঙ্গল ও খচ্চর দেখতে পেল জিম।

লাঙ্গল চালানো লোক দুটোকে চেনার পক্ষে এখনও বেশ দূরে রয়েছে ও। তবে ওদের একজন জেসই হবে। বাকিজন ওর দুই ভাতিজার একজন। কিছুটা দূরে থাকতেই স্যাডল থেকে নামল জিম, ঘোড়ার রাস ধরে চলতে চলতেই একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল।

লাঙ্গলের পেছন পেছন চলতে থাকা কুকুরটি জিমকে দেখে ঘেউ ঘেউ ডাক জুড়ে দিয়েছে। লাঙ্গল চালকদের একজন উচ্ছ্বসিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আঙ্কল জিম! আঙ্কল জিম!'

ছেলেটা লাঙ্গল থামিয়ে চষা জমির উপর দিয়ে ছুটে এল জিমের দিকে, কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করতে করতে পিছু পিছু এল। কাছে এসে জিমকে জড়িয়ে ধরল ছেলেটা।

ওকে দু'হাতে উপরে তুলল জিম, আনন্দে নাচতে লাগল, 'বাজি ধরতে পারি এক ফিট বেড়েছ তুমি, কটন।'

'ওমা, কটন কোথায় পেলে।' অবাক গলা ছেলেটির, 'আমি টমি।'

ছেলেটাকে মাটিতে নামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জিম, তারপর বলল, 'তুমি টমি! তাহলে দু'ফিট বেড়েছ তুমি!'

'অনেক দিন পরে এলে তুমি, আঙ্কল। এবার থাকবে তো?'

কিছুক্ষণ ভেবে মুখ খুলল জিম, 'এবার হয়তো থেকে যাব কিছুদিন। দেখা যাক কি হয়।' হঠাৎ একটা ভাবনা এল ওর মাথায়। 'তুমি যদি এতবড় হও তাহলে কটন কত লম্বা হয়েছে?'

'ওকে দেখলে চিনতেই পারবে না তুমি। জানো, ষোলো বছর চলছে ওর!'

হ্যাঁ, ষোলো বছর—জানে জিম, কিন্তু ওর বিশ্বাসই হতে চাইছে না এতটা সময় কেটে গেছে। 'এবার বলো তো দেখি তোমাদের মাঝে কে ভাল কাউবয়, তুমি না কটন?'

'আমি,' গর্বে বুক ফুলে উঠল টমির। 'কটন তো যন্ত্রপাতি নিয়েই মেতে থাকে সব সময়।'

হাসল জিম, 'স্কুলে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি হলে তোমাদের নিয়ে পিকোস রিভার পেরিয়ে আরও পশ্চিমে গিয়ে কাউবয়ের কাজ খুঁজতে যাবার কথা ভাবছি আমি।'

এক মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল টমির চোখজোড়া, কিন্তু নিষ্প্রভ হয়ে গেল তা পরক্ষণে, বলল, 'আমাদের ছাড়া কুলিয়ে উঠতে পারবে না বাবা-মা, জমির সীমানা আরও বেড়েছে।'

'কেমন করে?' কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জিম।

'ম্যাক্স ওয়েবার ওর জায়গাটা বেচে দিয়েছে। সিসি ওটা কিনে নিজের সীমানা বাড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু ম্যাক্স ওর কাছে বেচতে রাজি হয়নি। তার বদলে বাবাকে ধরল কেনার জন্য। সম্ভবত এই কুকুরটা ছাড়া আমাদের আর সবকিছু মর্টগেজ করতে হয়েছে জমিটা কিনতে গিয়ে।'

ঠোঁটে শিস তুলল জিম, 'মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ায় খুব রেগেছে সিসি, তাই না, টমি?'

'না, সিসির ব্যাংকই টাকা ধার দিয়েছে আমাদেরকে। মা বলেছে, আমাদের আর ওয়েবারদের দুটো জায়গাই কব্জা করার তালে আছে সিসি।' ভ্রূকুটি করল টমি, 'জানি না শেষরক্ষা হবে কিনা। বাবার হাত প্রায় খালি। গত বছর ফসল ভাল হয়নি, আমাদের গরুগুলোরও ভাল দাম পাওয়া যায়নি।'

টমির চোখে উদ্বেগের ছায়া দেখতে পেল জিম। চোদ্দ বছরের একটা ছেলের দৃষ্টিতে দুশ্চিন্তা দেখতে ভাল লাগল না জিমের। 'চিন্তা কোরো না, টমি,' সান্ত্বনার সুরে বলল জিম, 'এক টুকরো জমিই তো···।'

'কিন্তু এই একটুকরো জমিই আমাদের সবকিছু, আঙ্কল জিম, আমাদের সবার শেষ অবলম্বন।'

চিন্তিতভাবে ছেলেটার দিকে তাকাল জিম। জমি—জেস ও ইভা এখন আট সেকশন জমির মালিক। সব মিলিয়ে মাত্র আট বর্গমাইল। অথচ ওটা ধরে রাখতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হবে ওদের। সারা জীবন

কেটে গেলেও হয়তো ওদের অবস্থা বদলাবে না। তাছাড়া সিসি টার্পলি জায়গাটা হাতিয়ে নেয়ার জন্য চেষ্টার চূড়ান্ত করবেই। সবকিছু গ্রাস করার একটা মারাত্মক প্রবণতা আছে লোকটার মধ্যে।

দুই

ওভারঅল পরা জেসকে দেখে অবাক হলো জিম। ওদের অতীত দিনগুলোতে উদোম গায়েই ঘুরত জেস, কবে ওকে শেষবার শার্ট পরা অবস্থায় দেখেছিল মনেই পড়ে না জিমের।

এ দু'বছরে বেশ বুড়িয়ে গেছে জেস, ওকে জিমের ছোট ভাই নয়, বড় ভাই মনে হচ্ছে। হাত দুটো প্রসারিত করে এগিয়ে এল জেস, আকর্ণ প্রসারিত ওর হাসি। একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরল দুই সহোদর। 'তাহলে ফিরলে, জিম?' আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল জেস, 'আমি ভেবেছিলাম আমাদেরকে না জানিয়েই কোথাও কবর দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

জেসের ওভারঅল পুরানো, জীর্ণশীর্ণ; হাঁটুর কাছে তালি মারা। হ্যাটটার অবস্থাও খারাপ। জিমের মনে পড়ল, আগে সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করত জেস। মানুষের সাধ থাকে, সাধ্য শেষ হয়ে যায়।

আনন্দ কিছুটা ফিকে হয়ে আসতেই একে অপরের দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকাল দু'জন। 'তুমি ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করো না, জিম,' অনুযোগ করল জেস।

'কখনোই নিয়মিত খেতাম না আমি, কিন্তু আমার তুলনায় অনেক বুড়িয়ে গেছ তুমি। বোঝা যায় শরীরের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছ এ দু'বছর। তাই না?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল জেস, 'তোমার চিবুকে ওটা কিসের দাগ, জিম?'

'ঘোড়া পোষ মানাতে গিয়ে লাথি খেয়েছিলাম। ভাগ্য ভাল সামান্য আঁচড়ের ওপর দিয়ে বেঁচেছি।'

'এই বয়সে ঘোড়া পোষ মানাতে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার।'

'বয়স? সাঁইত্রিশ বছর বয়স তেমন আর কি?'

'আটত্রিশ,' শুধরে দিল জেস, 'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে লাভ নেই, জিম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে টমি, ওরা দু'জন ঝগড়া করছে কিনা বুঝতে পারছে না। ওর দিকে তাকাল জিম। 'আমাদের এবার থামা উচিত, জেস। টমি আবার ভাববে আমরা দু'জন আজীবন ঝগড়াই করছি। ওরা দু'জনও শুরু করবে তাহলে।'

হাসিতে সবক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল জেসের, মনে হলো দশ বছর কমে গেছে ওর বয়স। 'আমরা ঝগড়া করছি না, টমি। আমরা দু'জন এভাবেই কথা বলি।' বিস্কিটের ওপর থেকে ঘুরে এল জেসের দৃষ্টি, তাকাল জিমের দিকে, বলল, 'তুমি কেবিনের দিকে এগুতে থাকো, জিম। সন্ধ্যার পর ফিরব আমরা।'

'সন্ধ্যা? আমার সাথেই চলো বরং।'

ইতস্তত করল জেস, বলল, 'সময় অপচয় করলে আর কখনও ফিরে পাওয়া যাবে না।'

জিমের মনে পড়ল, এমন দিনও গেছে সময়ের ব্যাপারে কোন মাথাব্যথাই ছিল না ওদের। 'এগিয়ে যাও, জিম,' আবার বলল জেস, 'তোমাকে দেখলে খুশি হবে ইভা।'

হাসল জিম মনে মনে। ইভাকে ভাল করেই চেনে সে। ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেখার চেয়ে বরং বেরিয়ে যেতে দেখলেই বেশি খুশি হবে ইভা।

'কটন কোথায়?' জানতে চাইল জিম।

'ওয়েবারের আউটফিটে। একটা উইন্ডমিল বানাচ্ছি আমরা ওখানে। কাল আমাদের প্রতিবেশীদের চিকেন ফ্রাই খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছি। উইন্ডমিলটা বসাতে সাহায্য করবে ওরা।'

'ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে। ওয়েবারের ওখানে ওকে পাওয়া যাবে?'

ভুরু কুঁচকাল জেস, বলল, 'একা বাড়ি যেতে ভয় পাচ্ছ, জিম? ইভা কাউকে কামড়ায় না।'

'তাহলে তুমি ওকে ভয় করো কেন?' হাসল জিম।

শ্রাগ করল জেস, 'ঠিক আছে। টমি, জোয়ালগুলো খুলে ফেলো। আজ ঘণ্টাদু'য়েক কম কাজ করলে খুব বেশি ক্ষতি হবে না বোধহয়।'

কেবিনের দিকে এগুলো ওরা। কেবিনের সামনে তিনটে চায়না বেরী গাছ ছাদ পেরিয়ে আরও উপরে উঠে গেছে। টমির দিকে তাকাল জিম, বলল, 'তুমি, আমি আর কটন মিলে যে চারাগুলো পুঁতেছিলাম সেগুলো না?'

'হ্যাঁ, ওগুলোই,' গর্বে ফুলে উঠল টমির বুক। 'তুমি বলেছিলে গাছগুলো বড় হলে সবচেয়ে উপরের ডালে উঠব আমরা। এখন অনেক বড় হয়েছে ওগুলো।'

কি বলবে ফন্দি আঁটল জিম, আগের মত বানানো গল্প বলে পার পাওয়া যাবে কিনা ভাবল। 'কিন্তু আমাকে গাছে উঠতে মানা করেছে ডাক্তার,' মাথা এদিক ওদিক কাত করে বলল জিম, 'আমার রক্ত নাকি পাতলা হয়ে গেছে।'

'কিভাবে হলো?' সন্দেহের দৃষ্টি টমির চোখে।

'কলোরাডোর হাই কান্ট্রিতে ঘটেছিল ব্যাপারটা,' বলতে শুরু করল জিম, 'তোমারই বয়সী একটা ছেলে বিশাল একটা ঘুড়ি উড়ানোর চেষ্টা করছিল। ওকাজে আমাকে সাহায্য করতে বলল সে। ওর অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, তাই সাহায্য করলাম। ঘুড়িটা আকাশে উড়ল ঠিকই, তবে সুতোটা আমার হাতে পেঁচানো ছিল। যেই দমকা বাতাস এল, আমাকে সুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলল ঘুড়িটা।'

'তারপর?' আগ্রহভরে শুনছে টমি । গল্পটা বিশ্বাস করবে কি করবে না ভাবছে।

'তারপর আকাশে উড়ে বেড়ালাম আমি, পর্বতগুলোর উপর দিয়ে উড়ে গেলাম। নিচে কি সুন্দর দৃশ্য! দৃশ্যগুলো আরও উপভোগ করতে পারতাম আমি, কিন্তু ওদিকে ছেলেটি ঘুড়ি হারিয়ে কান্না জুড়ে দিল। অনেক কষ্টে একটা পর্বতের চূড়ায় নামলাম আমি। তারপর ঘুড়িসুদ্ধ নিচের দিকে এগুলাম।

'খুবই ঠাণ্ডা ওখানে! শীতে জমে গেলাম আমি, ছেলেটিকে ঘুড়িটা দিয়েই ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বলল আমার রক্ত পাতলা হয়ে গেছে, আবার ঘন করতে হলে প্রচুর ব্ল্যাক স্ট্র্যাপ মোলাসেস (এক ধরনের সার্জারী লিকুইড) খেতে হবে। রক্ত আবার ঘন হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যারেল ব্যারেল খেয়েছিলাম ও জিনিসটা। কিন্তু ডাক্তার বলে দিয়েছে আর কখনোই গাছে-টাছে উঠতে পারব না আমি।'

নীরবে চলতে লাগল টমি, চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। অবশেষে মুখ খুলল ও, 'আকাশে সৃষ্টিকর্তার সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'না, তা হয়নি,' মাথা দোলাল জিম।

'ভাগ্যিস দেখা হয়নি,' দুষ্টুমির হাসি ফুটল টমির ঠোঁটে, 'তাহলে নিশ্চয়ই এ ধরনের গল্প বললে লোকজনকে কোথায় পাঠানো হয় বলে দিতেন তিনি।'

জেসের বাড়িতে পৌঁছে তেমন কোন পরিবর্তন জিমের চোখে পড়ল না। বার্নটা আগের মতই আছে, ওটার একপাশে পানির চৌবাচ্চা ও খড়ের র‍্যাক। অবিরাম বর্ষণের সময় পশুগুলোকে বার্নে বেঁধে রাখা হয়।

নতুন বলতে কেবল বার্নের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠের উইন্ডমিল টাওয়ারটাই চোখে পড়ল জিমের। টাওয়ারের চূড়ায় হুইলটা বিকেলের মৃদুমন্দ বাতাসে ঘুরছে। স্যাকার রডের অবিরাম শব্দ একটা ঐকতান সৃষ্টি করেছে। মাটির গভীর হতে পাম্প হয়ে আসা শীতল পানি পাইপ বেয়ে একটা ব্যারেলে পড়ছে। উঁচু ব্যারেল থেকে পাইপ দিয়ে কিচেন ও বার্নে সাপ্লাই দেয়া হচ্ছে সেই পানি।

বার্নের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেয়ালের রঙ পরীক্ষা করে দেখল জিম, ফিকে হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। নিজে বার্নটা তুলতে জেসকে সাহায্য করেছে সে। ওটার এমন জীর্ণদশা ব্যথা দিল ওকে। 'এখানে রঙ করা দরকার,' বলল জিম।

'এর চেয়েও আরও দরকারী কাজ পড়ে আছে,' জবাবে বলল জেস।

ভ্রুকুটি করে চুপ করে রইল জিম। পুরো বার্নটা রঙ করাতে এক ডলারের বেশি লাগার কথা না। কিন্তু ওই এক ডলারও এখন অনেক কিছু জেসের জন্য, বুঝতে পারল সে।

একটা পিপে থেকে বালটিতে শস্যদানা নিয়ে একটা কাঠের ট্রাফে ঢালল টমি। ঘোড়া ও খচ্চরগুলো এগিয়ে গেল ট্রাফটার দিকে। বিস্কিট কিছুটা ইতস্তত করল প্রথমে, অপরিচিতদের মাঝে নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে চাইছে যেন। কিন্তু বাকিদের দানা চিবুনোর শব্দ শুনে স্থির থাকতে পারল না, জাত্যাভিমান ভুলে এগিয়ে গেল ট্রাফটার দিকে।

'ঘোড়াটাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি, জেস,' বলল জিম।

'এখানে বোধহয় তেমন যত্ন পাবে না ওটা,' বলল জেস। 'এক

বুশেল শস্যদানার দাম কতটুকু বেড়েছে কল্পনাই করতে পারবে না।'

'তবুও রক্ষে আমাদের কিনতে হয় না ওগুলো,' বলল টমি। 'ফ্রেইটারদের ক্যাম্প থেকে কুড়িয়ে আনি আমি। ওদের ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে খাওয়ানোর পর প্রচুর ফেলে রেখে যায় ওরা।'

বাড়িটার শ'খানেক গজ সামনে দিয়ে চলে গেছে ফ্রেইট ওয়্যাগন রোড। ওখানে চায়না বেরী গাছের ছায়ায় ক্যাম্প করে ফ্রেইটাররা, ঘোড়া ও খচ্চরগুলোকে দানাপানি খাওয়ায়। চায়না বেরী গাছগুলোর পাশেই একটা ছোট্ট পুকুর। উপরের উইন্ডমিল থেকে গড়িয়ে পড়া পানি জমা হয় ওখানে।

ওই পুকুরটার পানি ব্যবহারের জন্য জেসকে টাকা দিতে হয় না ফ্রেইটারদের। জেসের বিশ্বাস সৃষ্টিকর্তার দেয়া পানি বেচার কোন অধিকার নেই ওর। ফ্রেইটাররা ইচ্ছে করেই শস্যদানা ফেলে রেখে যায়। ওদের কথা হলো, পানিটা সৃষ্টিকর্তার দেয়া হলেও উইন্ডমিলটা বসাতে পয়সা খরচ করতে হয়েছে জেসকে।

'টমি, রাতের খাবারের আগে গাইগুলোর দুধ দোয়াতে ভুলো না,' বলল জেস।

'কিন্তু আজ কটনের পালা,' মৃদু স্বরে প্রতিবাদ জানাল টমি।

'ও এখনও কাজ করছে। তোমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে দিয়েছি।'

কথা না বাড়িয়ে কাজ করতে গেল টমি। কেবিনের দিকে এগুলো জিম ও জেস। বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করছে জিমের, ইভা ওর সাথে কেমন ব্যবহার করবে জানে না।

'তুমি বরং আগে গিয়ে ইভাকে আমার আসার খবর দাও,' বলল জিম।

'তুমি এসেছ এটা ও জানছেই,' জবাবে বলল জেস।

বুটের শব্দ তুলে কিচেনের সিঁড়িতে উঠল জেস। 'আজ এত সকাল

সকাল এলে যে, জেস?' কিচেনের ভেতর থেকে ইভার উদ্বিগ্ন গলা ভেসে এল, 'শরীর খারাপ?'

'না,' জবাবে বলল জেস, 'কে এসেছে দেখ।'

ইভা বেরিয়ে আসার আগেই সাহস সঞ্চয় করে পর্দা সরিয়ে কিচেনে ঢুকল জিম, দু'হাতে হ্যাটটা নামিয়ে বলল, 'হাউডি, ইভা।'

ইভা ওয়েলডনের বয়স তিরিশ পেরোয়নি এখনও। মন ভাল থাকলে এখনও কিশোরীর মত দেখায় ওকে। কিন্তু ক্লান্ত বা উদ্বিগ্ন থাকলে বয়সের তুলনায় বেশি বয়স মনে হয়। এ মুহূর্তে ওরকমই লাগছে ওকে।

বোকা বোকা দেখাচ্ছে জেসকে। ও আশা করেছিল জিমকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবে ইভা। ওর বউ চুপ করে থাকায় অস্বস্তিকর পরিবেশ দূর করার জন্য কাঠ রাখার বাক্সটার দিকে এগিয়ে গেল জেস, ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, 'কাঠের মজুদ কমে গেছে। দেখি সাপারের আগে কিছু কাটা যায় কিনা।'

'আমিও তোমাকে সাহায্য করতে আসছি, জেস,' বলল জিম।

'না,' বাধা দিল জেস। 'তুমি ক্লান্ত। তাছাড়া ইভার সাথে কথা বলা উচিত তোমার। বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল ও তোমার জন্য।'

জেস বেরিয়ে গেলে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা দু'জন।

'কেমন আছ, জিম···?' অবশেষে মুখ খুলল ইভা।

'ভাল। তুমি কেমন ছিলে, ইভা···?'

ম্যাজেস্টিক আয়রন স্টোভটার দিকে তাকাল ইভা, কাঠের বাক্সটা থেকে কয়েকটা মেস্‌কিটের টুকরো তুলে নিয়ে আগুনে ফেলল। জিমের দিকে না তাকিয়েই বলল সে, 'দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে না থেকে বসে পড়ো।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে উনুনের পাশে মেঝেতে বসল জিম। ইভা হাত বাড়িয়ে সাবধানে কফিপটের উষ্ণতা অনুভব করল। দেয়ালের সাথে লাগোয়া কাঠের কেবিনেট থেকে একটা এনামেল কাপ নিল। জিমের স্পার সুদ্ধ বুটজোড়ার দিকে তাকাল ইভা, বলল, 'আমার দেখা

কাউবয়গুলোর চেয়ে আলাদা নও তুমি, জিম। একটা চেয়ার টেনে বসো। এটা বাড়ি, কোন কাউক্যাম্প নয়।'

দ্রুতই আদেশ পালন করল জিম, কাঁপা হাতে কফি ঢালতে লাগল ইভা, কিছুটা ছলকে পড়ল কাপ থেকে। 'দেখ, ইভা,' বলল জিম, 'হোমসিক হয়ে পড়েছিলাম বলেই আসতে হলো আমাকে। কটন-টমিকে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমি, দু'একদিন থেকেই চলে যাব আবার।'

কঁাচকাটা হীরের মতই তীক্ষ্ণ চোখে জিমের দিকে তাকাল ইভা, বলল, 'অনেক শুকিয়ে গেছ তুমি। ওই শরীরটাতে মাংস লাগাতে অন্তত মাসখানেক লেগে যাবে আমার।'

'ততদিন আমার থাকার ইচ্ছে নেই, ইভা।'

ইভার ঠোঁটে হাসির ছটা দেখতে পেল জিম, মিলিয়ে গেল সেটা পরক্ষণে। 'এতদিন কোথায় ছিলে? সেবার তো মাঝরাতের দিকে চলে গেলে! সকালে উঠে দেখি তুমি নেই। জেস তন্ন তন্ন করে খুঁজল পুরো এলাকা। বাচ্চারা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল তোমার জন্য। জানি আমার কথায় রাগ করে চলে গিয়েছিলে তুমি।'

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, ইভা। তুমি আর জেস এখানে যা করেছ তার অংশীদার নই আমি। একমাত্র পালিয়েই যেতে পারতাম, যতটুকু সম্ভব দূরে সরে গিয়েছিলাম আমি।'

জিমের দিকে এক পা এগিয়ে এল ইভা, কোমল কণ্ঠে বলল, 'জিম ওয়েলডন, এ জায়গাটা গড়তে সাহায্য করেছ তুমি আমাদের, এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকার অধিকার আছে তোমার।'

'সেদিন এ সুরে কথা বলোনি তুমি।'

'তুমি পুরুষ মানুষ। আমার তুলনায় তোমার বিবেকবুদ্ধি বেশি হবারই কথা। এভাবে দু'বছরের জন্য চলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি তোমার।'

দু'পা এগিয়ে জিমের চিবুকটা তুলে ধরল ইভা, 'দাগটা কিসের?'

'ঘোড়ার লাথি,' জবাব দিল জিম।

'একদিন ঘোড়াই তোমার মরণ ডেকে আনবে! বয়স বাড়ছে তোমার, কোথাও শেকড় গাড়ার সময় এসেছে।'

এই কথা নিয়েই ওদের মাঝে ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটেছিল সেবার। ইভা সব সময়েই জিমকে বদলানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঘর সংসার শুরু করতে হবে ভাবলেই অসহ্য লাগে জিমের।

'খিদে পেয়েছে তোমার?' জানতে চাইল ইভা। 'তুমি তো সব সময়েই ক্ষুধার্ত থাকো। রাতের খাবারের সাথে স্ট্যু রাঁধব আমি, তোমার সৌজন্যে।'

'ধন্যবাদ, ইভা, তোমার হাতের তৈরি কোন কিছু খেতেই আপত্তি নেই আমার।'

বাইরে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ইভা। ঝুঁকে পড়ে জিমের গালে চুমু খেলো। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি ফিরে আসায় খুশি হয়েছি, জিম।'

বিচিত্র মন ইভার, একশো দশ বছর বাঁচলেও চেনা যাবে না ওকে কখনও, ভাবল জিম। জেসের সাথে ওর প্রথম দেখা না হলে জিমই হয়তো বিয়ে করত ওকে। কম বয়স ছিল তখন, বুনো প্লাম জেলির মতই তরতাজা ছিল দু'জনেই। এখনও মাঝে মধ্যে আগের মতই কচি দেখায় ইভাকে। তখন পুরানো অনুভূতি জেগে ওঠে জিমের মনে।

কিচেনের চারপাশে তাকাল জিম। একই রকম দেখাচ্ছে সবকিছু। সেই পুরানো কাঠের চেয়ার-টেবিল, আয়রন স্টোভ, সস্তা দামের ক্রোকারীজ। দেয়ালে ঝোলানো পেটেন্ট মেডিসিন ক্যালেন্ডারটাই কেবল নতুন।

এক পাউন্ড ওজনও বাড়েনি ইভার, ওজন বাড়বে কি করে! যথেষ্ট খাটুনি খাটে ও। একটা নীল-সাদা ডোরাকাটা প্লেইন কটন ড্রেস পরে

আছে ইভা, দু'বছর আগেও ওটাই পরতে দেখেছিল জিম ওকে।

'ওই টমিটাকে,' বলল জিম, 'একটা মরগ্যান কোল্টের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'ভাল ছেলে টমি,' স্টোভে আরেকটা মেস্‌কিটের টুকরো ফেলল ইভা। 'কেবল নিজের ছেলে বলেই বলছি না।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জিম, বলল, 'কটনকে দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। কেমন আছে ও?'

জবাব দিল না ইভা, ওর চেহারা বিমর্ষ হয়ে উঠতে দেখল জিম। 'কটনকে নিয়ে কোন সমস্যা হয়েছে?' জানতে চাইল ও।

টেবিলের অপর পাশে চেয়ারে জিমের মুখোমুখি বসল ইভা, 'আমি জানি না, জিম। ছেলেটাকে কখনোই ভালো বুঝে উঠতে পারি না আমি। ভেবেছিলাম আমাদের মত করেই তৈরি করব ওকে।'

'ওকে নিয়ে কোন ঝামেলা, ইভা?'

'না, তেমন কিছু নয়। কঠোর পরিশ্রম করে ও, কারও সাথে কখনও ঝগড়া করে না। অবসর সময়ে বইতে ডুবে থাকে। তবু ওর জন্য দুশ্চিন্তা হয় আমার।'

'কেন?'

'তোমার মতই উদ্ভুক্কু স্বভাব পেয়েছে কটন। একবার বলা নেই কওয়া নেই বাড়ি থেকে উধাও। তিনদিন পর ফিরে এসে গুমোট হয়ে রইল, কিছুই বলল না। একবার ব্লু হ্যানিগানকে ওর ফ্রেইট ওয়্যাগনে করে মিডল্যান্ডসে নিয়ে যেতে ধরেছিল, ওকে বলেছিল বইতে পড়া অটোমোবাইলগুলোর একটা দেখতে চায় সে। তুমিও নাকি ওকে একবার অটোমোবাইলের গল্প বলেছিলে?'

'বলেছিলাম নাকি?' ভ্রূকুটি করল জিম, 'আমার মনে নেই।'

'প্রথমে তোমাকেই দুষছিলাম আমি, জিম, ভেবেছিলাম যতসব আজেবাজে গল্প বলে ছেলে দুটোর মাথা বিগড়ে দিয়েছ,' জিমের দিকে

তাকাল ইভা, 'যাক, এসেছ ভালই হলো। ছেলে দুটো একদিনের জন্যও ভোলেনি তোমাকে।'

'আমি কটনের সাথে কথা বলব, ইভা।'

'নিজে থেকে কিছু জানতে না চাইলেই ভাল করবে। কারও প্রশ্নের জবাব দিতে অভ্যস্ত নয় কটন।'

একগাদা মেস্‌কিটের টুকরো নিয়ে কিচেনে ঢুকল জেস, ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি যাচাই করল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'বলেছিলাম না, ইভা কাউকে কামড়ায় না?'

উঠে গিয়ে স্টোভের উপর স্ট্যু ও বীনপট তুলে দিল ইভা। তেতে উঠেছে কিচেনটা। বাইরে গিয়ে তাজা বাতাসে শ্বাস নিল জিম, হাত পা নেড়ে শরীরের জড়তা দূর করল। অন্ধকার নেমে এসেছে ইতিমধ্যে। ওয়্যাগন রোডে চেইনের টুংটাং শব্দ শুনতে পেল ও, গোধূলির আলো আঁধারিতে একটা ওয়্যাগন এগিয়ে আসছে। কটনই হবে বোধহয়, ভাবল জিম। বার্নের দিকে এগিয়ে গেল ও।

প্রথমে জিমকে দেখতে পেল না কটন, খচ্চর দুটো সামলাতে ব্যস্ত ও। সন্তুষ্ট চোখে ওর কাজকর্ম দেখল জিম। নিজের দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করতে অভ্যস্ত ছেলেটা। কটনের কাজ শেষ হওয়ার পর মুখ খুলল জিম, 'হাউডি, কটন?'

কটনের চোখে বিস্ময় দেখতে পেল জিম। ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল সেটা, 'তাহলে বাড়ি ফিরে এসেছ তুমি, আঙ্কল জিম।' নিরাবেগ গলায় বলল সে।

চিন্তিত ভাবে কটনের দিকে তাকাল জিম। আগে প্রতিবারই ও বাড়ি ফিরে এলে টমির মত কটনও আনন্দে নাচতে নাচতে ওকে জড়িয়ে ধরত। এবার উল্টো ওকেই আসতে হলো কটনের কাছে।

কটনকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করার ইচ্ছে ছিল জিমের, কিন্তু তা না করে এক পা পিছিয়ে এসে সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল।

একরাশ বিষণ্ণতা জেগে আছে কটনের দু'চোখে। হঠাৎ একটা শীতল অনুভূতি জেগে উঠল জিমের মনে, সাংগ্রি ডি ক্রিস্টোসের তুষারে ঢাকা সেই নির্জন স্যাকে যেমনটি জেগে উঠত।

জিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কটন। বলিষ্ঠ মুষ্ঠি ওর, যুবকে পরিণত হয়েছে ও দু'বছরে। 'আমি বরং খচ্চরগুলোকে দানাপানি খাওয়াতে যাই, আঙ্কল,' বলল কটন। 'পরে কথা হবে তোমার সাথে।'

বার্নে ঢুকল কটন, খচ্চরগুলোর জন্য কাঠের ট্রাফে শস্যদানা ঢালল। জেস এগিয়ে আসতেই মুখ তুলল ও, 'কাজটা শেষ করে আসতে পারিনি, খচ্চর দুটো দৌড়ে পালাচ্ছিল। ভেবেছিলাম বুঝি ওয়্যাগনটাই ভেঙে ফেলবে।'

'ওটা কোন সমস্যাই নয়, কটন,' বলল জেস, 'কাল বিকেলের আগে শেষ করলেও চলবে। সকালে চার্চে না গিয়ে শেষ করে ফেল বাকিটা। অবশ্য তোমার মা পছন্দ করবে না সেটা।'

'আমিও কটনকে সাহায্য করার জন্য এখানে থাকব,' বলল জিম। 'এক রোববার চার্চে না গেলে সৃষ্টিকর্তা আমার উপর রুষ্ট হবেন না।'

'সৃষ্টিকর্তা রুষ্ট হবেন!' হাসল জেস, 'তুমি গেলেই বরং তুমি কে সেটা ভেবে কূল পাবেন না উনি।'

'আমি নিজেই কাজটা শেষ করতে পারব,' বলল কটন।

'সাহায্য করতে দাও তোমার আঙ্কল জিমকে, কটন,' বলল জেস, 'তাহলে ওর সাথে বেড়াতে যাবার সুযোগ হবে তোমার।'

'হ্যাঁ,' সাগ্রহে বলল জিম, 'আমাদের অনেক কিছুই আলোচনার দরকার আছে।'

মন্তব্য করল না কটন, কিন্তু ওর চেহারা বলছে জিমকে বিশ্বাস করছে না ও মোটেই।

মে মাসের উত্তপ্ত দিনের শেষে রাতের আবহাওয়া বেশ গরমই থাকে।

ঘর থেকে চেয়ার এনে উঠনে বসল ওরা। মৃদুমন্দ বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। চায়না বেরী গাছের পাতায় মৃদু ফিসফিস শব্দ তুলছে।

ওদের সেইসব দিনের চেনাশোনা লোকগুলোর কথা জানতে চাইল জেস। গত দু'বছরে ওদের অনেকের সাথে দেখা হয়েছে জিমের, অনেকের কথা অন্যদের মুখে শুনেছে। জেসকে বলল ওসব জিম। জিমের দেখা শহরগুলোর হালচাল, র‍্যাঞ্চিঙ, ক্যাটল ড্রাইভিং ইত্যাদির খুঁটিনাটি আগ্রহ ভরে জানতে চাইল জেস, অনেক বছর আগে ফিরে গেল যেন ও। শহরগুলোতে মেয়েরা কি ধরনের পোশাক পরে জানতে চাইল ইভা। 'পোশাকই পরে ওরা,' ঠাট্টা করল জিম, 'না পরলে ঠিকই দেখতে পেতাম আমি।'

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কিচেনের আলোকিত জানালার দিকে চোখ গেল জিমের। কটন আছে ওখানে, ডাইনিং টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে। জিম আশা করেছিল কটন বেরিয়ে আসবে, কিন্তু এল না ও। জেস বলল, 'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, গত গ্রীষ্মে শর্ট ইয়ারনেল এখানে এসেছিল তোমার খোঁজে।'

হাসল জিম, এক মুহূর্তে হাজারো পুরানো স্মৃতি ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। 'ওল্ড শর্ট! এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে ও, তাই না? একজন গুড ওল্ড বয় শর্ট ইয়ারনেল।'

'গুড ফর নাথিং ওল্ড বয়,' তীক্ষ্ণ গলায় মন্তব্য করল ইভা। 'একজন ভবঘুরে ছাড়া আর কি পরিচয় আছে ওর?'

'কিন্তু জীবনটাকে উপভোগ করতে জানে শর্ট,' বলল জিম, 'অনেকের মত একমাত্র জীবনটা হেলায় নষ্ট করেনি সে। গ্রাডি ওয়েলস ছিল ওর সাথে?'

অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল জেস, 'গ্রাডি ওয়েলস মারা পড়েছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

ব্যথায় ছেয়ে গেল জিমের বুক, ভাল একজন বন্ধু ছিল গ্রাডি

ওয়েলস। 'তুমি নিশ্চিত করে বলছ, জেস?' জানতে চাইল জিম।

'হ্যাঁ, জিম। শর্ট ওর সাথে ছিল তখন। ডেভিস মাউন্টিনে ঘটেছিল ঘটনাটা।'

মৃদু কণ্ঠে বলল জিম, 'ওর মনটা খুবই ভাল ছিল।'

'ভবঘুরে লোকগুলো সব এভাবেই মরে!' বলল ইভা, 'তাই তোমাকে বিয়ে করার জন্য বার বার চাপ দিচ্ছি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কিচেনের দিকে এগুলো জিম। কিচেনে ঢুকে কটনের পিঠের উপর দিয়ে টেবিলের উপর মেলে ধরা বইটার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'এত মন দিয়ে কি পড়ছ, কটন?'

'ইনটারনাল কমবাসশন, গাড়িকে চলতে সাহায্য করে ওটা।'

'বুঝতে পারছ ওসব জটিল ব্যাপারগুলো?'

'বোঝার চেষ্টা করছি,' সোজাসাপ্টা জবাব কটনের।

স্টোভের উপর কফিপট থেকে এনামেল কাপে কফি ঢালল জিম, কফিতে চুমুক দিতে দিতে কটন কিছু বলে কিনা দেখার জন্য অপেক্ষা করল। কিন্তু কটন একবারের জন্যও মাথা তুলল না। হতাশ হয়ে উঠানে ফিরে এসে স্ট্রেইট ব্যাক চেয়ারটাতে বসল আবার জিম।

'হোমার গানসের কথা মনে পড়ছে আমার, জিম,' বলল জেস। 'তোমার আর শর্টের মতই ছিল হোমার।'

'গত বছর একবার গিয়েছিলাম ওখানে, হপ্তা দুয়েক কাটিয়েছিলাম ওর সাথে। তেমন বদলায়নি বুড়ো শিয়ালটা, কেবল সামনের পাটির দুটো দাঁত হারিয়েছে।'

আবারও পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে এল ওদের। একবার হোমার আর ওরা দু'ভাই দু'ডজন পনি ঘোড়া ইন্ডিয়ানদের কাছে বেচতে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে হর্স রেসে সব কটা ঘোড়া হারাল।

'ওই হর্স রেসের কথা মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পায়, জিম,' হাঁটু চাপড়ে হাসল জেস, পর মুহূর্তেই আনমনা হয়ে উঠল। 'মাঝে মধ্যে

ইচ্ছে হয় পুরানো দিনগুলোতে ফিরে যাই।'

'তোমার একবার দু'এক মাসের জন্য বেরিয়ে পড়া দরকার, জেস। একবার ঘুরে আসতে পারলে শরীর মন দুটোরই উপকার হত।'

'হ্যাঁ, আমিও ভেবেছি অনেকবার।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পালাক্রমে স্বামী ও জিমের দিকে তাকাল ইভা। 'জেস,' বলল সে, 'আমাদের সামনে একটা লম্বা দিন পড়ে আছে। এবার ঘুমোতে যাওয়া দরকার।'

তিন

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে ওয়্যাগনে খচ্চর জুড়ে ওয়েবার আউটফিটের দিকে যাত্রা করল জিম ও কটন। উইন্ডমিলটার কাজ বিকেলের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

সকালের সোনালী আলোয় চরতে বেরিয়েছে নানা রঙের গরুগুলো। কটনের মুখ খোলানোর চেষ্টা করল জিম, লালমুখো একটা গরু দেখিয়ে বলল, 'ওই বুড়ি খুকিটাকে চিনেছি আমি। তোমার বাবার জন্য সান অ্যাঞ্জেলো হতে যে তিরিশটা গরু এনেছিলাম ওটাও ছিল সেই দলে।'

শুধুই মাথা দোলালো কটন। বলেই চলল জিম। 'ওটার একটা হাইফার বাছুর ছিল, মায়ের মতই লালমুখো। রোয়ানের মত দেখতে ছিল। বাছুরটা কি এখনও তোমাদের গরুর পালে আছে?'

আবার মাথা দোলালো কটন। হাল ছেড়ে দিয়ে আদিগন্ত বিস্তৃত

ভূমির দিকে তাকাল জিম। খর্বাকৃতির সমৃদ্ধ ঘাসে ঢাকা জায়গাটা, পূর্ব টেক্সাস বা ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে যেগুলো জন্মায় ওগুলোর চেয়ে আলাদা। পুষ্টি সমৃদ্ধ মিনারেল থাকায় ঘাসগুলো সহজেই নাদুস নুদুস করে তুলতে পারে গরুগুলোকে।

এখানে একশো বর্গমাইল এলাকার মধ্যে লাঙ্গল নিষিদ্ধ করা উচিত, ভাবল জিম। অথচ টেক্সাসকে হোমস্টেডারদের জন্য খুলে দেয়ার পর থেকেই লাঙ্গল চালিয়ে অবাধে ঘাসগুলো নষ্ট করা হচ্ছে।

টেক্সাস দ্রুতই স্বকীয়তা হারাবে। অথচ দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও দুবেলা দুমুঠো অন্ন যোগাতে পারছে না নেস্টররা। 'এখানে লাঙ্গল নিষিদ্ধ করা উচিত,' নিজের চিন্তাটাকে ভাষায় প্রকাশ করল জিম।

'হাহ্!' সংবিত ফিরে পেয়ে বলল কটন, আনমনা হয়ে পড়েছিল ও।

'হোমস্টিড আইনের কথা বলছি···নিজেদের ক্লেইমে লাঙ্গল চষা উচিত নয় তোমাদের। ঘাস হলো প্রকৃতির দান, ওটা ধ্বংস করা অন্যায়।'

'এই কথা মা'র সামনে বোলো না!' মুখ খুলল কটন, 'মা বলে, জমিতে ফসল না বুনে ফেলে রাখলে সৃষ্টিকর্তা অসন্তুষ্ট হন।'

'আমি তোমার মা'র সাথে একমত নই, কটন।'

আবার চুপ মেরে গেল কটন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিম বলল, 'তোমার আর আমার মাঝে একটা ভাল বোঝাপড়া ছিল।'

'আমার বয়স বাড়ছে, আঙ্কল জিম।'

'আমারও তো বাড়ছে।'

'কিন্তু তুমি আগের তুলনায় একচুলও বদলাওনি।'

'আমার কোন কথায় যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, কটন···'

শ্রাগ করে আবার খচ্চরগুলোর দিকে মন দিল কটন, 'তুমি যা যা বলেছিলে বলার পরপরই হয়তো ভুলে গিয়েছিলে, আঙ্কল জিম।'

'জীবনে কখনও তোমার সাথে গুল মারিনি, কটন।'

'অর্থাৎ আমার সাথে কখনও মিথ্যে বলোনি, তাই তো?'

'হ্যাঁ। অবশ্য গল্পচ্ছলে দু'একটা মিথ্যে বলিনি এমন নয়। কিন্তু গল্প তো গল্পই।'

'একবার তুমি আমাকে মোটর গাড়ি দেখাতে নিয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে, অথচ একদিন ভোরে জেগে উঠে দেখি তুমি উধাও।'

'তোমাকে কোন কথা দিলে তা রাখার চেষ্টা করেছি সবসময়। কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না···।'

'তুমি কখনোই মনে করতে পারবে না। তুমি আরও বলেছিলে মিডল্যান্ডে অনেকগুলো মোটরগাড়ি দেখেছো তুমি। কিন্তু ব্লু হ্যানিগানের ফ্রেইট ওয়্যাগনে চড়ে ওখানে গিয়ে দেখি একটি গাড়িও নেই ওখানে, একটিও না।'

ভ্রুকুটি করল জিম, 'বুঝতে পারছি না কেন ওই শয়তানের বাহনগুলোর প্রতি এত আগ্রহী হয়ে উঠেছ তুমি। কোন কাজের নয় ওগুলো।'

'তোমার ধারণা ঠিক নয়, আঙ্কল। দ্রুত বদলাচ্ছে দুনিয়াটা। একদিন দেখবে মানুষ ওই গাড়ি চালিয়ে দিনে একশো মাইল পাড়ি দিচ্ছে। কোন দ্রুতগামী ঘোড়ার পক্ষে সম্ভব হবে অতদূর দৌড়ানো?'

'কিন্তু দিনে একশো মাইল পাড়ি দেবার দরকারই বা কি? কোন জায়গার উপর অরুচি ধরে যাওয়ায় একদিনে একশো মাইল দূরে চলে যেতে হয়েছিল এমন কোন জায়গায় এ পর্যন্ত থাকিনি আমি।'

'তুমি কখনও গাড়িতে চড়েছ, আঙ্কল?'

অন্য সময়ের মত বানানো গল্প বলে কটনকে সন্তুষ্ট করা যাবে না, জানে জিম, তাই সত্য কথা বলারই সিদ্ধান্ত নিল ও। 'কোন একদিন আমরা সান অ্যাঞ্জেলো বা ফোর্টওয়ার্থে গিয়ে মোটর গাড়ি দেখে আসব। প্রচুর গাড়ি দেখতে পাবে ওখানে, চাই কি চড়াও যেতে পারে ওগুলোর

একটাতে।'

সংকীর্ণ হয়ে উঠল কটনের চোখাজড়ো, 'তোমার ওসব বানানো গল্প টমির জন্য তুলে রাখো বরং। ওসব এখনও বিশ্বাস করবে ও।'

ভ্রুকুটি করল জিম, চিন্তিত ভাবে তাকাল কটনের দিকে। ওর চেহারার সাথে ওর মায়ের চেহারার অদ্ভুত মিল, আগে কখনও লক্ষ করেনি জিম।

কাজ প্রায় শেষ উইন্ডমিলের, কেবল লেজের অংশটুকু বিচ্ছিন্নভাবে মাটিতে পড়ে আছে। বিশাল কাঠের হুইলটা ত্রিশ ফিট লম্বা কাঠের টাওয়ারের মাথায় লাগানো হয়েছে। লম্বালম্বিভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে টাওয়ারটা। হুইল এবং লেজের অংশটার আদি রঙ ছিল লাল, কিন্তু বিভিন্ন অংশ মেরামত করায় কয়েক রঙা হয়ে গেছে এখন।

লাফ দিয়ে ওয়্যাগন থেকে মাটিতে নামল কটন। খচ্চরগুলো ওয়্যাগন থেকে খুলে ফেলল যাতে ওয়্যাগনসুদ্ধ দৌড়ে না যায়। জিম সাহায্য করতে চাইল ওকে, প্রত্যাখ্যাত হলো। অগত্যা ওয়্যাগন থেকে যন্ত্রপাতি নামাতে লাগল ও।

'লেজের অংশটায় তোমাকে সাহায্য করতে পারব আমি,' বলল জিম।

'আমি নিজেই পারব,' জবাব দিল কটন, 'তুমি বরং খুঁটি গাড়ার জন্য দুটো গর্ত খুঁড়তে পারো। আমরা যখন টাওয়ারটা তুলব খুঁটি দুটো ওটা খাড়া রাখতে সাহায্য করবে। কোথায় খুঁড়তে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি।'

হতাশ হলো জিম, ওর কাউবয় পেশায় পোস্ট হোল খোঁড়ার ব্যাপারটা কখনোই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু, এই মুহূর্তে কটনের সাথে তর্কে যাবার মানসিকতাও নেই।

ওয়্যাগন হতে পোস্ট হোল ডিগার নিয়ে কাজে লেগে গেল জিম। শুকনো মাটিতে কিছুক্ষণ ডিগার চালানোর পর লাল লাল ফোস্কা দেখা দিল ওর দুহাতের তালুতে। 'গর্ত খোঁড়ার কাজে অভ্যস্ত নই আমি,'

ডিগার দুটোর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি ফেলে বলল জিম।

একটা নাটবোল্ট টাইট দিতে দিতে মাথা তুলে ওর দিকে তাকাল কটন, 'তোমাকে তো আর বাধ্য করা হচ্ছে না। থাক, আমি নিজেই করতে পারব।'

'আমি তো আর করব না বলিনি,' আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল জিম, 'শুধুই কথার কথা বলছিলাম।'

আবার গর্ত খোঁড়ার কাজে লেগে গেল জিম, টেইল সেকশনটা তোলার জন্য কটনের সাহায্যের দরকার না হওয়া পর্যন্ত থামল না। কটন যখন নাটবোল্টগুলো টাইট দিল শক্তভাবে ওটা ধরে রাখল জিম। উইন্ডমিলটার হুইল সেকশনের কাঠ ও যন্ত্রপাতির দিকে তাকাল ও, জানতে চাইল, 'ওটার প্রায় পুরো অংশটাই মেরামত করতে হয়েছে তোমাদের, তুমি নিজেই সব করেছ, কটন?'

মাথা দোলাল কটন, 'ঝড়ো হাওয়ায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। নইলে বাবার সাধ্যে কুলাতো না এটা কেনা।'

টেইল সেকশনটা মাটিতে রেখে ফোস্কা পড়া হাতের দিকে তাকাল জিম। ইতিমধ্যে ডিগারের হ্যান্ডেলের চাপে ফেটে গেছে ফোস্কাগুলো, অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। সূর্যটা অনেক উপরে উঠে গেছে এখন। 'তোমার খিদে লাগেনি, কটন?' জিজ্ঞেস করল জিম। কোন জবাব দিল না কটন।

উইন্ডমিল মেরামতের পর বেঁচে যাওয়া কাঠ জড় করে আগুন জ্বালল জিম। কফিপট তুলে দিল আগুনের উপর। পানি গরম হবার পর ওয়্যাগন থেকে ইভার দেওয়া কটন স্যাকটা নামিয়ে আনল। ব্রেকফাস্টে বেঁচে যাওয়া কিছু শুকনো বিস্কিট, কয়েক টুকরো বেকন আছে ওটায়।

একটা পুরোনো গানিস্যাকে তৈলাক্ত হাত মুছল কটন, জিমের বাড়িয়ে দেয়া বিস্কিট ও বেকনের টুকরো নিয়ে চিবুতে শুরু করল। খেতে খেতে গর্বিত দৃষ্টিতে উইন্ডমিলটার দিকে তাকাল কটন। প্রথম বিস্কিটটা শেষ হওয়ার পর আরেকটা বিস্কিট বাড়িয়ে দিল জিম কটনের

দিকে, বলল, 'খাও, অনেক কষ্ট করেছ তুমি।'

'উইন্ডমিলটা নতুনগুলার মতই কাজ দেবে, তাই না, আঙ্কল?'

'বাজি রাখতে পারো এ ব্যাপারে। নতুনগুলোর চেয়েও ভাল কাজ দেবে এটা। ফ্যাক্টরিতে জিনিস বানানোর সময় ওরা ব্যবহারকারীদের কথা ভাবে না।'

'আমি ভবিষ্যতে ওরকম একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে চাই, আঙ্কল। যেখানে এঞ্জিন অথবা অটোমোবাইল তৈরি হয়।'

'বদ্ধ ঘরের বিশ্রী আবহাওয়ায় কাজ করে শরীরটার বারোটা বাজাতে চাও, এই তো?'

'কিন্তু, আঙ্কল, যুগ পাল্টে যাচ্ছে, এমনকি পাখির মত ডানা মেলে আকাশে উড়বে এমন যন্ত্রের কথাও বলাবলি করছে লোকজন। সবাই আজকাল চায় দ্রুতগতি।'

'একটা বুড়ো কাউপনি একজন লোককে প্রয়োজনীয় গতি দিতে পারে। অটোমোবাইলগুলো আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত পৃথিবীটা তো থেমে থাকেনি।'

'বাবা-মাকে বোঝাতে পারব এমন আশা নেই আমার। সেই অতীতেই বাস করছে দুজনে এখনও। কিন্তু, আঙ্কল জিম, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, অনেক কিছু দেখেছ। নতুন কিছু দেখার আগ্রহ তোমার চিরকালের। আমি তো ভেবেছিলাম পরিবর্তনের হাওয়া তোমার গায়েও লাগবে।'

সাবধানে গরম কফিতে চুমুক দিল জিম, তারপর বলল, 'নিশ্চয়ই, আমি সব সময়েই নতুন দেশ, নতুন মানুষ দেখতে পছন্দ করি। কিন্তু আমার অতীতকে, আমার স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে চাই না, কটন। বড় বড় শহরগুলোতে গিয়েছি আমি, সেখানে গাড়ির ধোঁয়ায় মিউলগুলো চমকে ওঠে। ফোর্টওয়ার্থে বসে টেলিফোনে ক্যানসাস সিটি স্টকইয়ার্ডে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি একটা লোককে, যেন পাশের ঘরে

বসা একটা লোকের সাথে কথা বলছে।

'আমি অসংখ্য তারের বেড়াজালে ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো দেখেছি—ওখানে দাঁড়িয়ে আকাশই দেখতে পাবে না তুমি। ওসব দেখে ভয় পেয়ে খোলা প্রেইরিতে ছুটে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি আমি।'

'পৃথিবীটা বদলাচ্ছে, আঙ্কল জিম। তোমাকে হয় ওটার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে অথবা পিছিয়ে পড়তে হবে। তুমি কখনোই পিছিয়ে পড়ার মত লোক ছিলে না।'

'তুমি যে সভ্যতার কথা বলছ তা মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনবে, কটন।'

'এটা তোমার ভুল ধারণা, আঙ্কল। আমি ওই সভ্যতার একটা অংশ হতে চাই, ওটা গড়তে অবদান রাখতে চাই।'

'ঠিক আছে,' ভ্রুকুটি করল জিম, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'আমার ধারণা উইন্ডমিলটা তৈরি হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকাল কটন। 'ওরা এলেই উঠানোর কাজ শুরু করব আমরা।'

উঠতে ইচ্ছে করছে না জিমের, কটনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে এতেই খুশি ও।

অন্যদের কয়েকশো গজ আগে দেখা গেল আলভিন লডারমিল্কের ওয়্যাগনটাকে। জুলিও ভালডেজ রাস টেনে ওয়্যাগন থামানোর আগেই উঠে দাঁড়িয়ে জিম ও কটনের উদ্দেশে হাত নাড়ল আলভিন।

লাফ দিয়ে ওয়্যাগন থেকে নামল সে। সামনে এগিয়ে গিয়ে উইন্ডমিলটার বিভিন্ন অংশ খুঁটিয়ে দেখল। 'নিখুঁত হয়েছে সব,' মন্তব্য করল, 'নিশ্চয়ই কটন করেছে কাজটা।'

'আমি ওর মত একা একা কাজটা শেষ করতে পারতাম না কক্ষনো,' বলল জিম।

'তুমি ল্যাসো ছোঁড়া বা ঘোড়া চালানো ছাড়া আর কিই বা পারো?' ঘুরে দাঁড়াল আলভিন। 'চাকরি করতে চাও, জিম? আমার ওখানে কিছু ঘোড়া পোষ মানানো বাকি রয়ে গেছে।'

'ধন্যবাদ, আলভিন, আমার মনে থাকবে তোমার প্রস্তাবটা।'

নিজের পনি ঘোড়াটায় চড়ে বাকিদের আগে আগে এগিয়ে এল টমি, কাউবয়দের মত রাস টেনে ঘোড়া থামাল।

'হাউডি, আঙ্কল জিম? তোমার সাহায্য নিয়ে দ্রুতই কাজটা শেষ করতে পেরেছে কটন, তাই না?'

'আমরা যার যার যোগ্য কাজ করেছি,' পোস্ট হোল ডিগারগুলোর দিকে না তাকিয়েই বিরস গলায় জবাব দিল জিম।

জেস ওয়েলডন ঘোড়া থেকে নেমে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকাল উইন্ডমিলের অংশগুলোর দিকে। খুঁত বের করার চেষ্টা করল, পারল না। 'তুমি সত্যিই দারুণ কাজ দেখিয়েছ, সান,' কটনের কাঁধ চাপড়ে বলল সে।

স্টোরকীপার ফিলিপ পিয়ারসন ওয়্যাগন থেকে নেমে দুহাত বাড়িয়ে জিমের দিকে এগুলো, আকর্ণ প্রসারিত ওর হাসি। ওর বিশাল ভুঁড়ি দেখে বোঝা যায় স্টোর থেকে বিপুল পরিমাণ গ্রোসারিজ পেটে জায়গা দিয়েছে।

'ওয়েলকাম হোম, জিম ওয়েলডন,' বলল ফিলিপ, 'শহরে একবারও আসোনি, ভেবে অবাক হচ্ছি।'

কয়েক পা সামনে এগিয়ে বুড়ো মার্চেন্টের সাথে হাত মেলাল জিম, বলল, 'কালই এসেছি মাত্র, তাছাড়া পয়সা কড়ি সাথে আনিনি কিছুই। শহরে গিয়ে কেনাকাটা করতে পারব না।'

'নগদ টাকায় জিনিস কেনে যদি সবাই তাহলে দোকানদারের সাথে গল্প করবে কে!' হাসল ফিলিপ, 'এতদিন নিসঙ্গ থেকে মারা যেতাম না আমি!'

ফিলিপের পেছনে ওর বিশাল শরীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে ডাচ

স্কেনার। মাত্র কবছর আগে পূর্ব টেক্সাসের জার্মান ভাষাভাষী পাহাড়ী এলাকা থেকে এসেছে স্কেনার। ওর ভাষা ও পেশার কারণে লোকজন সহজভাবে নেয়নি ওকে। শহরে ফিলিপ পিয়ারসনের মালিকানাধীন একটা সেলুন চালায় ও।

ভিন্ন একটা ওয়্যাগনে একজন হোমস্টেডারকে দেখতে পেল জিম। নেলী ওর নাম, অস্পষ্টভাবে মনে করতে পারল জিম। নিজের ছেলেকে সাথে এনেছে লোকটা, ছেলেটা টমির বয়সী, নাম লিস্টার। নামটা মনে আসতেই হাসি পেল জিমের। নেস্টর ও লিস্টার নাম দুটো প্রায় একই শোনায়।

সিসি টার্পলির দুজন কাউবয় মাসট্যাঙ ঘোড়ায় চড়ে দলের সাথে এসেছে। ওদের কালো কুকুরটা বেশ ঘেউ ঘেউ করছিল এতক্ষণ, এখন একটা ওয়্যাগনের নিচে ছায়ায় বসে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

নেস্টররা আসার সময় ওদের বউদেরও নিয়ে এসেছে। জেসের কেবিনে চিকেন ফ্রাই তৈরিতে ইভাকে সাহায্য করছে ওরা, পুরুষরা কাজ শেষে ওখানে জড় হবে।

উইন্ডমিল তোলার কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়। ওকাজে ফিলিপ পিয়ারসনের দুটো খচ্চর ভাড়া করেছে জেস। টাওয়ারটা তুলতে সাহায্য করবে ও দুটো। সবাই অল্প বিস্তর হাত লাগাল। সিসি টার্পলির কাউবয় দুজনও বাদ গেল না।

অবশেষে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় দাঁড় করানো গেল উইন্ডমিল টাওয়ার, মোহিত হয়ে তাকাল সবাই ওটার দিকে। হুইল এবং লেজের অংশের সাথে বাঁধা লিঙার খুলে দিল কটন, মৃদুমন্দ বাতাসে ঘড় ঘড় শব্দে ঘুরতে লাগল হুইল ও বিশাল কাঠের পাখাটা। স্যাকার রড ওঠানামা করতে লাগল। এক মিনিটেই ফ্লো পাইপ বেয়ে বেরিয়ে এল পরিষ্কার পানি।

রুক্ষ ভূমির তলা থেকে কল কল শব্দে বেরিয়ে আসছে তাজা পানি,

নীরবে সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে সবাই। অসংখ্যবার দেখেছে ওরা এ দৃশ্য, কিন্তু আরও হাজারবার দেখলেও যেন আশ মিটবে না।

ধীরে ধীরে ফ্লো পাইপের দিকে এগিয়ে গেল কটন, আঁজলা ভরে পানি খেলো। 'মিষ্টি পানি,' বলল ও বিস্মিত গলায়। মৃদু হাসল জুলিও ভালডেজ।

তৈলাক্ত, কাদামাখা শরীরে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন, শ্রদ্ধা ও তৃপ্তিভরা চোখে দেখছে ওদের সদ্য শেষ করা কাজ। জেস ছেলে দুটোকে ওয়্যাগনে যন্ত্রপাতি তুলতে বলল, তারপর গোটা দলটা বাড়ির পথ ধরল। ওখানে চিকেন ফ্রাই অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

ওরা চায়না বেরী গাছগুলোর কাছাকাছি আসতেই একটা লাল রঙের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে অভ্যর্থনা জানাল ওদের। 'ওটা আমাদের শিক্ষিকার কুকুর,' বলল কটন, 'স্কুল ছুটি, বুঝতে পারছি না কি জন্য এসেছে সে।'

মৃদু হাসল জিম, 'মহিলার নিশ্চয়ই একটা নাম আছে।'

'মিস্ টার্নার, স্প্রিং টার্নার।'

'স্প্রিং! ওটা আবার একটা নাম হলো নাকি?'

'সামার হলেই বরং মানাত, আঙ্কল, লেট সামার। বড় বেশি উত্তপ্ত।'

মেয়েদের বয়স বিচারে কটনের পারদর্শিতা সম্পর্কে সন্দিহান জিম। স্প্রিং টার্নারের বয়স যদি পঁচিশেরও বেশি হয় তবে নিশ্চয়ই দেখতে ভাল নয় ও। এই বুনো দেশে কোন সুদর্শনা মেয়ে পঁচিশ বছরেও অবিবাহিতা, এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

ঘোড়াগুলোর স্যাডল নামাতে কয়েক মিনিট মাত্র লাগল। লিস্টারের দিকে তাকিয়ে টমি বলল, 'চলো ঘরে গিয়ে আমরা কিছু আইসক্রিম ফ্রিজ করতে পারি কিনা দেখি।'

'ফ্রিজারের হ্যান্ডেল ঘুরালে আমার হাত ব্যথা করে,' আপত্তি জানাল

লিস্টার। ওকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল টমি।

জিম ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ওর বাহু আঁকড়ে ধরল আলভিন লডারমিল্ক। 'তোমার সাহায্য ছাড়াও কাজ চালিয়ে যেতে পারবে ওরা,' বলল সে। নিজের ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সীটের তলায় গোপন কুঠুরী থেকে একটা বোতল বের করে ওয়্যাগনের আড়ালে ছায়ায় বসল ও। জিমও অনুসরণ করল ওকে।

কর্ক খুলে বোতলটা জিমের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে মন্তব্য করল আলভিন, 'মেয়েদেরকে আমি পছন্দ করি, জিম, খোদার আশীর্বাদপুষ্ট হোক ওরা। কিন্তু মাঝেমধ্যে ওদের কথাবার্তা উন্মাদ করে তোলে আমাকে।'

'কিন্তু ইভা টের পেয়ে যাবে, আলভিন,' বোতলটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল জিম, 'এই জিনিসের গন্ধ পেলে বাড়ি মাথায় তুলবে ও।'

হুইস্কির বোতলে লম্বা চুমুক দিয়ে ঠোঁট চাটল আলভিন, 'খোদার কসম, জিম, এ ব্যাচটাতে দেবদূতদের নিঃশ্বাস পড়েছে। একটু পরীক্ষা করে দেখো। বোতলটা আবার জিমের দিকে বাড়িয়ে দিল আলভিন। ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করল জিম। ঠিক সেই মুহূর্তে বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটল। বাঁশির মত তীক্ষস্বরে বেজে উঠল একটা মহিলার গলা, 'মি. লডারমিল্ক!'

ঝামেলায় পড়া গেছে, মাথা না তুলেও বুঝতে পারল জিম। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ইস্পাত কঠিন মুখের কোরা লডারমিল্ক। তার পাশে আছে ইভা ওয়েলডন, এই মুহূর্তে তার দৃষ্টির প্রখরতা ইন্ডিয়ানদেরও হার মানায়। ওদের পেছনে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্যদের মাঝে আরও আছেন ব্রাদার এভারলি, এই লোকালয়ের ব্যাপ্টিস্ট যাজক।

'মা-মানে, কোরা,' আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল আলভিন। 'আমি চাইছিলাম না, কিন্তু জিম বলল ওর এই বাড়ি ফেরাকে সেলিব্রেট করতে···।'

আলভিনের নির্জলা মিথ্যাচার স্তম্ভিত করে দিল না জিমকে, নিজের চামড়া বাঁচাতে এর তুলনায় আরও জঘন্য মিথ্যা বলতে দেখেছে ও আলভিনকে।

কোরা লডারমিল্ক তার তীক্ষ্ণ চোখজোড়া জিমের উপর নিবদ্ধ করল, 'মি. ওয়েলডন!' নিজের অজান্তে এখনও অভিশপ্ত বোতলটা ধরে আছে জিম।

ইভার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠতে দেখল জিম। ওর পাশে দাঁড়ানো অচেনা মেয়েটার মুখের ভাব বোঝা গেল না, কিন্তু ওর চোখ জোড়ায় কৌতুক খেলে যেতে দেখল জিম। জীবনে আর কখনও এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়নি ওকে। ব্রাদার এভারলি কথা বললেন, 'মনে হয় আজকের দিনটা যে পবিত্র রোববার সেটা ভুলে গেছেন ব্রাদার ওয়েলডন।'

চোখের কোনায় আলভিনের দিকে তাকাল জিম। মাঠে ফুল তুলতে থাকা একটা নিষ্পাপ কিশোরের মত মুখ করে বসে আছে আলভিন, যেন জীবনে কোন পাপ করেনি।

'শিওর, ব্রাদার এভারলি,' কাঁধ ঝাঁকাল জিম। 'আজ পবিত্র রোববার।' বোতলটা মাটিতে ফেলে দিল ও, তরল হুইস্কি মাটিতে গড়িয়ে যেতে দেখে আলভিনের গোবেচারা মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠল।

'ভবিষ্যতে, মি. ওয়েলডন,' বলল কোরা শাণিত গলায়। 'রোববার ছাড়া অন্যদিনও আমার স্বামীর দুর্বলতার কথাটা স্মরণে রাখবে আশা করি।'

'আমি চেষ্টা করব, মিসেস লডারমিল্ক,' শ্রাগ করে বলল জিম। কোরা কেবিনের দিকে এগুলো।

তৃতীয় মহিলার দিকে তাকাল ব্রাদার এভারলি, 'আমরা কি এবার ফিরে যেতে পারি, মিস্ টার্নার?'

'শিওর, ব্রাদার এভারলি, গলায় ছন্দোময় ঝঙ্কার তুলল মেয়েটা।

মিস স্প্রিং চলে যাওয়ার পর ওর চোখের রঙ মনে করতে পারল না জিম, কিন্তু ও দুটোতে জেগে ওঠা কৌতুকের ঝিলিক ঠিকই ওর মনে গেঁথে রইল।

কোমরে হাত দিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়াল ইভা। মে মাস এখন, কিন্তু ওর চোখজোড়ায় অক্টোবরের শীতলতা। 'দুদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাকে, জিম? বাড়িতে আসার একদিনের মাথায় ব্রাদার এভারলি আর ছেলেদের টিচারের সামনে বিব্রত করলে আমাকে। কোরার কথা না হয় বাদই দিলাম।'

'এক ফোঁটাও খাইনি আমি,' দুর্বল গলায় বলল জিম। 'আমার নিঃশ্বাস শুঁকে দেখতে পারো।'

'কাজ নেই!' রাগত পায়ে ঘরের দিকে এগুলো ইভা।

করাল থেকে নীরবে বেরিয়ে এল কটন, এতক্ষণ যন্ত্রপাতিগুলো সাজিয়ে রাখছিল ও সেখানে। খালি হুইস্কির বোতলটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা ট্র্যাশ ব্যারেলে রাখল সে। ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগতে পারে। বাকিদের অনুসরণ করে নিরানন্দ মনে কেবিনের দিকে এগুলো জিম।

নিয়ম অনুযায়ী লোকজন উঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে, বয়স্করা চেয়ারগুলো দখল করেছে, বাকিরা চায়না বেরী গাছগুলোর ছায়ায় মাটিতে বসেছে। চিকেন ফ্রাই ভাজার শব্দ শুনতে পাচ্ছে জিম, গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। বারান্দার সিঁড়িতে বসে ফ্রিজারের হ্যান্ডেল ঘুরাচ্ছে টমি।

জিমকে অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করল ফিলিপ পিয়ারসন, ওর সাম্প্রতিক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শোনাতে বলল। ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে কাজ করা, মন্‌ট্যানা ব্যাডল্যান্ডসে নেকড়ের চামড়া সংগ্রহ, 'ওয়াইলড্ ওয়েস্ট শো' সার্কাস দলে ঘোড়া দাবড়ানোর চাকরি নেবার অভিজ্ঞতা শোনাল ও ওদেরকে, 'সার্কাস দলের সাথে কয়েকদিন

ছিলাম মাত্র। তৃতীয় দিন নাগাদ আমাকে এত বেশি ধুলাবালি খেতে হলো, পনেরো পাউন্ড ওজন বেড়ে গেল আমার। পয়সাপাতি অবশ্য ভাল দিত ওরা—মাসে একশো সোয়াশো ডলার। কিন্তু আমি আসলে শো টাইম কাউবয় কখনোই ছিলাম না।

'র‍্যাঞ্চে একটা ঘোড়াকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে ওটা আরেকজন ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু শোতে ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে প্রশংসা ও হাততালি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না তোমার কপালে। অবশ্য ভাল পয়সাপাতি ছাড়া।'

ফারমার নেলী বলল, 'তুমি এমনভাবে বলছ যেন টাকা কামানোটা জরুরী কিছু নয়।' স্পষ্ট অসন্তোষ ওর গলায়।

'এমন লোকের সাথে আমার আজতক দেখা হয়নি যে বলেছে তার যথেষ্ট টাকা আছে। এমনকি সিসি টার্পলিও নয়। যা পাওয়ার খাই কখনও মিটবে না সেটার পেছনে এমন হন্যে হয়ে ছোটার কি দরকার? জীবনটাকে উপভোগ করার আরও তো অনেক রাস্তা আছে।'

একসময় ইভা কিচেন থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে খেতে ডাকল। ব্রাদার এভারলির সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর ঘরের দিকে এগুলো সবাই। খানিকটা পেছনে পড়ে রইল জিম এবং আলভিন লডারমিল্ক। 'তোমাকে ঝামেলায় ফেলে সটকে পড়েছিলাম, দুঃখিত, জিম,' অপরাধী কণ্ঠে বলল আলভিন।

শ্রাগ করল জিম, ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছিল ও ব্যাপারটা, বলল, 'বিবাহিত হলে আমিও হয়তো তাই করতাম।'

'আমি যে কোরা লডারমিল্ককে ভয় করি এমন নয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানে বিশ্বাসী আমি। কৈফিয়ত দেবার চেয়ে মিথ্যে বলাটা অনেক সহজ। বিয়ের পর তুমিও শিখতে শুরু করবে সবকিছু।'

'তাইতো আমি বিয়েই করব না কখনও। জীবনে কখনও একটা ক্ষতিকর মিথ্যেও বলিনি আমি।'

ডাইনিং টেবিলে গোল হয়ে বসেছে সবাই। সবার প্লেটে চিকেন

ফ্রাই তুলে দিচ্ছে ইভা। জিম নিজের জন্য গলা ও পাখার অংশ আশা করেছিল। কিন্তু ওর কপালে জুটল পাঁজরের অংশ।

বিস্কিট বিলানোর দায়িত্ব পড়েছে স্প্রিং টার্নারের উপর। প্যান হাতে জিমের দিকে এগিয়ে এল ও, 'মি. জিম, ক'টা চাই তোমার, পাঁচটা না ছ'টা?'

'পাঁচটাই যথেষ্ট,' বলল জিম, 'আমি চাই না লোকজন আমাকে রাক্ষস বলুক।'

জিমের পাশেই বসেছে জুলিও ভাল্‌ডেজ। জিম দেখল ওর প্লেটে পাখার অংশ তুলে দিচ্ছে ইভা। কিন্তু জিমের সান্ত্বনা, বিস্কিটের দিক দিয়ে ওকে ঠকায়নি মিস টার্নার। নিজের একটা পাঁজরের অংশ বদল করে নিল ও জুলিওর পাখার অংশগুলোর একটার সাথে। 'পাখার প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব চিরদিনের,' বলল ও।

খাবার পালা শেষ হলে আইসক্রীম ফ্রিজার দুটো বয়ে আনল টমি ও লিস্টার। সবাই আইসক্রীমের বাটি হাতে বেরিয়ে এল। সামনে ওয়্যাগন রোডে দুটো ফ্রেইট ওয়্যাগন দেখা গেল, খচ্চরগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য পুকুরটার কাছে গেল টিমস্টাররা।

'ব্লু হ্যানিগানকে বলো খেয়ে যেতে,' জেসকে বলল ইভা। 'প্রচুর রয়ে গেছে এখনও আমাদের।'

এ সময় বিস্কিট করালে এল। ঘোড়াটার জন্য গেট খুলে দিতে ওদিকে গেল জিম। ঘরে ফেরার জন্য ঘুরতেই স্কুল টিচারটিকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। লম্বা, পাতলা গড়ন মেয়েটার, ধূসর রঙা সাদামাঠা পোশাক মাটি ছুঁয়েছে। ওর হাতে একটা কফিকাপ ও চামচ। 'আমাদের বাটি শেষ হয়ে গেছে, মি. জিম। আশা করি কাপেই চলবে তোমার।'

স্প্রিং টার্নারের হাত থেকে কাপটা নিল জিম, কি বলবে ভেবে পেল না কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, 'ধন্যবাদ, মিস টার্নার, তোমার কষ্ট

করার দরকার ছিল না।'

'ও কিছু না, আমি চাইনি তুমি বাদ পড়ো।'

'আচ্ছা, মিস্ টার্নার,' খানিকটা ইতস্তত করে বলল জিম, 'তোমার নাম স্প্রিং হলো কেন?'

'এপ্রিলে জন্মেছিলাম আমি। মা বলেছিল সেবার শীতকালটা বেশ দীর্ঘ ছিল, বসন্ত দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল লোকজন।' হাসল স্প্রিং, বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে ওকে, 'হুইস্কির বোতলটা কোত্থেকে এসেছিল আমি কিন্তু জানি, মি. জিম। মি. লডারমিল্কের বোতল লুকানোর অনেক গোপন জায়গা চেনা আমার।'

স্কুলহাউজটা লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার্সে অবস্থিত। ওরাই স্কুলের জন্য ঘর দিয়েছে, শিক্ষিকার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

'ভাল লোক, লডারমিল্করা,' মন্তব্য করল জিম, আর বেশি কিছু বলতে চাইল না। নিজের ভাষাজ্ঞানের ব্যাপারে সচেতন ও, ইভার কাছে শুনেছে বার্নেই নাকি বেশি মানায় ওটা। 'তুমি পুব থেকে এসেছ?' জানতে চাইল জিম।

'বেশি পুব নয়। শুধুই পূর্ব টেক্সাস।'

'আমরাও পূর্ব টেক্সাসে জন্মেছিলাম, আমি আর জেস। এখানে আসার আগে অনেকদিন ছিলামও ওখানে।' তারপর হঠাৎ আর কি বলবে ভেবে পেল না জিম।

ঠিক সে মুহূর্তে একটা বাগির চাকার ঘড় ঘড় শব্দ শোনা গেল, একজোড়া গ্রে টেনে নিয়ে আসছে বাগিটা। 'সিসি টার্পলি না?' স্প্রিংয়ের কণ্ঠের বিরক্তি গোপন থাকল না। 'আর ওর সাথের ভদ্রলোক ফ্যাট গ্রাভিনই হবে।'

'কিন্তু ফ্যাটকে ভদ্রলোক বলে না এমন লোকও আছে,' বলল জিম।

'আমিও ওই দলেরই,' কেবিনের দিকে পা বাড়াল স্প্রিং, যেন সিসি টার্পলি বা ফ্যাট গ্রাভিনের সামনে পড়তে চায় না।

বাগিটা থামতেই উঠে দাঁড়াল লোকজন, শুধুই ভদ্রতার খাতিরে।

ওরা যে বুড়ো র‍্যাঞ্চারকে শ্রদ্ধা করে এমন নয়। আগ বেড়ে হাত বাড়িয়ে দিল জেস, 'হাউডি, মি. টার্পলি?'

ওরা দু'ভাই যখন দি টুসি র‍্যাঞ্চে কাজ করত তখন শুধুই সিসি বলে ডাকত জেস ওকে। কিন্তু সময় বদলেছে এখন, ওদের সম্পর্কটা মালিক কর্মচারীর পরিবর্তে পাওনাদার দেনাদারে দাঁড়িয়েছে।

'শুনেছিলাম ওয়েবার আউটফিটে একটা উইন্ডমিল বসাবে তুমি, জেস,' বলল সিসি টার্পলি, 'আসার পথে দেখলাম ইতিমধ্যেই বসিয়ে ফেলেছ তোমরা ওটা।'

কিচেনের দরজায় দেখা দিল ইভা, 'মি. টার্পলি, প্রচুর চিকেন ফ্রাই ও বিস্কিট আছে এখনও আমাদের, তুমি আর মি. গ্রাভিন ভেতরে এলে খুশি হব।'

'ধন্যবাদ, ইভা, কিন্তু আমাদের হাতে সময় একদম নেই,' সিঁড়িতে রাখা ফ্রিজারের উপর চোখ পড়ল টার্পলির।

'তোমাদের কিছু আইসক্রীমও বেঁচে গেছে?'

'হ্যাঁ, মি. টার্পলি,' বলল ইভা। কালো হয়ে উঠল টমির মুখ, নিজের জন্য শেষ দুটো আইসক্রীম রেখে দিয়েছিল ও।

'তাহলে কিছু সময় দিতে রাজি আমি,' বলল সিসি।

চুপ হয়ে গেল লোকজন, আড্ডার মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেল যেন। দুটো বাটিতে আইসক্রীম নিয়ে টার্পলি ও ফ্যাটকে দিল ইভা। নীরবে খেতে লাগল সিসি। আর ওদিকে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে এক তরফা কথার খই ফুটিয়ে চলল ফ্যাট গ্রাভিন। বিষয় ব্যাংকিং ও জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান। অথচ ওই ফ্যাট গ্রাভিনকেই বছর চারেক আগেও অকর্মা কাউবয় হিসেবে দুয়ারে দুয়ারে চাকরি খুঁজতে দেখেছে জিম।

আইসক্রীম খেতে খেতে চারদিকে তাকাল টার্পলি। 'প্রচুর কাজ করেছ তুমি, জেস,' মন্তব্য করল ও।

'সাধ্যে যতটুকু কুলিয়েছে করেছি,' জবাবে বলল জেস।

ভ্রুকুটি করল র‍্যাঞ্চার, 'কিন্তু আজ তোমরা যে উইন্ডমিলটা বসিয়েছ···আমার জানামতে তোমার সবকিছু ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ করা। কিন্তুএকটা উইন্ডমিল কেনার জন্য টাকা ধার করেছ, রেকর্ডপত্রে এমন কিছু খুঁজে পাইনি আমি।'

'ওটা একটা পুরানো উইন্ডমিল, মিঃ টার্পলি।'

'তবুও তো কিছু টাকা লেগেছে এতে। তাছাড়া কুপ ড্রিল করতে হয়েছে তোমাকে। টাকাগুলো কোথায় পেয়েছ তা নিয়ে আমার মনে কৌতূহল জাগছে, জেস।'

বিরক্তির রেখা জেগে উঠল জিমের কপালে। জেস বলল, 'কুপটা ড্রিল করতে বুড়ো ম্যাক্সকে সাহায্য করেছে কটন। ম্যাক্সের শ্রম ও মেশিনারী ব্যবহারের জন্য ছেলেটা স্কুল ছুটি হলে দু'হপ্তা বিনা বেতনে কাজ করে দেবে ওর খামারে। মিঃ টার্পলি, ছেলেটার শ্রমকেও মর্টগেজ করিনি আমি।'

মাথা দোলাল টার্পলি, 'কিন্তু মিলটার দাম কিভাবে মেটালে?'

'ওটা একটা স্ক্র্যাপ মিল ছিল। মিডল্যান্ডসের দক্ষিণে একটা আউটফিটে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল। নামমাত্র দামে কিনে নিয়েছিলাম আমি ওটা। ব্লু হ্যানিগান তার ফ্রেইট ওয়্যাগনে এখানে বয়ে এনেছিল স্রেফ সৌজন্যের খাতিরে।'

'কিন্তু ওকাজ করতে গিয়ে ওয়্যাগনগুলোর ক্ষতি হতে পারত,' কথা বলল ফ্যাট গ্রাভিন, 'ব্লু হ্যানিগান তার ওয়্যাগনগুলো মর্টগেজ রেখেছে ব্যাংকের কাছে। একটা লোক ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিলে কোলেট্যারালের যত্ন নেয়া উচিত তার।'

অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সিসি। ফ্যাটের বুদ্ধি বেশ খুলতে শুরু করেছে, ভাবল সে। সভ্যতার বিকাশে ব্যাংকের অবদান নিয়ে কথা বলতে শুরু করল গ্রাভিন। লোকজন ইতিমধ্যে বিরক্তির শেষ

সীমায় পৌঁছে গেছে, কিন্তু হুঁশ নেই ওর।

বিরক্ত চেহারায় জটলা হতে বেরিয়ে চায়না বেরী ঝোপের দিকে গেল জিম। ঝোপের ভেতর একটা জিনিস দেখে দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। একটা কঞ্চির উপর মলত্যাগ করেছে কেউ। ঘাড় বাঁকা করে দেখল ওর দিকে পিছু ফিরে আছে ফ্যাট, এখনও সারগর্ভ বক্তৃতা ঝাড়ছে।

পকেট থেকে জ্যাকনাইফটা বের করে বেশ সাবধানে কঞ্চির গোড়াটা কাটল জিম, বিষ্ঠাগুলো যাতে পড়ে না যায় ওদিকে খেয়াল রাখল। তারপর কঞ্চিটা হাতে নিয়ে এমন সাবধানে এগুলো যেন ডিমের উপর দিয়ে হাঁটছে। স্প্রিং টার্নারের লাল কুকুরটাও এগুলো ওর সাথে সাথে।

ফ্যাটের কাছাকাছি এসে কঞ্চিটা সামনে বাড়িয়ে বিষ্ঠাটুকু ওর ট্রাউজারে লাগিয়ে দিল। বড় বড় অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে ফ্যাট এতই মশগুল ছিল যে কিছুই টের পেল না। এমনকি আলভিন লডারমিল্ক ও ব্লু হ্যানিগান কেন হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকানোর চেষ্টা করল ওটাও বুঝতে পারল না সে।

স্প্রিং টার্নারের লাল কুকুরটা এতক্ষণ কৌতূহলী হয়ে জিমের কাণ্ডকারখানা দেখছিল, আরও উৎসাহী হয়ে ফ্যাট গ্রাভিনের ট্রাউজারের পেছনে লাফিয়ে পড়ল ওটা। হঠাৎ চমকে উঠে পেছনে তাকাল ফ্যাট, খিস্তি দিয়ে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল কুকুরটাকে। হাঁটু চাপড়ে জোরে হেসে উঠল আলভিন, ব্লু হ্যানিগান। ফিলিপ পিয়ারসনও হাসি চাপতে পারল না। পেটে খিল না ধরা পর্যন্ত থামল না ওরা।

পেছন ফিরে জিমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ফ্যাট, মুহূর্তে রাগে লাল হয়ে উঠল ওর চেহারা। জিম এমনভাবে তাকাল যেন এসবের কিছুর মধ্যেই নেই ও।

অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল সিসি, হট্টগোল শুনে চকিতে পেছনে

তাকাল। 'কি হচ্ছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল সে, ফ্যাট গ্রাভিনকে রাগান্বিত চেহারায় জিমের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুঝল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, এবং এখুনি ওদের এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া দরকার। লোকজনের দিকে তাকাল সিসি, হাত নেড়ে বক্তৃতার ঢঙ্গে বলল, 'তোমাদের সঙ্গ দারুণ উপভোগ করেছি আমি। জরুরী কিছু কাজ পড়ে না থাকলে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারতাম।' দম নিল সিসি, 'ও, হ্যাঁ, আর একটা কথা, তোমরা অনেকেই হয়তো জানো না, ব্যাংকের কাজকর্ম গ্রাভিনের হাতে ছেড়ে দিয়েছি আমি। এখন থেকে যে কোন ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য ওর সাথেই যোগাযোগ করতে হবে তোমাদের। তুমি আসছ, খোকা?' গ্র'ভিনের দিকে তাকিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার, তারপর বাগির দিকে এগুলো।

গত বিশ বছরের মধ্যে কখনোই খোকা ছিল না ফ্যাট গ্রাভিন। 'ইয়েস স্যার,' জবাবে বলল ফ্যাট, বিষ্ঠা লাগা ট্রাউজারের পা-টা হাত দিয়ে উঁচিয়ে ধরে বাগিতে উঠল ও। বাগি এগিয়ে চলল, একবারও পিছু ফিরে চাইল না ফ্যাট গ্রাভিন।

বাগিটা চোখের আড়াল হতেই আবার একদফা হাসল আলভিন, ব্লু হ্যানিগান ও পিয়ারসন, অন্যদের মাঝেও সংক্রমিত হলো হাসিটা এবার।

কোরা বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে, জিজ্ঞেস করল, 'আবার তুমি ওদেরকে তোমার বিটকেলে গল্পগুলো শোনাচ্ছ, মিঃ ওয়েলডন?' তারপর আলভিনের দিকে তাকাল, 'আমাদের মনে হয় বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে, আলভিন।'

বাকবোর্ডটা চালিয়ে নিয়ে এল জুলিও ভাল্‌ডেজ, কোরা ও আলভিন বাকবোর্ডে উঠল। নিজের কুকুরটাকে ডাকল স্প্রিং টার্নার, লাফ মেরে বাকবোর্ডের পেছনে উঠল ওটা। জিমের দিকে তাকাল স্প্রিং, বলল, 'কিছুক্ষণ আগে কি ঘটেছিল সব জানালা দিয়ে দেখেছি আমি, মিঃ ওয়েলডন।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জিম। অন্যদিকে তাকাল, 'স্রেফ দুষ্টুমি ছিল ওটা, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল কিনা।'

'আমাকে উঠতে সাহায্য করবে না?' জিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল স্প্রিং, হাত ধরে ওকে বাকবোর্ডে উঠতে সাহায্য করল জিম।

সন্ধ্যার আলো আঁধারীতে মিলিয়ে যেতে দেখল ও বাকবোর্ডটাকে। কটন এসে দাঁড়াল ওর পাশে। 'ভাল একজন শিক্ষিকা পেয়েছ তোমরা, কটন,' বলল জিম, 'আশা করি প্রতিদিনই নতুন কিছু না কিছু শিখছ।'

চার

জিমের হাতের ফোস্কাগুলো শুকানোর সুযোগ পেল না। নতুন বসানো উইন্ডমিলটার পানি ধরে রাখার জন্য একটা সারফেস ট্যাংক তৈরি করার কথা ভাবছিল ও, অবশেষে করেই ফেলল সেটা। ওয়েলডনদের গরুর সংখ্যা বাড়ছে। গরুগুলোকে বাড়তি পানি যোগাবে ট্যাংকটা।

ট্যাংক খোঁড়ার কাজটা জিমের পছন্দের এমন নয়। টাকার বিনিময়ে কখনোই করত না ওটা। একদিন সন্ধ্যায় ক্লান্ত ঘর্মাক্ত দেহে বাড়ি ফিরে এলে ইভা ওকে বলল এখনও ওর একজন ভাল খ্রিষ্টান হবার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায়নি।

দু'একদিন পর বিকেলে খচ্চরগুলোর জিন খসাচ্ছিল জিম, একজন একাকী রাইডারকে ওয়্যাগন রোড ধরে এগিয়ে আসতে দেখল খর্বাকৃতির লোক, বয়সের ভারে কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। একটা হাড্ডিসার কালো ঘোড়ায় চেপেছে ও। কেবিনের দিকে এগুলো

রাইডার।

সিঁড়ির ধাপে এসে দাঁড়াল জিম, লোকটার আসা দেখল। আউটডোর ওঅশ প্যানে মুখ ধুচ্ছিল জেস, মুখ তুলল সে-ও, 'হাউডি, মিঃ রেসমুসেন! নেমে এসো, সাপার সারা যাবে একসাথে।'

দ্বিধাগ্রস্থ দেখাল বুড়োকে, খুবই ক্লান্ত, যেন স্যাডল থেকে নামার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই। 'ধন্যবাদ, জেস ওয়েলডন। তুমি নিশ্চিত তোমার বউ কিছু মনে করবে না?'

জিম লোকটাকে চিনতে পারল এবার। বয় রেসমুসেন ওর নাম, ক'বছর আগে শেষবার যখন জিমের সাথে ওর দেখা হয়েছিল, দীর্ঘ পর্বত পাড়ি দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ও। একবছরে আরও বুড়িয়ে গেছে প্রাক্তন কাউবয়, গালে ও কপালে অজস্র বলিরেখা পড়েছে, এক সময় নীল ছিল চোখের রঙ, ফিকে ধূসর হয়ে গেছে এখন ওগুলো। বয় রেসমুসেনের গা থেকে এমন বিজাতীয় গন্ধ বেরুচ্ছে, ছেলেদের কালো কুকুরটাও দূরে সরে দাঁড়িয়েছে।

অতিকষ্টে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল বয়, হাঁফাতে লাগল জোরে জোরে। 'জেস, খানিকটা হুইস্কি হলে মন্দ হত না।'

'আমাদের এখানে নেই, বয়।'

স্পষ্ট হতাশা বয় রেসমুসেনের গলায়, 'আজ পুরোটা দিন প্রচণ্ড ধকল গেছে শরীরের উপর। একটু তামাক হবে?'

শার্টের পকেট থেকে আধখালি তামাক স্যাক বের করে বুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিল জিম, সাধল, 'এটা নাও, মি. বয়।'

কম্পিত হাতে একটা সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝুলাল বয় রেসমুসেন, ঘোলাটে দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল, 'তুমি ব্রাদার জিম, তাই না? দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি, ওরা বলেছে আমাকে। জায়গাগুলো অবশ্য আমার অনেক আগেই ঘোরা হয়ে গেছে।'

ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল ইভা, বিরক্ত চেহারায় তাকাল বয় রেসমুসেনের দিকে। এটা নিশ্চিত বুড়োটাকে খেতে দেবে ও, তবু

বলল, 'কিচেনের ভেতর খুবই গরম। তোমরা বরং বাইরে বসেই খাও।'

লজ্জা ও ভীতি ভরা চোখে ইভার দিকে তাকাল বয় রেসমুসেন। এসব বুড়ো ভবঘুরে ব্যাচেলররা ঠিক কখনোই মহিলাদের ভালভাবে বুঝতে পারে না, ওদের সামনে বিব্রত বোধ করে। নোঙরা বুড়োটাকে ঘরে ঢুকতে দিতে আপত্তি ছিল ইভার, বুড়োও ঘরে যেতে হবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বয় রেসমুসেন এমনভাবে খেল যেন অনেকদিন ভরপেট খায়নি। চাকলাইন রাইডার ছিল ও, কঠিন কোন কাজ নেবার পক্ষে যথেষ্ট বুড়ো হয়েছে এখন।

পশ্চিমের কিংবদন্তীর পুরুষ বয় রেসমুসেন সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছে জিম। নামকরা একজন কাউবয় ছিল ও একসময়। দক্ষিণ টেক্সাস হতে ক্যানসাসের রেলরোড পর্যন্ত এবং ওয়াইওমিং ও মনট্যানার ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনগুলোতে ক্যাটল ড্রাইভ বসের দায়িত্ব পালন করেছে অনেকবার। ইন্ডিয়ান ও আউট-লদের সাথে লড়েছে বহুবার। ওরিগন ট্রেইলে আদি ওয়্যাগন ট্রেনগুলোর সাথেও ছিল কয়েকবার। হুইস্কি এবং সময়ের গতি নিঃশেষ করে দিয়েছে ওকে, এখন শুধু অতীতের বয় রেসমুসেনের স্মৃতি বয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাপারের পর গল্প শুরু করল বয় রেসমুসেন। ওর অতীত দিনের কথা, পুরো পশ্চিম জুড়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর কথা। টমি মন দিয়ে শুনতে লাগল ওর কথাগুলো, এমনকি কটনও আকৃষ্ট হলো ওর প্রতি। অতীতের গৌরবময় দিনগুলোর স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বার বার ধরে এল বয় রেসমুসেনের গলা।

যুদ্ধের বিভীষিকার কথা শোনাল ও, ক্যাটল ড্রাইভ, রাউন্ডআপের কথা বলল। ওর সাথে যারা কাজ করেছে তাদের প্রায় সবাই আজ মাটিতে মিশে গেছে।

উঠে দাঁড়াল বয় একসময়, বলল কাল ভোরে চলে যাবার আগে

একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। ওকে এলোমেলো পায়ে বার্নের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল জিম। চিন্তিত চেহারায় জেসের দিকে তাকাল ও, বলল, 'এই বয়সে একাকী ঘুরে বেড়ানো উচিত নয় ওর।'

মাথা দোলাল জেস, 'ওর সময় এলে ঠিকই বুঝতে পারবে ও। এখান দিয়ে বছরে কয়েকবার আসে যায় বয়। রিও গ্রান্ডের ওপারে বর্ডারের কাছে ওর আপন ভাই থাকে। তাছাড়া আরও উপরে প্লেইনস্-এ ওর এক বোন থাকে একথাও বলেছে ও আমাকে। ওদের কারও কাছে চলে যাবে সে শেষ সময়ে।'

বাইরে এল ইভা। 'ওকি একেবারে চলে গেছে?' জানতে চাইল সে। জেস জানাল বার্নে শুতে গেছে বুড়ো। 'ভাল,' ছেলেদের দিকে তাকাল ইভা, 'তোমরা নিশ্চয়ই শিখবে জীবনভর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর পরিণতি কি হয়। যারা হুইস্কি গেলে, তাস খেলে, নষ্টা মেয়ে মানুষের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে জীবন কাটায় শেষকালে এমনই হয় তাদের অবস্থা।'

সরাসরি জিমের দিকে তাকাল ইভা, আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল জিম, 'ইভা, তুমি কখনও আমাকে নষ্টা মেয়েমানুষের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখোনি।'

'ফষ্টিনষ্টি কি, মা?' জানতে চাইল টমি।

ইচ্ছে করেই টমিকে এড়িয়ে গেল ইভা, জিমের উপর থেকে চোখ সরাল না, 'এখনও বদলানোর সুযোগ আছে, জিম। নইলে বয় রেসমুসেনের মত তুমিও ফুরিয়ে যাবে একদিন।'

'কিন্তু আমি কারও কাছ থেকে মাগনা চেয়ে খাই না, ইভা। লোকজনের জন্য কাজ করি আমি। তার বদলে থাকতে, খেতে দেয় ওরা আমাকে, টাকা দেয়।'

বিজয়িনীর দৃষ্টিতে তাকাল ইভা, 'ওর কালে বয় রেসমুসেনও তাই করত, জিম।' ঘরের দিকে এগুলো সে।

টমি ওর প্রশ্নের জবাব পায়নি এখনও, 'ফষ্টিনষ্টি কি, আঙ্কল?' আবার জানতে চাইল ও।

সমস্যায় পড়ল জিম, কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে একটা জবাব বের করে বলল, 'ওটা জানার পক্ষে এখনও যথেষ্ট বড় হইনি আমি, টমি। আমি যখনই জানতে পারবো তোমাকে জানাব।'

উঠে দাঁড়াল জেস, মুচকি হেসে ঘরের দিকে এগুলো। জিম বার্নের সাথে লাগোয়া শেডে শুতে চলল। ওখান থেকেও বয় রেসমুসেনের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল।

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই বিছানা ছাড়ল জিম, শেডের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। 'ওল্ড টাইমার,' বয়কে ডাকল ও, 'বেরিয়ে এসো। নাশ্‌তা তৈরি হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

কোন জবাব এল না। চলে গেছে বয় রেসমুসেন। এতক্ষণে সে হয়তো ডজ্ সিটি, শাইয়্যান রিজার্ভেশন অথবা মেক্সিকোর পথ ধরেছে। ওর অথর্ব মনে যা আসবে তাই করবে ও। রৌদ্রস্নাত প্রেইরির দিকে তাকাল জিম, একটা অজানা আশঙ্কা জেগে উঠল ওর মনে।

ওয়েবার আউটফিটে সদ্য বসানো উইন্ডমিলটার কাছে জিমের খোঁড়া সারফেস ট্যাংকটার দিকে তাকাল জেস ওয়েলডন, বলল, 'দ্রুতই শেষ করেছ তুমি। আমার ধারনা ছিল দ্বিগুণ সময় লাগবে তোমার।'

শ্রাগ করল জিম, 'কোন আইডিয়া মাথায় এলে তার শেষ না দেখে ছাড়ি না আমি জেস।'

'কখনোই অলস ছিলে না তুমি,' মাথা দোলাল জেস, 'চাইলে এখনও অনেক কিছু করতে পারো তুমি।'

'আমি আমার মতই চলছি, জেস।'

'চাইলে তুমি নিজের জন্য একটা জায়গা নিতে পারো।' আগ্রহী দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল জেস, 'আমি চাই সময় থাকতে কিছু

একটা করো তুমি।'

'এ মুহূর্তে আমার যা চাই,' নিজের জামার হাতা থেকে একটুকরো কাপড় ছিঁড়ে নিল জিম, 'তা হলো নতুন একটা জামা। শহরে যাওয়া দরকার আমার।'

বাসায় ফিরে সাপারের পর ইভার ক্যালেন্ডারে জিম দেখল পরের দিনটা শনিবার। সবার উদ্দেশে বলল সে, 'কাল শহরে যাচ্ছি আমি। শহরে কি কি বদলেছে দেখতে চাই।'

টমি বলল, 'আমাকে সাথে নিয়ে যাবে, আঙ্কল?'

জিমের আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাধ সাধল জেস, 'মাঠে বেশ কিছু কাজ জমে আছে, টমি। কাল শেষ করতে হবে ওগুলো।'

আপত্তি করল না টমি, কিন্তু ওর চেহারায় হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'ঠিক আছে, টমি,' স্বান্তনা দেবার সুরে বলল জিম, 'এখানকার সবকিছু গোছানো হয়ে গেলে তোমাদের দু'ভাইকে নিয়ে লম্বা একটা ট্রিপ দেব। নৌকায় চেপে পিকোস রিভার ধরে রিও গ্র্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি আমরা। খুবই মজার হবে, তাই না?'

চট করে বই থেকে মুখ তুলে জিমের দিকে তাকাল কটন, আবার পড়ায় মন দিল। ওর চোখের অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি জিমের নজর এড়াল না।

'আমিও এরকম একটা লম্বা ট্রিপে যেতে চাই, জিম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেস। তীক্ষ্ণ চোখে, উদ্বিগ্ন চেহারায় স্বামীর দিকে তাকাল ইভা।

জিম জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে যাচ্ছ না কেন, জেস? পুরানো দিনগুলোর স্বাদ পাবে বেরিয়ে পড়লে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেসের চেহারা, চক চক করে উঠল ওর চোখজোড়া, 'সুযোগ পেলেই একবার বেরিয়ে পড়ব। অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও...।'

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে উঠল জেস, হাই তুলল, 'লম্বা দিন পড়ে আছে কাল। ঘুমুতে যাওয়া দরকার আমাদের।' বেডরুমের দিকে

এগুলো ও।

জিমের ভাতিজারাও উঠে পড়ল, পানি দিয়ে হাতমুখ ধুলো টমি। 'শুভরাত্রি, আঙ্কল জিম,' বলল ও, 'পরে আরও কথা হবে ট্রিপের ব্যাপারে।'

'নিশ্চই!' কটনের দিকে তাকাল জিম, বিন্দুমাত্র আস্থার চিহ্ন দেখতে পেল না ওর দু'চোখে।

ইভাকে সরাসরি ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখল জিম। 'আমাদেরও ঘুমুতে যাওয়া দরকার,' অস্বস্তি ভরা গলায় বলল ও।

'আমি তোমাকে জরুরী কিছু কথা বলার আগে যাচ্ছ না তুমি,' অন্যদিকে চোখ ফেরাল ইভা। 'জিম, আমি চাই তুমি জেসকে কোথাও যেতে না বলো। ও চলে গেলে আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, জিম।'

'কিছুদিনের জন্য হাওয়া বদলে এলে ভালই হত ওর জন্য।'

'না,' দৃঢ় গলা ইভার, 'এতে কেবল পুরোনো ধারনাগুলোই জেগে উঠবে ওর মনে।' গলায় আটকে থাকা কান্না লুকাতে চাইল ইভা, 'ওকে বদলাতে অনেক কষ্ট হয়েছে আমার, জিম। আমার আর ছেলে দুটোর জন্য অনেক করেছে ও। প্লীজ··· জিম, একা থাকতে দাও ওকে।'

আপটন সিটিতে প্রায় কিছুই বদলায়নি, দেখল জিম। একটি মাত্র রাস্তা শহরটার, রাস্তার দু'পাশে সার বেঁধে গড়ে উঠেছে আবাসিক ও বাণিজ্যিক দালানগুলো। বেশির ভাগই একতলা। প্রায় সব বাড়িতেই পানি সরবরাহের জন্য নিজস্ব উইন্ডমিল আছে।

শহরের মাঝখানে গম্বুজওয়ালা দোতলা কোর্ট হাউজ। পাথরের তৈরি মজবুত দালান, গম্বুজটা গল্পের বইয়ের ক্যাসলের আদলে গড়া। কোর্ট হাউজটা ছাড়া সিসি টার্পলির ব্যাংক হাউজটাও পাথরের।

ব্যাংকের ফ্রন্ট ডোরে অলসভাবে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ফ্যাট গ্রাভিন। ওর উদ্দেশে নড করল জিম, লাল কুকুর ও বিষ্ঠার কথা মনে

পড়তেই আচ্ছা করে হেসে নিল মনে মনে। কোন জবাব না দিয়েই গোমড়া মুখে ব্যাংকের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল গ্রাভিন।

ফিলিপ পিয়ারসনের জেনারেল স্টোরটাই শহরে সবচেয়ে বড়। স্টোরটার তুলনায় সাইনবোর্ডটা বেশ ছোট। 'ফিলিপ পিয়ারসন্স মার্কেন্ডাইস এ্যান্ড সাপ্লাইস,' লেখা আছে ওতে। প্রচারণা বিমুখ লোক ফিলিপ। ওর যুক্তি হলো, ওর দোকানে কি কি বিক্রি হয় , এমনিতেই জানে লোকজন।

দোকানের সাথে লাগোয়া পোস্ট অফিসটা ফিলিপই চালায়। একটা আলগা সাইনবোর্ড আছে ওটার।

জিমকে দেখে কাউন্টারের পেছন থেকে দরজার দিকে এগিয়ে এল বিশালদেহী বুড়ো, বলল, 'ভেবেছিলাম আমার কথা ভুলেই গেছ, জিম।'

'সময় করতে পারছিলাম না, ফিলিপ। আমার গায়ে হবে এমন শার্ট আছে তোমার কাছে? বিশেষ করে ফতুর হয়ে যাওয়া কাউপাঞ্চাররা যেগুলো পরে?'

শুকনো খাবারের কাউন্টারের দিকে এগুলো ফিলিপ, একটা ড্রয়ার টেনে গ্রে স্ট্রাইপ, সাদা একটা শার্ট বের করল। 'এমনিতে এক ডলার নিই আমি একেকটার দাম। কিন্তু তুমি বলে কথা। অর্ধেক দাম দিয়ো তুমি। সাথে একটা বো টাইও মাগনা পাচ্ছো।'

'টাই ছাড়া নিলে দাম আরও কমাবে?'

'প্রায় কেনা দামেই ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে। টাই নিতে না চাইলে ছেলে দুটোর জন্য একস্যাক বারবার পোল বা ক্যান্ডি নিতে পারো তুমি।'

পোস্ট অফিসটা স্টোরের পেছন দিকে দক্ষিণ দেয়ালের সাথে লাগোয়া। ওদিকে গেল জিম সুতি শার্টটা হাতে নিয়ে। পুরানো, প্রায় পরার অযোগ্য শার্টটা খুলল ও গা থেকে। অনেকগুলো পিন সাঁটা থাকায় নতুন শার্টটা পরতে বেশ সময় নিল ও। ওকাজে এতই ব্যস্ত ছিল, পেছনে পদশব্দ শুনতে পেল না।

'উহ!' চেঁচিয়ে উঠল একটা নারীকণ্ঠ, প্রায় ওর গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মেয়েটা। চকিতে পেছন ফিরল জিম, বিস্মিত হয়ে দেখল স্প্রিং টার্নার অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

শার্টটা দিয়ে নিজের উদোম গা ঢাকার চেষ্টা করল ও। 'সরি, ম্যাম···,' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ওর চেহারা।

ওর দিকে পেছন ফিরল স্কুলমিস্ট্রেস। তাড়াতাড়ি নতুন শার্টটা পরে নিল জিম, গলার কাছে একটা পিন খোঁচা দিচ্ছিল, পরোয়া করল না।

'এবার এদিক ফিরতে পারো, মিস টার্নার।'

পোস্ট অফিসের কাউন্টারের দিকে এগুলো স্প্রিং টার্নার, বলল, 'সরি, মি. ওয়েলডন। জানতাম না তুমি এখানে ছিলে। মি. ফিলিপ মনে হয় বাইরে কোথাও গেছে। বাক্সটাতে আমার নামে কোন চিঠি আছে কিনা দেখতে এসেছিলাম।'

কাউন্টারের পেছনে ঝুলানো খোলা বাক্সে রাখা হয়েছে চিঠিগুলো। 'তোমার কোন চিঠি আছে কিনা দেখতে পারি আমি, মিস্ টার্নার,' বলল জিম।

'না, বেআইনী হবে ওটা। মি. ফিলিপ নিজেই কেবল দেখতে পারেন ওটা।'

'এদেশে কিছু কিছু আইন বদলানো উচিত, মিস টার্নার।'

হাসল স্প্রিং, 'তুমি কি সবসময়েই এরকম বিদ্রোহী ছিলে, মি. ওয়েলডন?'

'আমার জন্মের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল ওঅর। কিন্তু আমার বাবা কনফেডারেটদের হয়ে লড়েছিল বলে শুনেছি।'

হাসির ছটা দেখা দিল স্প্রঙের দু'চোখে। 'বুঝতে পারি না কিভাবে আর্মির ধরা বাঁধা নিয়মগুলো মেনে চলতে তুমি।' বলল স্প্রিং।

'সব সময়েই ভেবেছি জেলে পুরবে ওরা আমাকে।' চিন্তিতভাবে স্প্রঙের দিকে তাকাল জিম, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিভাবে জানলে আমি আর্মিতে ছিলাম?'

'টমি বলেছে। ও আরও বলেছে কিউবাতে গিয়েছিলে তুমি, সান জুয়ান হিলে লড়াইয়ের সময় টেডি রুজভেল্টের সাথে ছিলে।'

'ওই ক্ষুদে শয়তানটার পেটে কিছুই হজম হয় না।'

হাসল স্প্রিং টার্নার, 'ওরা দু'জনই খুব ভাল ছেলে। ওদের জন্য নির্দ্বিধায় গর্ব করতে পারো তুমি।' হঠাৎ হাসি মিলিয়ে গেল ওর ঠোঁট হতে, কোন স্মৃতি মনে পড়ায় আনমনা হয়ে উঠল যেন। 'অনেকদিন থেকেই কিউবার ব্যাপারে আগ্রহী আমি, মি. ওয়েলডন,' তেমনি আনমনা ভাবেই বলল স্প্রিং, 'একদিন সবকিছু শুনব তোমার মুখে।'

'অল্প ক'দিন ছিলাম আমি ওখানে।'

'ওইটুকুই শুনতে চাই আমি,' ফ্রন্ট উইন্ডোগুলোর দিকে তাকাল স্প্রিং, 'আলভিন লডারমিল্ক অনেক কথাই বলে তোমার সম্পর্কে, অন্যরাও বলে।'

'ওদের সব কথায় বিশ্বাস কোরো না, মিস টার্নার।'

'ওরা তো ভালই বলে তোমার সম্পর্কে। কেবল ব্যাংকের ওই ভদ্রলোক ছাড়া।'

হাসল জিম, বলল, 'ভেবেছিলাম ওদিনের ব্যাপারটা ভুলে যাবে।'

'কখনোই ভুলব না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল স্প্রিং, 'উচিত শাস্তি হয়েছে ওর।'

'মনে হয় গ্রাভিনের প্রতি বিরক্ত তুমি, ব্যাপার কি? ওকি তোমার কোন ক্ষতি করেছে?'

'না করেনি। তবে ও যেভাবে তাকায়...' লাল হয়ে উঠল স্প্রিং।

ফ্যাট গ্রাভিনের মত মেয়ে পাগলার দোষ দেয়া যায় না, ভাবল জিম, স্প্রিং টার্নার আসলেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়া নারী।

যেতে গিয়েও আবার পেছন ফিরল স্প্রিং, 'আলভিন লডারমিল্ক তোমাকে কাজে নেয়ার কথা বলেছিল। কয়েকটা ঘোড়া পোষ মানাতে হবে।'

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকাল জিম, 'ওর জন্য কাজ করতে পারলে খুশিই হতাম আমি, মিস টার্নার। কিন্তু পশ্চিমে কিছু কাজ পড়ে আছে আমার···।'

'আবারও পশ্চিম! এখনও কি মত বদলাওনি তুমি, মি. ওয়েলডন?' মনে হলো যেন আকুতি ঝরে পড়ছে মেয়েটার দু'চোখে।

বিব্রত বোধ করল জিম, ঠিক তখুনি ফিলিপ পিয়ারসন ফ্রন্ট ডোরে এসে বাঁচিয়ে দিল ওকে। আকর্ণ হাসি ফুটে উঠল বুড়োর গোলাকৃতি মুখে, চেঁচিয়ে উঠল, 'মিস টার্নার! আশা করি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি তোমাকে।'

'না, না, মি. পিয়ারসন। বরং মি. ওয়েলডনের সাথে কথা বলে ভালই কেটেছে সময়টা। আমি এসেছিলাম আমার বোনের কোন চিঠি এসেছে কিনা দেখার জন্য।'

'হ্যাঁ, কালই এসেছে একটা।' বাক্স হাতড়ে ছোট একটা হলুদ খাম বের করে স্প্রিংকে দিল ফিলিপ পিয়ারসন। জিজ্ঞেস করল, 'স্কুল তো ছুটি হয়ে যাচ্ছে। তুমি কি পুরো গ্রীষ্ম ওখানেই কাটাবে?'

'না,' মাথা দোলাল স্প্রিং। 'বোনের কাছে ছাড়া আর কোথাও যাবার জায়গা নেই আমার। তবু ওর ঘর সংসার আছে, আমি গিয়ে কিছুদিন থাকলেই বোঝা মনে করবে। তাছাড়া কোরা লডারমিল্ক চাইছে এখানে থেকে ওর মাকে সাহায্য করি।'

'ভালই হবে সেটা,' খুশি হয়ে উঠল বুড়ো, 'আসলে তোমাকে এখানে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা। না দেখতে পেলে খারাপই লাগবে।'

'আমারও খারাপ লাগবে,' ফ্রন্ট ডোরের দিকে এগুলো স্প্রিং, জিম এবং ফিলিপও এগুলো পিছু পিছু। 'জায়গাটার প্রতি মায়া জন্মে গেছে আমার। ছেড়ে যেতে খারাপ লাগবে।'

'তোমাকে কখনোই ছেড়ে যেতে হবে না, মিস টার্নার,' বলল

ফিলিপ। 'কোন যোগ্য ব্যাচেলর যদি তোমাকে ঘুরে তুলতে রাজি না হয়, ওদের পুরো দলটাকেই দুষব আমি।' উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল বুড়ো, লাল হয়ে উঠল জিম।

নিজের ঘোড়ার দিকে এগুলো স্প্রিং, রাস খুলল। পেছন থেকে জিমকে খোঁচা দিল ফিলিপ। 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? দেখতে পাচ্ছ না ওর সাহায্যের দরকার?'

দিধান্বিত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে স্প্রিং টার্নারকে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল জিম। লম্বা রাইডিং স্কার্ট ঠিকঠাক করে স্যাডলে বসে জিমের দিকে তাকাল স্প্রিং। 'মি. আলভিনের প্রস্তাবটার কথা মনে রাখবে কিন্তু, মি. ওয়েলডন। তোমার সাহায্য পেলে খুশি হবে সে।'

বড় রাস্তা ধরে এগুলো স্প্রিং টার্নার, দৃষ্টি সীমার আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত চেয়ে রইল জিম।

'চমৎকার মেয়ে স্প্রিং,' মন্তব্য করল ফিলিপ।

'তাই,' আনমনা ভাবে জবাব দিল জিম। ওরও দ্বিমত নেই এ ব্যাপারে।

'অবশ্য বিশ্ব সুন্দরী বলা যাবে না ওকে,' বলল ফিলিপ।

'কিন্তু আপটন সিটি বা তার আশেপাশে ওর চেয়ে সুন্দরী আর একটা মেয়ে দেখাও দেখি!' খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠল জিম, পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে, 'স্টোরকীপারের দুষ্টুমি ভরা চেহারা দেখে মনে হলো ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে ও।

'আমি যদ্দূর জানি,' মতলববাজি হাসি বুড়োর ঠোঁটে, 'এখনও কোথাও এনগেজও হয়নি মেয়েটা। আর একটা কথা, আগেরটার চেয়ে ঢের কম দামে আরও একটা শার্ট দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তাছাড়া আমার ধারণা বো টাইটাও কাজে লাগবে তোমার!'

পাঁচ

বিস্কিটের সারাজীবন কেটেছে খোলা প্রেইরীতে, র‍্যাঞ্চের বন্দী জীবনে বেচারা অভ্যস্ত নয়। বিড়ালদের মত ঘোড়াও নিজেদের পরিচিত জায়গা পছন্দ করে।

তবে জিম খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেকে। ভাল খাবার ও পরিবেশ পেলে যে কোন পরিস্থিতিতেই সে মানিয়ে নিতে পারে নিজেকে। লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চে প্রথম দিনই মন বসে গেল ওর।

একটা একতলা দালান র‍্যাঞ্চহাউজটা, চারদিকে খোলামেলা গ্যালারি। এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে মানুষ করার উপযোগী করে বানানো হয়েছিল র‍্যাঞ্চহাউজটা, কিন্তু কোরা লডারমিল্ক কখনোই সন্তান উপহার দিতে পারেনি আলভিনকে। নিজেদের ছেলেপুলে না থাকলেও বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসার কমতি নেই লডারমিল্কদের। তাই ওরা নিজেদের জায়গায় এ-অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য গড়ে তুলেছে স্কুল।

কোরা ও তার বুড়ো আধপঙ্গু মাকে নিয়ে বিশাল বাড়িটাতে থাকে আলভিন। বুড়ি ফেভারসাম যতক্ষণ না ঘুমাতে যায় বক্ বক্ করে, অন্যদের খুঁত ধরে সময় কাটায়। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে সে, কিন্তু সব সময়ে একটা দামী হুইল চেয়ারে বসে থাকে।

সবাইকে নিয়ে বাড়ির ডাইনিং রুমে একসাথেই খায় আলভিন লডারমিল্ক। জুলিও ভালডেজ বুড়ি ফেভারসামের কাছ থেকে বেশ

খানিকটা দূরে টেবিলের অপর প্রান্তে বসে। জিমও বুড়িকে এড়ানোর জন্য জুলিওর পাশেই জায়গা করে নিয়েছে।

মেক্সিকান ও কাউবয়দের একই চোখে দেখে বুড়ি, একই ধরনের ঘৃণা প্রকাশ করে দুটো জাতের প্রতিই।

কোরা লডারমিল্ক ভালই রাঁধে, কিন্তু জিমের সমস্যা হলো ওর হাতের কাছে যতক্ষণ প্রচুর বিস্কিট থাকে, বুড়ি ফেভারসাম তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে ওর দিকে। অনেক সময় বেশি খাওয়ার অপকারিতার কথা মুখ ফুটে বলেই ফেলে।

জিমের বিপরীত দিকে ওর মুখোমুখি বসে স্প্রিং টার্নার। স্কুল মিস্ট্রেসের সাদামাঠা পোশাক পরে সে সব সময়। পরিমিত খাবার খায়, আচরণও একই রকম। বুড়ি ফেভারসামের চোখ এড়িয়ে মাঝে মধ্যে স্প্রিঙের উপর চোরা দৃষ্টি হানে জিম।

জিমের সন্ধ্যাগুলো কাটে আলভিনের সাথে। গ্যালারিতে বসে গল্প করে ওরা। তর্ক বাধায়। তর্কে পেরে ওঠে না আলভিন, জিম ওর চেয়ে ঢের বেশি দেশ দেখেছে। মুক্ত মনের মানুষ আলভিন, কিন্তু এক টুকরো জমিতে বাঁধা পড়ে আছে ও। তাই জীবনটা একঘেয়ে মনে হলে র‍্যাঞ্চময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হুইস্কির বোতলে স্বস্তি খোঁজে। জিমের উপস্থিতিতে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে আলভিন। প্রতিদিনই নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন মানুষের গল্প শোনাচ্ছে ওকে জিম।

মাঝে মধ্যে কোরা তার পিয়ানো নিয়ে পারলারে বসে সুরের ঝংকার তোলে। নিজের জানাশোনা গৎগুলোই বাজায় ও। যেমন, 'টিস নট অলওয়েজ বুলেটস্ দ্যাট কিল্‌ড…' অথবা 'ফর দ্য লাভ অভ এ ট্রু উওম্যানস্ হার্ট…।' কালেভদ্রে স্প্রিং এসে কোরার পাশে দাঁড়ায়, লিরিকে সুর মেলায় ওর সাথে।

রাতে জুলিওর সাথে শেয়ারে একটা ক্ষুদে বাঙ্কহাউজে শোয় জিম। বাঙ্কহাউজটার দেয়ালের ফোঁকড় দিয়ে অনায়াসে একটা বেড়াল ভেতরে

ঢুকতে পারে। গরমকালে স্বস্তিকর বাতাস পাবার বাড়তি সুবিধে যোগায় ফোঁকড়টা। শীতকাল পর্যন্ত এখানে থাকার পরিকল্পনাও নেই জিমের।

ভোরে সূর্য্যোদয়ের পর দুটো জার্সি গাভী দোহন করে জুলিও ভালডেজ। তারপর গায়না মোরগ-মুরগীগুলোর জন্য শস্যদানা ছিটিয়ে দেয়। জিম বিস্কিটের স্যাডলে চেপে ঘোড়াগুলোকে পোষ মানাবার জন্য বেড়া দেয়া করালে নিয়ে আসতে যায়। আলভিন লোকজনকে নিয়ে আখের ক্ষেতের দিকে এগোয়। নিয়মমাফিক চলে প্রতিদিনের কাজকর্ম।

জিমের ঘোড়া পোষ মানানোর কাজ স্প্রিং টার্নারের জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াল। একদিন সকালে রাউন্ড করালে ঘোড়া পোষ মানাচ্ছিল জিম। হঠাৎ দেখতে পেল সাদা চুনকাম করা ছোট্ট স্কুল হাউজটা থেকে বিশ পঁচিশজন ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে। ওদের বেশিরভাগই ঘোড়ার খেলা দেখার জন্য করালের দিকে দৌড়ে এল।

করালের বেড়ার পাশে একঝাঁক ব্লু বার্ডের মত ভিড় করে দাঁড়াল ছেলেমেয়েগুলো। কয়েকটা ঘোড়ার খেলা দেখাল জিম, সার্কাসে থাকতে যেগুলো শিখেছে। বাচ্চারা আনন্দে হাততালি দিল কয়েকবার।

একফাঁকে বেড়ার পাশে দাঁড়ানো টমিকে আলগোছে বাহু ধরে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল জিম। কটনকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেল না। একটা গাড়ি দেখলেই কেবল আসত ও, ভাবল জিম।

স্কুলের ঘণ্টা বাজতে শুনল জিম একসময়। স্প্রিং টার্নার দাঁড়িয়ে আছে পোর্চে, হাত নেড়ে ছেলে-মেয়েদেরকে ফিরে যাবার জন্য ডাকছে। অল্প কজনই সাড়া দিল ওর ডাকে। 'শোনো,' বলল জিম, 'ফিরে যাওয়া দরকার তোমাদের। নইলে তোমাদের শিক্ষিকা বেতাবে তোমাদের। তারপর আমাকে মারতে আসবে।'

কিছুক্ষণ পর স্প্রিং টার্নার করালের দিকে এগুলো, নীরবে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাল। একটা নতুন ঘোড়ায় চেপেছে জিম,

কালো পনিটা লাফাচ্ছে জোরেসোরে। স্প্রিং টার্নারকে খুশি করার জন্য একটা কসরৎ দেখাল জিম, এমনকি টেডি রুজভেল্টকেও খেলাটা সন্তুষ্ট করতে পারত। কিন্তু জিম দেখল দাঁতে দাঁত চেপে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে স্কুল মিসট্রেস।

জিম ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার আগ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল স্প্রিং, তারপর বলল, 'মি. ওয়েলডন, জানি তোমার কাজ করতেই হবে তোমাকে। তবে অন্যের অসুবিধা করে নয়। স্কুল চলাকালীন সময়ে এই কাজটা বাদ দেয়া যায় না?'

এরপর থেকেই ঘোড়া পোষ মানানোর কাজটা খোলা মাঠে বা দূরের কোন করালে সারতে লাগল জিম। কদিন পর একদিন সাপারের সময় ধন্যবাদ জানাল ওকে স্প্রিং টার্নার। 'আগামীকালের পর,' বলল সে। 'যেখানে ইচ্ছা তোমার কাজ করতে পারবে, মি. ওয়েলডন। কাল স্কুলের গ্রীষ্মকালীন ছুটি হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে শেষদিনের সৌজন্যে ঘোড়ার খেলা দেখাতে পারো তুমি।'

পরদিন সকালে গোটা ক্লাসটাই রাউন্ড করালের চতুর্দিকে জড় হলো। কটন এবং স্কুল শিক্ষিকা যদিও এল না। কালো রোয়ানটাকে এখনও পুরোপুরি শিক্ষিত করে তোলা যায়নি। খেলা দেখানোর জন্য ওটাকেই বেছে নিল জিম। স্যাডল চাপানোর সময় ঘোড়াটার একটা পা বেঁধে রাখতে হলো জিম আর জুলিও ভালডেজকে। জিম স্যাডলে লাফিয়ে ওঠার পর পা খুলে দিল জুলিও। জোরে লাফাতে শুরু করল ঘোড়াটা, পিঠ বাঁকা করে জিমকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। শক্ত হাতের মুঠোয় লম্বা কেশরগুলো ধরে রাখল জিম। 'কালো শয়তানটা তোমাকে ছুঁড়ে ফেলবে, আঙ্কল,' চেঁচিয়ে উঠল টমি।

'বয়, কেউ কখনও তোমার আঙ্কলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে দেখেনি,' বলল জিম।

কিন্তু জিমের আস্থায় চিড় ধরতে বেশি দেরি হলো না। রোয়ানটা চারপাশে লোকজন দেখে আরও ক্ষেপে গেল, চার পা শূন্যে তুলে লাফাতে শুরু করল ওটা। জিম বুঝল পড়ে যাচ্ছে ও, কিভাবে পড়বে ওটাই এখন চিন্তার বিষয়। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে একই ঘোড়ার পায়ের নিচে ভর্তা হতেও দেখেছে ও লোকজনকে।

পড়ে গেল জিম অবশেষে, ঘোড়াটা পেছন দিকে ছুঁড়ে মারল ওকে। আনন্দে চেঁচিয়ে হাসল ছেলেমেয়ের দল। উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাট ও কাপড় চোপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে জিম দেখল কটন মুখ ঘুরিয়ে স্কুলহাউজটার দিকে চলে যাচ্ছে। চোখমুখ লাল হয়ে উঠল ওর, ভাবল, কটনের কাছে ওর গুরুত্ব আরও একধাপ কমল।

নেস্টরের ছেলে লিস্টার অপেক্ষাকৃত চালাক। 'কি করতে হবে না সেটা শেখালে তুমি আমাদের,' বলল ও, 'এবার কি শেখাতে যাচ্ছ?'

'আমি আসলে চাইছি ঘোড়াটা নিজের উপর আস্থা অর্জন করুক,' হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করল জিম, 'একটা ঘোড়ার পুরো উদ্যম নষ্ট করে দিতে চাইনি আমি।'

জুলিও আবার হাঁটিয়ে নিয়ে এল কালো রোয়ানটাকে। স্যাডল চাপাল ওটার পিঠে। নিয়ম হলো, একটা ঘোড়া তোমাকে ছুঁড়ে ফেললে হাল ছেড়ে দিয়ো না। আবার স্যাডলে চাপল জিম। ঘোড়াটার যুদ্ধংদেহী মনোভাব এখনও অবশিষ্ট থাকলেও ওটার শক্তি আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এবার তেমন ঝামেলা করল না ঘোড়াটা, কেবল ঘাড় বাঁকা করে জিমের পা কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। ছেলেমেয়েরা ওর পতনের তুলনায় বরং ওর চূড়ান্ত বিজয়ের কথা বলাবলি করতে লাগল। ওয়াইল্ড ওয়েস্ট শোতে থাকার সময়কার একটা প্রবাদ মনে এল ওর। 'লোকজন গাঁটের পয়সা খরচ করে টিকেট কাটে তোমার ঘোড়া খেলানো দেখার জন্য নয়, বরং তুমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙেছ

দেখতে পাবে এই আশা করে ওরা।'

ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলহাউজে ফিরে যেতে বলে নিজে বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে রইল স্প্রিং টার্নার। 'আমি ওই গাছটার নিচে ছেলেমেয়েদের আইসক্রিম বিলি করব,' হেসে বলল সে, 'জুলিও আর তুমি আসবে, মি. ওয়েলডন?'

'শিওর! আইসক্রিমের জন্য যে কোনও দিনই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে রাজি আমি।'

জিম জানে ওর আহত গর্ব কিছুটা উদ্ধারের জন্যই ওকে আইসক্রিমের দাওয়াত দিয়েছে স্প্রিং। মেয়েটা লেখাপড়ায় কেমন জানে না জিম। কিন্তু ও নিশ্চিত, মানুষের মনের গতি প্রকৃতি বিচারে দক্ষ ও, এই বিদ্যা শুধু বই পড়ে অর্জন করা যায় না।

সেদিন রাতে খাবারের পর পোর্চে এল স্প্রিং টার্নার। জিম এবং আলভিন গল্প করছিল ওখানে। ওদের দু'জনই উঠে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ বেতের চেয়ার অফার করল স্প্রিংকে। ওদেরকে ইশারায় বসতে বলে আর একটা চেয়ার-টেনে বসল স্প্রিং। 'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল স্কুলমিসট্রেস জিমের দিকে তাকিয়ে।

স্মৃতি হাতড়ে জিম এমন কিছু খুঁজে পেল না যার জন্য ধন্যবাদ পেতে পারে সে। অবশ্য বেতের চেয়ারটা অফার করা ছাড়া। 'আমি জানি সবার সামনে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে খারাপই লেগেছে তোমার,' বলল স্প্রিং। 'কিন্তু হাল ছাড়োনি বলে ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাকে। ছেলে মেয়েরা একটা মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছে এতে।'

'কি শিক্ষা পেয়েছে?' হাসল জিম। 'একটা বোকা কাউবয় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লে কেমন দেখায় সে শিক্ষা?'

'না। একবার না পারিলে দেখো শতবার, সে শিক্ষা।'

'জানি না ওই কালো শয়তানটাকে কখনোই বাগে আনতে পারব কিনা।'

'পারবে, তুমি পারবে। আমি জানি তুমি যা করবে বলে ভাবো তা করেই ছাড়ো।'

পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরুল কোরা, বলল, 'আলভিন, কিছু হিসাব নিকাশের কাজ পড়ে আছে তোমার। আজ করার কথা ছিল।'

চোখ পিট পিট করে তাকাল আলভিন, 'কই তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না আমার।'

'অনেকদিন ধরে পড়ে আছে কাজগুলো। এলেই দেখতে পাবে।'

ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল কোরা। উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চোখে একবার জিম ও স্প্রিঙের দিকে তাকিয়ে ভেতরে চলল আলভিন, বুঝতে পারছে স্কুল মিসট্রেসের সাথে জিমকে একা থাকার সুযোগ করে দিল কোরা।

স্প্রিং টার্নারকে সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল জিম, বিব্রতভাবে দূরে প্রেইরিতে দৃষ্টি ফেরাল ও। ওখানে মুক্তভাবে চরে বেড়াচ্ছে এখনও পোষ না মানানো কিছু ঘোড়া। 'ওরা এখনও স্বাধীন, মিস টার্নার,' বলল জিম। 'পিঠে স্যাডল চাপানো ও নাল পরানো হলে স্বাধীনতা হারাবে ওরা।'

'কিছু কিছু মানুষও ওইরকম, তাই না, মি. ওয়েলডন? কখনও নিজের স্বাধীনতা হারিয়েছ তুমি?'

'না, মিস টার্নার,' বলল জিম জবাবে। 'এবং স্বাধীনই থাকতে চাই শেষতক।'

'শেষ পর্যন্ত পোষ মানেনি এমন ঘোড়াও দেখেছ তুমি?'

'ঢের দেখেছি। আমি দেখেছি কিছু কিছু ঘোড়া বেড়ার সাথে ধাক্কা দিয়ে নিজেদের ঘাড় ভেঙে মরেছে। অথবা স্রেফ না খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। কিন্তু তবু স্যাডল বা দড়ির বাঁধন মেনে নেয়নি।'

'তুমিও ওই দলেরই,' বলল স্প্রিং। ওর চেহারা ম্লান হয়ে যেতে দেখল জিম। 'তোমার মতই এক জনের সাথে জানাশোনা ছিল আমার একসময়···।' রাতের আঁধারের দিকে তাকাল স্প্রিং, বেশ কিছুক্ষণ পর

মুখ ফিরিয়ে জিমের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আমিও চাই না তুমি বদলে যাও, মি. ওয়েলডন।'

উঠে দাঁড়াল জিম, গম্ভীর স্বরে বলল, 'বদলানোর চেষ্টা করলে আমারও ওই ঘোড়াগুলোর মত একই দশা হবে। আমি যেমন তেমনই থাকতে চাই, মিস্ টার্নার।'

রোববার বিকেলে ওয়্যাগনে দুটো খচ্চর জুড়ছিল জিম, উদ্দেশ্য জেসের হোমস্টিডে যাওয়া। যাওয়াটা তার কাজের একটা অংশও বটে। সদ্য রাস পরানো একটা খচ্চর জুড়েছে ও ওয়্যাগনে। বাকি খচ্চরটা আগে থেকেই পোষ মানানো। অন্য খচ্চরটা দৌড়াতে না চাইলে পোষ মানাটা চেষ্টা করেও জোরে দৌড়াতে পারবে না।

পর পর দু'হপ্তা ভাইয়ের ওখানে যায়নি জিম। জুলিও ভালডেজ খচ্চর জুড়তে সাহায্য করল ওকে। ওয়্যাগন চলতে শুরু করলে পোর্চ থেকে হাত নাড়ল স্প্রিং টার্নার। 'এক মিনিট, মি. ওয়েলডন, আমিও যাব তোমার সাথে।'

রাস টেনে ওয়্যাগন থামাল জিম, অপরিচিত পরিবেশে লাফাতে শুরু করল অর্ধ পোষমানা খচ্চরটা।

'মি. ওয়েলডন, আমি ইভা আর ছেলে দুটোকে কথা দিয়েছিলাম ওদের দেখতে যাব। তুমি হয়তো জানো না, ফার্মগার্ল ছিলাম আমি। জীবনের একটা বিরাট অংশ ঘোড়া ও খচ্চর নিয়ে কাটিয়েছি।'

'একবার ভেবে দেখো···ম্যাম··· বুনো খচ্চর।' কিন্তু ভেবে দেখার ইচ্ছে নেই মেয়েটার। জিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল স্প্রিং। ওকে ওয়্যাগনে উঠতে সাহায্য করল জিম।

ওর পাশে সীটে বসে মাথার উপর স্লেট বনেটটা তুলে দিল স্প্রিং, বলল, 'আমি তৈরি, মি. ওয়েলডন।'

রাস ঝাঁকাল জিম, মনে হলো ভালই চলছে খচ্চর দুটো। কিন্তু

কোরার মুরগী ঘরের কাছে আসতেই বিপত্তি ঘটল। একটা পিয়াফাউল হঠাৎ খচ্চরগুলোর সামনে এসে পাখনা ও লেজ মেলে কর্কশ স্বরে ডাকতে শুরু করল। ভয় পেয়ে গেল দুটো খচ্চরই। দ্রুত পাক খেয়ে ঘুরে ফিরতি পথ ধরল ওরা।

প্রাণপণে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল জিম, পারল না। বুড়ো খচ্চরটাকে কিছুটা বাগে আনা গেলেও বাকিটা উন্মাদের মত ছুটছে। র‍্যাঞ্চহাউজটা পাশ কাটিয়ে পেছন দিকে ছুটে চলল ওয়্যাগনসুদ্ধ খচ্চর দুটো।

'শক্ত করে ধরে রাখো,' খচ্চর দুটোকে বাগে আনার চেষ্টা করতে করতে চেঁচিয়ে বলল জিম। বার্ন হতে ছুটে এল জুলিও ভালডেজ। খচ্চর দুটোকে আগলানোর চেষ্টা করল, পারল না।

কাপড় শুকানোর পোস্টগুলোর দিকে ছুটল খচ্চরগুলো। দুটো সিডার পোস্টের সাথে টানানো হয়েছে তিন টুকরো লম্বা সুতির দড়ি। 'সাবধান স্প্রিং,' চিৎকার করে বলল জিম। 'কটন রোপগুলো দুটুকরো করে দিতে পারে আমাদের।'

এক ঝটকায় মেয়েটাকে সীটের উপর শুইয়ে দিল জিম, নিজেও শুয়ে পড়ল পাশে। ভাগ্যক্রমে সিডার পোস্টগুলো এড়িয়ে গেল খচ্চর দুটো, খোলা প্রেইরি ধরে প্রাণপণ ছুটল।

অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই ওর এখন, জানে জিম। ইতিমধ্যে ভাঙতে শুরু করেছে ওয়্যাগনের বিভিন্ন অংশ। জ্যাকর‍্যাবিট, গবাদি পশু ও কোয়েলগুলো ছুটে পালাচ্ছে ভয়ে। স্প্রিং টার্নারের লম্বা চুল ও লিনেন পোশাক বাতাসে উড়ছে। ভয় পাওয়ার বদলে হাসছে ও, অবাক হয়ে দেখল জিম।

ওয়্যাগনের একটা চাকা খুলে গেছে, টের পেল জিম, ভীষণ দুলছে ওটা। নিজের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল জিম, ওয়্যাগন থেকে উড়ে গিয়ে ঘাসের উপর পড়ল।

প্রথমে বুকে মাটির স্পর্শ অনুভব করল জিম, মনে হলো হাত পায়ের

জয়েন্টগুলো খুলে গেছে। ব্যথাভরা দেহে বহু কষ্টে উঠে বসল ও, চোখমুখ থেকে ধুলোবালি মুছে সামনের দিকে তাকাল। খচ্চর দুটো ছুটছে এখনও, পেছনে রেখে গেছে ওয়্যাগনের ধ্বংসাবশেষ।

মেয়েটাকে কোথাও দেখতে পেল না জিম, ভাবল ঘাড় ভেঙ্গে কোথাও পড়ে আছে হয়তো। হাসির শব্দ শুনে ভ্রম কাটল ওর। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না সে। ওয়্যাগনের ধ্বংসস্তূপের পাশে বসে হাসছে স্প্রিং টার্নার।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনে এগুলো জিম, দেখল কাদা মেখে গেছে স্প্রিং টার্নারের চোখেমুখে, পরনের পোশাক ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। ধূলাবালি ও ঘাসপাতায় ছেয়ে আছে মেয়েটার পুরো শরীর। ও মারাত্মক কোন আঘাত পায়নি দেখে হাঁফ ছাড়ল জিম।

জিমকে এগিয়ে আসতে দেখে নতুন হাসির দমকে ফেটে পড়ল স্প্রিং, জিমও ওর সাথে হাসিতে যোগ দিল। আলভিন এবং জুলিও ভালডেজ ছুটে এসেছিল। প্রথমে উদ্বিগ্ন, বিস্মিত দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে তাকাল, তারপর হাসি সংক্রমিত হলো ওদের মাঝেও।

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল জিম, স্প্রিঙের হাত ধরে ওকে উঠতে সাহায্য করল। জিমের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল স্প্রিং কয়েক মুহূর্ত, তারপর সরে গেল। চোখ পিট পিট করে তাকাল আলভিন ওদের দু'জনের দিকে, 'জিম, ভেবেচিন্তে চোলো! এক বছরের মাথায় আমরা স্কুল মিসট্রেসকে হারাতে চাই না।'

'বিপদ কেটে গেছে,' বলল জিম।

'আমি অন্য কথা বোঝাতে চেয়েছি,' দুষ্টুমি ভরা হাসি ফুটল আলভিনের ঠোঁটে।

একদিন আগে গোসল করেছিল জিম, আবার করতে হলো। বাড়ি থেকে দূরে বার্নের পেছনের পুকুরটাতে গেল ও। গায়ে অসংখ্য আঁচড় ও কাটা

দাগ দেখতে পেল। স্নান সেরে ঘরে ফিরে এসে দেখল আলভিন ওর সদ্য কেনা ছেঁড়া শার্টটা হাতে ধরে আছে। 'এটাই বোধহয় তোমার শেষ শার্ট ছিল, না?' জিজ্ঞেস করল আলভিন।

'আরও একটা আছে', মাথা নেড়ে বলল জিম, ফিলিপ পিয়ারসনের দেয়া অতিরিক্ত শার্টটার কথা মনে এল ওর।

দেয়াল লাগোয়া স্যাডল র‍্যাকটা সরাল আলভিন, ওটার নিচে ছোট্ট একটা ট্র্যাপডোরের কুঠরী থেকে আধ খাওয়া একটা হুইস্কির বোতল বের করল। 'একটু খাও, ভাল লাগবে।' লম্বা সিপ নিল জিম, তারপর বোতলটা বাড়িয়ে দিল আলভিনের দিকে। একঢোক গিলে জিমের দিকে তাকাল আলভিন, 'একটিমাত্র শার্টের অধিকারী হলেও আমার জানাশোনা অনেকের তুলনায় বিত্তশালী তুমি, জিম।'

ভ্রূকুটি করল জিম, 'বুঝতে পারছি না কি বোঝাতে চাইছ তুমি।'

'তোমার একমাত্র সম্পদ তোমার স্বাধীনতা। আমাদের মত সংসারের ফাঁদে বাঁধা নও তুমি। যখনই ইচ্ছে হবে, বিস্কিটের পিঠে চেপে যেদিকে খুশি চলে যেতে পারবে তুমি। মাঝে মাঝে তোমাকে হিংসে হয় আমার, জিম।'

'বিরাট একটা র‍্যাঞ্চের মালিক তুমি, আলভিন। ভাল একটা বাড়ি আছে তোমার, লীর আর্মিকে হার মানানোর মত প্রচুর ঘোড়া ও খচ্চর আছে। অথচ তুমি ঈর্ষা করো আমার মত একজন ভেঙ্গে পড়া কাউহ্যান্ডকে?'

'হ্যাঁ, করি, জিম। হাঁফিয়ে উঠি আমি মাঝে মধ্যে। ইচ্ছে হয় সবকিছু ছেড়েছুড়ে ছুটে পালাই। কিন্তু পারি না, অনেক বুড়িয়ে গেছি আমি, জিম।'

'কিন্তু হঠাৎ আজ এত কথা জাগছে কেন তোমার মনে?'

'দেখো, জিম, আগের মত ভাল দেখতে না পেলেও নাকের ডগায়

কিছু ঘটে গেলেও বুঝতে পারব না এমন নয়। তুমি আর স্প্রিং টার্নার একে অন্যের দিকে যেভাবে তাকিয়ে ছিলে, দৃষ্টি এড়ায়নি আমার। তাছাড়া কোরার সতর্কতা আমার তুলনায় অনেক বেশি। আমার শেষ কথা হলো ওই মেয়েমানুষগুলো তোমার জন্য কিছু একটা প্ল্যান আঁটতে যাচ্ছে।'

'আমি নিজেই আজীবন নিজের জন্য প্ল্যান তৈরি করেছি, আলভিন।'

'কিন্তু একদল মেয়েমানুষ মাথা এক করলে একচোখ খোলা রেখেই ঘুমোতে হবে তোমাকে। মনে হচ্ছে কয়োটের মত ট্র্যাপে আটকা পড়তে যাচ্ছ তুমি, জিম।'

'আমি জীবনে কখনও ট্র্যাপে আটকা পড়িনি, আলভিন।'

'কেউ ইচ্ছে করে পড়ে না,' সংকীর্ণ হয়ে উঠল আলভিনের চোখজোড়া। 'একটু বুঝে শুনে পা ফেলতে হবে তোমাকে।'

পাশাপাশি এগুচ্ছে ওরা, জিম এবং স্প্রিং টার্নার। বিস্কিট কিছুটা এগিয়ে আছে স্প্রিঙের পেইন্টেড পনিটার তুলনায়। 'তুমি যে কেবল আমার সৌজন্যে ওখানে যাচ্ছ তা মনে হয় না, মি. ওয়েলডন,' বলল স্প্রিং, 'কালকের ঘটনার পর আমার প্রতি বিরক্ত হবারই কথা তোমার।'

কালকের তুলনায় অনেক ভাল বোধ করছে জিম, যদিও শরীরে ব্যথা রয়ে গেছে এখনও। 'ভাতিজা দুটোকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল আমার,' বলল জিম।

'বুঝতে পারছি সেটা। ওরাও পাগল তোমার জন্য। টমিতো ভাবে তুমি এযাবৎ কালের সেরা কাউবয়দের অন্যতম।'

'আর কটন···ওকি কখনও কিছু বলে?'

'কটনকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না আমি, মি. ওয়েলডন। ওর মনটা অনেক দূরে কোথাও পড়ে থাকে। মাঝে মধ্যে একমনে দিগন্তের দিকে

চেয়ে থাকতে দেখি ওকে।'

'আমার স্বভাবই পেয়েছে ছেলেটা।'

'হ্যাঁ, লোকজন বলে তুমিও আরও কম বয়সে আনমনা ভাবে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকতে। কটনকে তোমারই সবচেয়ে বেশি চেনার কথা।'

ঘুরিয়ে উত্তর দিল জিম, 'ওর বয়সে আমি বুঝে গিয়েছিলাম আমার জায়গা বিস্তৃত প্রকৃতির মাঝে, ও নিজের গন্তব্য কোথায় জানবে সময় এলে।'

'আমার মনে হয় ওর সময় এসে গেছে। এখানে স্কুলের পাট প্রায় শেষ করে ফেলেছে ও। এখন ওকে স্বেচ্ছায় পথ বেছে নিতে বলা উচিত, নইলে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজীবন একই জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকবে ও।'

'কাউকে কিছু বলে লাভ নেই, মিস্ টার্নার। ইভা কখনোই যেতে দেবে না ওকে।'

'ওর যেতে দেয়া উচিত। তুমি বুঝিয়ে বলো ওকে। টমির কথা আলাদা, ও আজীবন এখানে থেকেও সুখী হতে পারবে। কিন্তু কটনকে ধরে রাখা যাবে না, একদিন না একদিন মুক্তি চাইবেই ও।'

'মিস্ টার্নার, তুমিও অনেকের তুলনায়ই আলাদা,' স্প্রিঙের দিকে তাকাল জিম। 'কটনের মত একটা কিশোর বা আমার মত কোনও বুড়ো কাউহ্যান্ডের অনুভূতির দাম দিতে চায় না কেউই। ওরা জোর করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বদলাতে চায় আমাদের।'

নরম চোখে জিমের দিকে তাকাল স্প্রিং, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'একসময় তোমার মতই একজন লোককে চিনতাম আমি। সেও উদাস দৃষ্টিতে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকত। ক্লোনডিকে সোনা পাবার কথা শুনেই ছুটে গিয়েছিল সেখানে, ফিরে এল একেবারে খালি হাতে, তবে আমার ধারণা প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল সে সেবার।'

চুপ হয়ে গেল স্প্রিং, কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর জিম জানতে চাইল, 'তোমার আত্মীয় ছিল লোকটা?'

'আমরা আত্মীয় হতে চলেছিলাম,' ধরা গলা স্প্রিঙের, 'কিন্তু কিউবাতে যুদ্ধ শুরু হবার পর বেশিদিন থাকেনি ও। ওকে যেতে হয়েছিল এবং আমাকেও যেতে দিতে হয়েছিল।'

বাকিটা না বললেও বুঝতে পারল জিম। 'ও আর ফিরে আসেনি, এই তো?' কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা দোলাল স্প্রিং, 'এক বন্ধু ওর কবরের ছবি পাঠিয়েছিল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিম, 'ওকি দেখতে আমার মত ছিল?'

'না,' চকিতে জিমের দিকে তাকাল স্প্রিং। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জিম। ও ভেবেছিল মেয়েটা হয়তো লোকটার বিকল্প হিসাবে দেখছে ওকে।

'এবার বোধহয় বুঝতে পেরেছ কেন আমি কিউবার ব্যাপারে এত আগ্রহী ছিলাম,' বলল স্প্রিং, 'একদিন তোমার মুখে শুনতে চাই সবকিছু।'

'কিন্তু আমি ও বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী নই, মিস্ টার্নার।'

'যখনই আগ্রহ বোধ করবে বোলো আমাকে। আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

হঠাৎ কালো হাড্ডিসার ঘোড়াটা নজরে এল জিমের। আলভিন ও জেসের সীমানার বেড়ার কাছে চরে বেড়াচ্ছে ওটা। 'বয় রেসমুসেনের ঘোড়া ওটা,' বলল জিম, 'কিন্তু বুড়ো শেয়ালটা কোথায়?'

সামনে আঙুল দিয়ে দেখাল স্প্রিং দাঁতে দাঁত চেপে আছে ও, ভয়ে চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

বেড়ার কোল ঘেঁষে সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে আছে একটা দেহ। ওদিকে এগিয়ে গেল জিম। ঘোড়া থেকে নামার আগেই বুঝতে পারল মরে গেছে বয় রেসমুসেন। উপুড় হয়ে পড়ে আছে বয়, মাছি উড়ছে চতুর্দিকে, বাতাসে মৃদু নড়ছে ওর ছেঁড়া কাপড় চোপড়। এক মুহূর্ত

ইতস্তত করে আলগোছে দেহটা চিত করল জিম।

সামনে এগুলো স্প্রিং, উদ্বিগ্ন চোখে মৃতদেহটার দিকে তাকাল। 'ওকে কি কেউ···।'

'না, মিস টার্নার,' মাথা দোলাল জিম। বুড়ো যে তারের গেটটার সাথে ধাক্কা খেয়েছিল দুমড়ে মুচড়ে আছে সেটা। 'স্বাভাবিক মৃত্যু।' ঢোক গিলল জিম, প্রাণপণ চেষ্টা করেও অশ্রু রুখতে পারল না।

'ওকি তোমার পুরানো বন্ধু ছিল?' জানতে চাইল স্প্রিং।

বয় রেসমুসেনের সৌম্য চেহারার দিকে তাকাল জিম, ভারী স্বরে বলল, 'জীবনে দু'তিনবার মাত্র দেখা হয়েছিল ওর সাথে। কিন্তু মনে হত আজীবনই চিনতাম ওকে, ওর মাঝে আমার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম।'

উঠে দাঁড়াল জিম, বলল, 'মিস টার্নার, জেসের ওখানে গিয়ে জানাও ওদের, আর বোলো একটা ওয়্যাগন নিয়ে আসতে। আমি ওকে পাহারা দেয়ার জন্য এখানে থাকছি।'

'ঠিক আছে,' বলল স্প্রিং, সাবধানে মৃতদেটা পাশ কাটিয়ে ওয়্যাগন রোড ধরে জেসের কেবিনের দিকে এগুলো সে। বয় রেসমুসেনের কালো ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওটার গলা জড়িয়ে ধরল জিম, ওর প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে সান্ত্বনার বাণী শোনাল। প্রত্যুত্তরে জিমের গায়ে গলা ঘসল ঘোড়াটা।

পা দুটো ক্রস করে বয় রেসমুসেনের মৃতদেহের পাশে বসল জিম। ওর সৌম্য চেহারার দিকে তাকাল। একটা শতাব্দী, প্রায় একটা শতাব্দীর কাছাকাছি বিচরণ করেছে লোকটা এ পৃথিবীতে, পুরো পশ্চিম চষে বেড়িয়েছে। একটা ভৌতিক অচেনা জগতে চলে গেছে ও এখন, ওর আত্মা কি এ মুহূর্তে সেই পুরানো ট্রেইলগুলোতে, ডজ সিটি বা ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

বেশ কিছুক্ষণ পর চেইনের শব্দ শুনতে পেল জিম। জেস ও ইভা

বসে আছে ওয়্যাগন সীটে, কটন, টম আর স্প্রিং টার্নার নিজ নিজ ঘোড়ায় চেপে পিছু পিছু আসছে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওয়্যাগন থেকে নামল জেস ওয়েলডন, টুপিটা হাতে নিয়ে নীরবে বয় রেসমুসেনের মৃত মুখের দিকে তাকাল। টম এবং কটনও ওর দেখাদেখি তাই করল।

'ওকে জড়িয়ে রাখার জন্য একটা লেপ এনেছি আমি,' ধরা গলায় বলল ইভা। ওর হাত থেকে লেপটা নিল জিম। নতুন লেপ, অব্যবহৃত। বহু শীতের রাত জেগেছে ইভা এই লেপটা বানানোর জন্য।

চকিতে ভ্রাতৃবধূর দিকে তাকাল জিম। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অশ্রু লুকানোর চেষ্টা করল। বুড়ো লোকটার জীবদ্দশায় ওকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না ইভা, অথচ ওর মৃত্যুতে তার সেরা জিনিসটাই দিয়ে দিল। 'ধন্যবাদ, ইভা,' বলল জিম।

'খাঁটি মানুষ ছিল ও,' কান্নাভেজা গলায় বলল ইভা।

লেপটা ওয়্যাগন বেডে বিছাল জিম, তারপর দু'ভাই মিলে আলগোছে মৃতদেহটা বয়ে এনে ওটার উপর রাখল। লেপের প্রান্ত দুটো তুলে মৃতদেহটা ঢেকে দিল জিম।

'শেরিফ জানতে চাইবে ব্যাপারটা,' ছেলেদের দিকে তাকাল জেস। 'মিস টার্নারকে লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে তোমরা দু'জন। তোমাদের মা আর আমি শহরে ওয়্যাগন ইয়ার্ডে রাত কাটাব। আগামী সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরব আমরা।'

সাবধানে জিমের দিকে তাকাল টমি, 'কষ্ট পেয়ে মরেছে ও, আঙ্কল? অথবা ভয় পেয়েছে?'

ভেবেচিন্তে জবাব দিল জিম, 'কিছুটা ভয় পেয়েছিল ও হয়তো। নতুন কিছুকে অল্প বিস্তর আমরা সবাই ভয় পাই। বিগত ক'বছর হন্যে হয়ে নিজের জন্য একটা জায়গা খুঁজছিল বুড়ো, জায়গা খুঁজে পেয়েছে ও অবশেষে।'

ওয়্যাগন চলতে শুরু করলে স্যাডলে উঠতে যাচ্ছিল জিম। স্প্রিং টার্নার এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়াল, ওর হাত ধরে বলল, 'জিম ওয়েলডন, খুবই ভাল মানুষ তুমি। কেউ যেন কোনদিন তোমাকে খারাপ বলতে না পারে।'

আপটন সিটির একমাত্র আন্ডারটেকার ও নাপিত ওলিভার মুলকির ছোট্ট ব্যাকরুমে রাখা হয়েছে মৃতদেহটা। শেরিফ ওয়েস হুইলার লণ্ঠন উঁচিয়ে মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

'ওর চুলদাড়ি ছাঁটতে হবে আমাকে,' বলল নাপিত।

'কিন্তু একেবারে ছেঁটে ফেললে সেইন্ট পিটার ওকে সনাক্ত করতে পারবেন না।'

'যেভাবে ভাল বোঝ করো, মুলকি,' বলল শেরিফ, জেস ও জিমের দিকে তাকাল সে, 'লোকটার কোন আত্মীয় স্বজনকে চেনো তোমরা?'

'না,' অপরাধী গলায় বলল জেস, 'শুধু জানি রিও গ্রান্ডের ওদিকে কোথাও একটা ভাই থাকে ওর।'

গম্ভীর হয়ে উঠল হুইলারের চেহারা, বলল, 'তাহলে ওকে এখানে কবর দেয়া ছাড়া গতি নেই আমাদের।'

'একটা বাস্তব প্রশ্ন আমার,' বলল নাপিত, 'ওর ফিউনারেলের খরচপাতি কে যোগাচ্ছে?'

'কেন, কাউন্টি যোগাবে?' শেরিফ জবাব দিল।

দ্রুত মুখ খুলল জিম, 'এবং ওকে ফকির হিসাবে আখ্যা দেয়া হবে, এই তো? না, স্যার, ওটা হতে দিচ্ছি না আমি। আমি দেখতে চাই একজন মৃত কাউহ্যান্ডের কতজন বন্ধু থাকতে পারে।' জেসের দিকে তাকাল ও, 'ইভার অনুমোদন না থাকলেও আমার সাথে একটা জায়গায় যাচ্ছ তুমি, জেস।'

'তুমি যেতে পারলে আমারও যেতে আপত্তি নেই, জিম,' জেস

জবাব দিল গম্ভীর কণ্ঠে।

স্কেনারের সেলুনের সামনে দাঁড়াল দু'ভাই, দশ বারোটা ঘোড়া বাঁধা আছে হিচ রেইলে। স্যুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল ওরা, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বারোজন কাউবয়কে গুণল জিম। বেশির ভাগই সিসি টার্পলির লোক। ওয়ালনাট বারের উপর একটা সিলভার কয়েন রাখল জিম। এক গ্লাস হুইস্কি বাড়িয়ে দিল ওকে স্কেনার। এক চুমুকেই গ্লাসের অর্ধেকটা হুইস্কি শেষ করে বিলিয়ার্ড খেলায় মত্ত কাউবয়দের দিকে তাকাল জিম, 'এই যে,' জোর গলায় বলল ও, 'আশা করি এক মিনিট আমার কথা শুনবে তোমরা।'

মুহূর্তে পিন পতন স্তব্ধতা নামল জায়গাটায়, ঘাড় ফিরিয়ে বারে দাঁড়ানো জিমের দিকে তাকাল সবাই। 'কাউবয়েজ, এখানে আমি ও জেস ওল্ড বয় রেসমুসেনের মৃতদেহ বয়ে এনেছি। তোমাদের অনেকেই হয়তো ওকে চেনো, অথবা চেনো না। কিন্তু ওই ধরনের মানুষদের সাথে পরিচিত তোমরা। এখানে আমাদের অনেকের ন্যাংটো বয়সেই পশ্চিমের বিভিন্ন ট্রেইলে ক্যাটল ড্রাইভ করত ও। ওরিগন ট্রেইলে ওয়্যাগন ট্রেনগুলোকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত।

'ওই সব মানুষের আত্মত্যাগের জন্যই আমরা আজ এখানে সহজ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারছি। আমরা নিশ্চয়ই চাইব না নিঃস্ব ব্যক্তির কবরে শুয়ে থাকুক বয় রেস্‌মুসেন।' হ্যাটটা খুলে চিৎ করে পকেট থেকে কয়েকটা কয়েন বের করে রাখল ও। 'দশ ডলার রাখছি আমি এখানে তোমরাও যে যা পারো রাখো।' জেসের দিকে তাকাল ও, 'কয় ডলার আছে তোমার কাছে?'

'পাঁচ ডলার,' বিস্মিত গলায় বলল জেস।

'তাহলে পনেরো ডলার হলো। আর কে কি দিতে চাও।'

চুপচাপ সম্মোহিতের মত উঠে আসতে লাগল কাউবয়রা, যে যা পারল রাখল হ্যাটটাতে।

মোক্ষম সময়েই সেলুনে ঢুকল সিসি টার্পলি ও ফ্যাট গ্রাভিন। ওরা বার পর্যন্ত পৌঁছার আগেই পথ আগলাল জিম, হ্যাটটা বাড়িয়ে ধরল ও, 'অন্যান্য কাউবয়দের মত তুমিও কিছু দেবে নাকি ওল্ড বয় রেসমুসেনের সম্মানজনক ফিউনারেলের জন্য?'

ওয়ালেট থেকে দশ ডলারের নোট বের করে হ্যাটে রাখল সিসি টার্পলি, ব্যঙ্গ ভরে জিজ্ঞেস করল, 'ওই অথর্ব বুড়োটা মরেছে তাহলে?'

'ওর প্রতি সম্মান দেখিয়ে কথা বলা উচিত তোমার, সিসি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল জিম, 'পশ্চিমকে গড়ার জন্য ওর অবদান তোমার চেয়ে অনেক বেশি।'

কথা না বাড়িয়ে বারের দিকে এগুলো সিসি টার্পলি। এবার এল ফ্যাট গ্রাভিনের পালা। এতগুলো লোকের চোখের সামনে শ্বশুরের চেয়ে কম দিতে পারে না ও, কিন্তু দশ ডলার খোয়ানোর বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর চেহারায়। 'অল্প ক'দিনেই ওটা পুষিয়ে নিতে পারবে তুমি, ফ্যাট,' মন্তব্য করল জিম, 'সুদের হার আরেক দফা বাড়িয়ে দিলেই হলো।'

কাউন্টারের উপর ডলারগুলো ঢালল জিম, গুণে দেখল একশো ডলার পুরতে আরও সাত ডলার বাকি আছে। স্কেনার তার ক্যাশ ড্রয়ার টেনে সাত ডলার এগিয়ে দিল। 'একটা মহৎ কাজ করেছ তুমি, জিম ওয়েলডন,' বলল সেলুন কীপার, 'তোমার কাজের জন্য আরেকটা ড্রিংকস পাওয়ার যোগ্য তুমি।'

জিমের দিকে হুইস্কির গ্লাসটা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের জন্যও একগ্লাস ঢালল স্কেনার। 'গুড ওল্ড বয় রেসমুসেনের সৌজন্যে,' গ্লাসটা মুখের কাছে এনে বলল ডাচম্যান।

কবরখানায় জড় হলো অনেক লোক, যাজক ব্রাদার এভারলি মৃদু গলায় বয় রেসমুসেনের গুণ গাঁথা গাইল কিছুক্ষণ, পশ্চিমে সভ্যতার পত্তনে ওর

অবদানের কথা বলল। চোখ সজল হয়ে উঠল বেশিরভাগ লোকেরই। তারপর বয় রেসমুসেনের আত্মার প্রশান্তি কামনা করে শেষ করল যাজক। ইভার লেপটা দিয়ে মৃতের মুখটা ঢেকে দিয়ে চূড়ান্ত বিশ্রামের জায়গায় শুইয়ে দেয়া হলো ওকে।

ডুকরে কেঁদে উঠল ইভা। 'তুমি এসেছ ভালই হলো, ইভা,' ধরা গলায় বলল জিম, 'অন্তত একজন মহিলা কেঁদেছে ওর জন্য।'

'আমি আসলে তোমার জন্যও কেঁদেছি, জিম। তুমিও একদিন বয় রেসমুসেনের মত এভাবে শেষ হয়ে যাবে। তুমি ওর জন্য যা করেছ তোমার জন্যও কেউ একজন তা করুক এটাই আমার একমাত্র কামনা।'

'এবং হয়তো আমাকেও ভাল কোনও ভদ্রমহিলা ওর প্রিয় লেপটা দান করবে, আমার জন্য দু'ফোঁটা অশ্রু ফেলবে।'

'আমি সিরিয়াসলি বলছি, জিম। সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি। অন্তত একজন আছে, যে তোমার মাঝে প্রচুর সম্ভাবনা দেখতে পায়।'

সন্দেহের চোখে ভ্রাতৃবধূর দিকে তাকাল জিম, 'আমাকে বিয়ে দিতে চাও, ইভা?'

'গত পনেরো বছর ধরে চেষ্টা করছি, জিম। আমি চাই না আত্মীয়-স্বজনহীন নিসঙ্গ অবস্থায় তোমার জীবন শেষ হোক, অপরিচিত লোকজন অচেনা অজানা জায়গায় তোমাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পাক।' শেষ দিকে কোমল হয়ে এল ইভার গলা, কান্না চাপার চেষ্টা করল।

ছয়

একটা কানা খচ্চরও বুঝতে পারত গভীর একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইভা ওয়েলডন ও কোরা লডারমিল্ক। ক'দিন পরপরই লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চে দেখা দিল ইভা। ওরা দু'জন মিলে চিরুনি চালিয়ে স্প্রিং টার্নারের চুলগুলোকে এমন ঢেউ খেলিয়ে তুলল যে সমুদ্রের ঢেউকেও হার মানায়। পাছে জিমের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এই ভয়ে ওকে শুনিয়ে শুনিয়েই স্প্রিঙের গুণকীর্তন করা হলো।

মাঝে মধ্যে ওদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা জিমের কানে এল। একদিন শুনল ইভা স্প্রিংকে আশ্বস্ত করছে। 'জিম মোটেই অলস নয়, নারীর সত্যিকারের ভালবাসা একটা পুরুষকে সত্যিকারের পুরুষ করে তুলতে পারে,' মন্তব্য করল ইভা।

একমাত্র বুড়ি ফেভারসাম বাস্তবতার পক্ষে। তার বক্তব্য হলো, 'ওর মত একটা চালচুলোহীন কাউবয়কে বিয়ে করার তুলনায় বরং একটা নেড়ী কুত্তা বা গরম পানির বোতল বুকে নিয়ে ঘুমানো উচিত।'

এক বিকেলে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই জেস ও ইভাদের ওখানে গেল জিমকে নিয়ে স্প্রিং। কুশল বিনিময়ের পর ইভা বলল, 'টমি, আমাদের সোরেল মেয়ারের বাচ্চাটা মিস টার্নারকে দেখিয়ে আনো তো দেখি।'

টমিকে নিয়ে স্প্রিং বার্নের দিকে কয়েক পা এগুতেই স্বামীর দিকে তাকাল ইভা, 'বলো ওকে।'

ঘাড় চুলকাল জেস, ইতস্তত করে বলল, 'তাড়াহুড়োর কি আছে,

ইভা? জিম আবার ভেবে বসবে ওকে চাপ দিচ্ছি আমরা।'

'আসলে আমরা তাই দিচ্ছি,' জিমির দিকে তাকাল ইভা, 'জিম, কত টাকা জমিয়েছ তুমি?'

হাসল জিম, বলল, 'স্বর্গে যেতে হলে যদি একশো ডলার লাগে তবে বড়জোর ফোর্ট ওয়ার্থ পর্যন্ত যেতে পারব আমি।'

'ঠাট্টা করছ?' সিরিয়াস দেখাল ইভাকে। 'এডসন স্মিথ ওর জায়গাটা বেচে ফেলতে চাইছে। সস্তায়ই পাওয়া যাবে। একজন পুরুষ এবং তার বউ স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারবে ওখানে।'

'এডসনের মত একটা ব্যাচেলর যদি ওখানে টিকতে না পারে তবে কোনও মহিলার অতিরিক্ত বোঝা নিয়ে আরেকজন কিভাবে টিকবে? তাছাড়া, তুমি জানো, আমার কোন বউ নেই।'

শাণিত দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল ইভা, 'মাঝে মধ্যে মনে হয় তুমি একটা কালা। তোমাকে নিয়ে লোকজন কি জল্পনা কল্পনা করছে কিছুই বুঝতে পারো না, নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করো? স্প্রিং টার্নারকে তুমি পছন্দ করো, নাকি করো না?'

'অনেককেই তো পছন্দ করি আমি। তার মানে এই নয় যে হুট করে বিয়ে করে বসতে হবে। তাছাড়া মিস টার্নারের মনোভাবও তো জানা দরকার।'

'ওটা জানার দায়িত্ব তোমার। জেনে নিতে হবে তোমাকেই।'

'আমাকে বিয়ে করতে চাইলে আগেই জানাত ও।'

'খোদা ভীরু মেয়েরা ওটা মুখ ফুটে বলতে পারে না, জিম। অন্যেরা ওদের হয়ে কথা বলে। এটাই নিয়ম।'

'ওর যদি অমত হয়?'

'বাজি রাখতে পারো, হবে না।'

এককাপ কফি নেয়ার জন্য কিচেনে ঢুকল জিম। ডাইনিং টেবিলে একটা বই মেলে ধরে পড়ছে কটন। ওর মুখের দেঁতো হাসি জানান

দিচ্ছে সব শুনে ফেলেছে ও।

'অটোমোবাইল সম্পর্কে পড়ছ, কটন?' জানতে চাইল জিম।

'হ্যাঁ, আঙ্কল জিম। তুমিও একটা ব্যবহার করতে পারো। তোমাকে সন্ধ্যা নামার আগেই অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারবে ওই যন্ত্রের ওয়্যাগন।'

সাপারের পর ওদেরকে বিদায় জানিয়ে লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চের পথ ধরল জিম ও স্প্রিং। পাশাপাশি পথ চললেও অনেকক্ষণ কথা বলল না দু'জন। অবশেষে মুখ খুলল জিম, 'আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল ইভা। আশা করি তুমিও ওর খপ্পরে পড়নি?'

মৃদু হাসল স্প্রিং, 'ও এবং কোরা। স্লেজ হ্যামারের মতই কঠিন ওরা।'

স্প্রিংকে খুঁটিয়ে দেখল জিম, বলল, 'মনে হচ্ছে বড় একটা ঝামেলায় পড়েছি আমরা, তুমি আর আমি।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তুমি খুব ভাল মেয়ে, মিস টার্নার। তোমার সান্নিধ্য উপভোগ করি আমি। কিন্তু আমার মনে হয় না এখনও বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তাই না?'

হঠাৎ লাল হয়ে উঠল স্প্রিং, 'আসলে আমি জানি না···।' অনিশ্চিত ভাবে মাথা ঝাঁকাল ও।

'আমার মনে হয় না তুমি হঠাৎ বিয়ে করে বসবে। ইভাকেও ওটাই বোঝাতে চাইছিলাম। কিন্তু নিজের কথার অন্যথা শুনতে অভ্যস্ত নয় ও।'

দূরে দৃষ্টি সরাল স্প্রিং, মনে হলো বেশ বিব্রত বোধ করছে ও। জিম বলল, 'সংসার করার মনোভাব থাকলে নির্ঘাত তোমাকেই পছন্দ করতাম, মিস টার্নার।'

'রাখঢাক করে কথা বলা আমিও পছন্দ করি না। ধন্যবাদ, কথাট সরাসরি বলেছ।'

'আমি চাই না আমার জন্য ঝামেলায় পড়ো তুমি। তাই ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করেছি। আলভিনের একপাল ঘোড়া নিয়ে সান অ্যাঞ্জেলো যাবার কথা রয়েছে আমার। ওগুলো ডেলিভারি দিয়ে আর ফিরে আসব না। সোজা সামনের দিকে চলতে থাকব।'

অশ্রুভেজা চোখে জিমের দিকে তাকাল স্প্রিং, 'তুমি চলে যাচ্ছ, মি. ওয়েলডন?'

'মনে হয় আমাদের দু'জনের জন্যই ভাল হবে সেটা।'

কিছু বলল না স্প্রিং, ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে দমন করল জিম। 'মিস টার্নার,' ব্যথাভরা গলায় বলল ও, 'সুখী দম্পতি হতে পারতাম আমরা, তুমি আর আমি।'

পরবর্তী দুটো দিন খাবার সময়টুকু ছাড়া খুব কমই দেখতে পেল জিম স্প্রিংকে। ও কাছে এলে অন্যদিকে সরে গেল স্প্রিং। ভালই হলো, ভাবল জিম, দু'জনের জন্যই স্বস্তিকর দূরত্বটা।

ঘোড়াগুলো নিয়ে সান অ্যাঞ্জেলো পর্যন্ত একা যাওয়া সম্ভব নয় জিমের পক্ষে। কটন ও টমিকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে এল ওর। সন্ধ্যার দিকে জেসের বাড়িতে গিয়ে ইভাকে জানাল ছেলে দুটোকে সাথে করে সান অ্যাঞ্জেলোতে নিয়ে যেতে চায় ও।

'আমি জানি না,' দ্বিধায় ভুগল ইভা, 'জেস লাঙ্গল সারাতে মিভল্যান্ডস গেছে। কাল দুপুরের আগে ফিরবে না। তাছাড়া এখানে প্রচুর কাজ পড়ে আছে, যা···।'

'আলভিন প্রতিদিন দেড় ডলার করে দেবে ছেলে দুটোকে। তাহলে ছয় দিনে আঠারো ডলার পাচ্ছে ওরা। ঠাসা এক ওয়্যাগন গ্রোসারিজ কিনেও আরও টাকা বেঁচে যাবে।'

ইভার দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে জিম, কিন্তু তবু ওর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটল না। বাইরে বেরিয়ে হাত নেড়ে ছেলে দুটোকে ডাকল জিম, 'কটন,

টমি···।' ওরা আসার পর বলল ও, 'আমার সাথে সান অ্যাঞ্জেলো যাচ্ছ তোমরা দু'জন। সেখানে আলভিনের একপাল ঘোড়া ডেলিভারি দিতে যাচ্ছি আমরা। তোমাদের হাতে কাজ থাকলে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলো।'

আনন্দে চিৎকার করে একপাক ঘুরে বার্নের দিকে ছুটল টমি। কটন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল জিমের দিকে, 'সত্যি বলছ তো, আঙ্কল?'

'আজ রাতে আলভিনের ওখানে যাচ্ছি আমরা। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে ঘোড়াগুলো নিয়ে সান অ্যাঞ্জেলোর ট্রেইল ধরব। এখন আমি যা বলছি তাই করো।'

হাতের তালু দিয়ে মুখ ঢেকে ফ্রন্ট স্টেপে দাঁড়াল ইভা, 'জিম ওয়েলডন, আমি কখনও বলিনি ছেলে দুটোকে যেতে দিচ্ছি।'

'তাহলে না যেতে দেয়ার কথা তুমিই বলো ওদের।'

বার্নের দিকে তাকিয়ে ছেলে দুটোকে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত দেখতে পেল ইভা। 'জিম ওয়েলডন,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল ও, 'তুমি যদি ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে না মরো তবে আমিই খুন করব তোমাকে একদিন।'

সাপারের পর ঘোড়াগুলোয় স্যাডল পরিয়ে স্যাডলের পেছনে নিজ নিজ বেডরোল বাঁধতে বেশিক্ষণ সময় নিল না ছেলে দুটো। তারপর পোর্চে দাঁড়ানো মাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে এগুলো ওরা। কিছুদূর গিয়েই রাস টানল জিম, 'তোমরা এগুতো থাকো। তোমাদের মাকে কিছু কথা বলতে ভুলে গেছি আমি।' ঘুরে কেবিনের পথ ধরল ও।

নীরবে ফ্রন্ট স্টেপে দাঁড়িয়ে আছে ইভা, অশ্রু গড়াচ্ছে ওর গাল বেয়ে। কাছাকাছি এসে রাস টানল জিম। 'ওদের জন্য ভেবো না, ইভা। ভাল ছেলে ওরা। সান অ্যাঞ্জেলো থেকে পথ চিনে একাকী বাড়ি ফেরার পক্ষে যথেষ্ট বড়ও হয়েছে ওরা।'

চকিতে জিমের দিকে তাকাল ইভা, জিজ্ঞেস্ করল, 'একা ফিরে

আসবে মানে?'

'হ্যাঁ, ঘোড়াগুলো ডেলিভারি দিয়ে চলতেই থাকব আমি।'

'তাহলে এডসন স্মিথের ক্লেইমের ব্যাপারে কি হবে? স্প্রিং টার্নারেরই বা কি হবে?'

'আমরা দু'জন কথা বলেছি এ ব্যাপারে। আসলে আমরা কেউই এ মুহূর্তে বিয়ে করতে রাজি নই। যাক, ভবিষ্যতে কোন এক সময় আবার দেখা হবে।' ইভার উদ্দেশে হাত নেড়ে বিস্কিটের পেটে স্পার দাবাল জিম।

পেছন থেকে চেঁচাল ইভা, 'জিম ওয়েলডন, আবার ফিরে আসবে তুমি।' ওর পিছু পিছু দৌড়ে যেতে চাইল, কিন্তু পেরে উঠল না বিস্কিটের সাথে। আবার সর্বশক্তি জড় করে জিমকে ডাকল ও। পিছু ফিরল না জিম। বাতাসে মিলিয়ে গেল ইভার কণ্ঠস্বর।

দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে টমিকে, গান গাওয়ার সময়টুকু বাদে প্রশ্নবাণে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে জিমকে।

'সান অ্যাঞ্জেলো কত বড়, আঙ্কল?'

'শেষবার যখন গিয়েছিলাম, ছয় সাত হাজার লোক থাকত ওখানে।'

'প্রায় শিকাগোর মতই বড় হবে ওটা, তাই না? ওখানে কি কোনও আইসক্রিম পারলার আছে?'

ভুরু কুঁচকাল জিম, 'মনে হয় একটা দেখেছিলাম গতবার।'

বেশি কথা বলছে না কটন, কিন্তু মনে হলো বেশ ভাবনা চিন্তা করছে ও। 'আমার আশা সান অ্যাঞ্জেলোতে কয়েকটা অটোমোবাইল দেখতে পাব আমি, আঙ্কল,' বলল কটন একসময়।

'তুমি সব সময়েই কেবল অটোমোবইলের কথা ভাবো, কটন?'

'হ্যাঁ, আঙ্কল, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নতুন যুগের সূচনা ঘটাতে যাচ্ছে ওই যন্ত্রগুলো।'

কোনাকুনি এগিয়ে দিয়ে মিডল কন্‌চো নদীর তীরে পৌঁছাল ওরা।

এখন শুধু নদীর পাড় অনুসরণ করে যেতে হবে। কন্‌চোর তিনটে শাখা যেখানে একত্র হয়েছে সেখানেই সান অ্যাঞ্জেলো শহর।

টমির সাথে গানে গলা মেলাল জিম। সান অ্যাঞ্জেলোতে ঘোড়াগুলো ডেলিভারি দেবার পরই মুক্ত হয়ে যাবে ও। তারপর আবার রওনা হয়ে যাবে ঠিকানাবিহীন গন্তব্যের খোঁজে।

জিমের জানামতে সামনেই একটা পরিত্যক্ত কাঠের করাল আছে। ওখানে ঘোড়াগুলোকে রেখে রাতের জন্য ক্যাম্প করতে ইচ্ছুক ও। কিন্তু সন্ধ্যার সময় করালটার কাছে এসে ক্যাম্পফায়ারের আলো দেখে হতাশ হলো জিম। ওটা যদি আগেভাগেই কেউ দখল করে বসে তবে চলতে থাকা ছাড়া উপায় নেই ওদের। রাতে বিশ্রাম নেয়া হবে না আর। আরও কাছে এসে হাঁফ ছাড়ল জিম, ক্যাম্পফায়ারটা আরও খানিকটা দূরে নদীর কিনারায়। একটা লোক ওর ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে আগুনের পাশে বসে আছে।

ঘোড়াগুলোকে নদীর কিনারায় তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওরা, পানি খাওয়াল। ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসা লোকটা নীল রোয়ানটার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওর স্যাডলে বসার ভঙ্গি পরিচিত ঠেকল জিমের কাছে। লোকটা আরও কাছে আসতেই চিনতে পারল। 'শর্ট ইয়ারনেল!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'বুড়ো শেয়াল কোথাকার!'

'জিম ওয়েলডন। এই এলাকায় তুমি কি করছ?'

পুরো টেক্সাস ও নিউ মেক্সিকোর অর্ধেকটা জুড়ে কিংবদন্তীর পুরুষ শর্ট ইয়ারনেল। লোকজন বলাবলি করে, দক্ষিণ টেক্সাসের ক্যাটল কান্ট্রি থেকে গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসা যে কোন কাউহ্যান্ডের তুলনায় বেশি ঘোড়া পোষ মানাতে বা হুইস্কি গিলতে পারে শর্ট ইয়ারনেল।

দাঁত কেলিয়ে হাসল শর্ট, মাঝখানের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। ওর নাকটা প্রায় চ্যাপ্টা, অগ্রভাগে কাটা দাগ দেখে বোঝা যায়

ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েই ওই হাল হয়েছিল। 'জিম,' বলল শর্ট, 'জানি ওই ঘোড়াগুলোর বৈধ মালিক নও তুমি। কোত্থেকে চুরি করেছ ওগুলো?'

'আলভিন লডারমিল্কের ঘোড়া ওগুলো। সান অ্যাঞ্জোলোতে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছি।'

'ভালই হলো। আমিও যাচ্ছি ওদিকে। আগামী পরশু সান অ্যাঞ্জেলোতে স্টিয়ার রোপিং রেস-এ অংশ নেব। মনে হয় তুমিও হাতছাড়া করতে চাইবে না সুযোগটা,' কটন ও টমির দিকে তাকাল শর্ট, 'তোমরা জেসের ছেলে, তাই না?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল ও, 'তোমাদের আঙ্কল এ রাজ্যের দু'নম্বর সেরা কাউহ্যান্ড। আর এক নম্বর হলাম আমি।' চোয়াল ঝুলে আছে ছেলে দুটোর, শর্ট ইয়ারনেল একটা জীবন্ত বিস্ময় ওদের কাছে।

ঘোড়াগুলো করালে ঢুকিয়ে গেট বন্ধ করে দিল জিম। 'চলো আমাদের ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিয়ে কিছু পেটে দেয়ার ব্যবস্থা করা যাক।' শর্টের দিকে তাকাল জিম, 'তোমার স্টকে চিবুনোর মত কি আছে?'

'তিনটে ঠাণ্ডা বিস্কিট আর একটা পুরো কফি ক্যান। তোমাদের কাছে কিছুই নেই?'

জিমের গলায় হতাশা গোপন রইল না, 'সামান্য গরুর জার্কি আর আধখানা বেকন আছে আমাদের।'

খাবারগুলো ভাগ করে খেলো ওরা, বেশির ভাগই ছেলে দুটোকে দিল। জিম জানে, এ বয়সে খিদে কতটুকু তীব্র হতে পারে। খাবারের পর শুরু হলো গল্প। শর্টই বলল বেশির ভাগ গল্প, একনিষ্ঠভাবে শুনল ছেলে দুটো। ওদের কাছে গল্পগুলো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টায় ত্রুটি রাখল না শর্ট। এমনকি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পাবার গল্প বলতে গিয়ে ট্রাউজারের পা গুটিয়ে ক্ষত স্থান দেখাল ওদের। বিশ্রীভাবে থেঁতলে গিয়েছিল পাটা।

'ওই বোকা ডাক্তাররা বলল বাঁচতে চাইলে গোড়া থেকে কেটে ফেলে দিতে হবে পাটা। ওদের মুখের ওপর হাত নেড়ে না করে দিলাম আমি, বললাম, দুটো পা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে আমাকে। দুটো পা সহই ফেরত যাব। তারপর ঘোড়ার নাদি ও গানিস্যাক দিয়ে বাঁধলাম পাটা। তিন হপ্তা মরার মত পড়ে ছিলাম, শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখাশোনা করার মত একজন বন্ধুও পাশে ছিল না। তবে সৌভাগ্যের কথা পায়ে হেঁটেই ছেড়েছিলাম জায়গাটা।'

ছেলে দুটোকে ঘুমোতে পাঠিয়ে ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে নীরবে ধূমপান করতে লাগল জিম ও শর্ট। দু'জনই গভীর চিন্তায় মগ্ন। স্প্রিং টার্নারের মুখটা বারবার উঁকি দিচ্ছে জিমের মনে, জোর করেও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না ওর ভাবনা। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল জিম, 'শুনলাম, গ্রাডি ওয়েলস্ মারা যাবার সময় সাথে ছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ,' ব্যথায় ছেয়ে গেল শর্টের চেহারা। 'বাচ্চাদের মত গলা ছেড়ে কেঁদেছিলাম ওর মৃত্যুতে। বুড়ো খোকারা সব হারিয়ে যাচ্ছে, জিম, আমরা ক'জন মাত্র টিকে আছি এখনও।'

'জেস বলেছিল ঘোড়ার পায়ের তলায় চাপা পড়েছিল ও। মৃত্যুটা সত্যি করুণ ছিল।'

শ্রাগ করল শর্ট, 'গ্রাডি যতদিন বেঁচেছিল সে বয়সে পৌঁছালে তুমি স্বাভাবিক কাজ কর্মও করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে র‍্যাঞ্চাররা সহজে তোমাকে কাজে নিতে চাইবে না, অথবা নিতে চাইলেও নামমাত্র বেতন দেবে। ভাগ্য ভাল থাকলে একটা ওয়্যাগনে বাবুর্চির কাজ জুটেও যেতে পারে। তা নাহলে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াতে হবে তোমাকে, আর লোকজনকে বলে বেড়াতে হবে অতীতে তুমি কেমন নামকরা একজন কাউহ্যান্ড ছিলে। ওই ধরনের অবস্থা হওয়ার আগে আমি মারা যেতে চাই, জিম।'

নীরবে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল জিম, গ্রাডি ওয়েলস, শর্ট

ইয়ারনেল ও আরও অনেকের সাথে ওর পুরানো দিনগুলোর কথা মনে এল ওর।

সান অ্যাঞ্জেলোতে কোর্টহাউজের বিপরীতে স্টেবলে ঘোড়াগুলো ডেলিভারি দিল ওরা। ক্রেতা নর্টন ব্যাটস জিমকে নিয়ে ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংকে গিয়ে আলভিন লডারমিল্কের আপ্টন সিটি ব্যাংক একাউন্টের উপর একটা ড্রাফ্ট কাটল। 'আমার কাছে তোমাদের ড্রিংকস পাওনা আছে,' কাজ শেষ হবার পর বলল নর্টন ব্যাটস, 'আর্ক লাইট সেলুনটা বেশি দূরে নয়।'

'টমি আর কটন একটা আইসক্রিম পারলারে যেতে চায়,' বলল জিম, 'ওটা কোনদিকে দেখিয়ে দেবেন, মি. ব্যাটস?'

বিরক্তির সাথে মাথা নাড়ল নর্টন ব্যাটস্, আইসক্রিমের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে ছোটখাট একটা বক্তব্য ঝাড়ল। তারপর বলল, ছেলেগুলো জেনেশুনে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিতে চাইলে পয়সা খরচ করতে আপত্তি নেই ওর।

রোপিং উপলক্ষে আর্ক লাইট সেলুনে প্রচুর কাউবয় জুটেছে। চেনাশোনা কাউবয়দের 'হাউডি'র জবাব দিতে দিতে ও হ্যান্ডশেক করতে করতে অল্পক্ষণেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল জিম। সেলুন থেকে বেরিয়ে ভাতিজাদের বেশ উত্তেজিত দেখতে পেল ও।

'আঙ্কল জিম,' উত্তেজিত গলায় বলল কটন, 'একটা লাল অটো-মোবাইল দেখতে পেয়েছি আমরা। ওই রাস্তার কোণায়।'

'তাই নাকি' চেহারায় আগ্রহের ভাব ফুটিয়ে তুলল জিম। শর্টসহ রাস্তার দিকে এগুলো ওরা।

এ অটোমোবাইলটাও জিমের দেখা আর সব গাড়ির মতই। একটা বাগির নিচে রাবার টায়ার ও সামনে ওই তেল চুঁইয়ে পড়া বিদঘুটে এঞ্জিনটা জুড়ে দেয়া হয়েছে। যন্ত্রটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে ওটার বিভিন্ন

অংশ এবং ওগুলোর কাজ বর্ণনা করল কটন। শর্ট ইয়ারনেল অবিরত মাথা দুলিয়ে যেতে লাগল, যদিও জিমের মতই খুব কমই মাথায় ঢুকল ওর। তবে কটনের জ্ঞানের গভীরতায় বেশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করল শর্ট।

সীটের উপর ঝুঁকে পড়ে ভেতরের দিকটার বর্ণনা দিচ্ছিল কটন, ঠিক তখুনি ফিটফাট পোশাক পরা গোঁপওয়ালা একটা লোক এসে দাঁড়াল কাঠের সাইড ওঅকে। 'বয়,' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'ওটার গায়ের ওপর থেকে সরে যাও।' যেন গুলি খেয়েছে এভাবে পিছিয়ে এল কটন। আঙ্গুল তুলে শাসাল লোকটা কটনকে, 'তুমি জানো না গাড়ি দামী জিনিস? আমি চাই না একটা অজ্ঞ ছেলে আমার কোন ক্ষতি করুক।'

লাল হয়ে উঠল কটন, জিম এগিয়ে গিয়ে ওর আর লোকটার মাঝামাঝি দাঁড়াল, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মিস্টার, ছেলেটা তোমার গাড়ির কোন ক্ষতি করেনি। তাছাড়া ফার্মে বড় হলেও অজ্ঞ নয় ও মোটেই।'

ঘৃণার দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল কেতাদুরস্ত পোশাক পরা লোকটা, 'প্রত্যেক জেনারেশনই তার আগের জেনারেশনের তুলনায় সামান্য এগোয়,' মন্তব্য করল ও।

লোকটাকে ঘুসি মারতে ইচ্ছে হলো জিমের। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিল ও। কটন এগিয়ে এসে ওর বাহু ধরল, 'আমার দেখা হয়ে গেছে, আঙ্কল। চলো আমরা অন্য কোথাও যাই।'

'জিম,' বলল শর্ট ইয়ারনেল, 'আমাদের রোপিং দেখতে যেতে হবে না?'

মাথা দুলিয়ে আগ বাড়ল জিম, চলতে চলতে আবার পিছু ফিরল, আপন মনে বলল, 'একা থাকলে মজা দেখাতাম ওকে আমি।'

রেসিং গ্রাউন্ডটা শহরের পুব প্রান্তে খোলা জায়গায়। মাঠটার উত্তর প্রান্তে একটা ছোট্ট গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড পোঁতা। ওটার পাশেই একটা প্যানে ষাট সত্তরটা লম্বা পায়ের মেক্সিকান লঙহর্ন গরু রাখা হয়েছে। রোপিং রেসে

নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে নির্ধারিত পটে পাঁচ ডলার রেখে প্রতিযোগিদের নামের তালিকায় আঙুল বুলাল জিম। 'ক্লে ম্যাক্‌গোনাজিল আর জো গর্ডনকেও এনেছে ওরা,' শর্টের দিকে তাকাল ও, 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ওরা দু'জন। আগে কখনও রোপিং করেছ ওদের সাথে?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল শর্ট। 'তবে এর একটা সুবিধেও আছে। ওরা জানছে না কার সাথে লড়তে যাচ্ছে।'

দুটোয় শুরু হবার কথা রোপিং। শর্ট ওর চেনাশোনা লোকদের সাথে দেখা করতে গেল। জিম বিস্কিটের পিঠে চড়ে ভিড়ের মাঝে ওর পরিচিত কাউকে পায় কিনা দেখতে লাগল। হঠাৎ খানিকটা দূরে একটা মেয়েকে দেখতে পেয়ে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো ওর। স্প্রিং টার্নার। এখানে কি করছে ও। আগ্রহীভাবে কাছে গিয়ে দেখল ওর ধারণা ভুল। অন্য একটা মেয়ে ও। ঘোড়া ঘুরিয়ে দূরে সরে গেল জিম, স্প্রিং টার্নারকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছে না ভেবে বিব্রত বোধ করল মনে মনে। 'আঙ্কল জিম,' কাছে এসে চিৎকার জুড়ল কটন। 'ওই লাল অটোমোবাইলটা এদিকেই আসছে।'

ঘোড়ার রাস টেনে পিছু ফিরল জিম, গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসছে ফিটফাট পোশাক পরা সেই গুঁফো লোকটা। ওর দু'পাশে সীটে বসে আছে ক্রিসমাস প্যাকেজের মত সাদা পোশাকে দুটো তরুণী। গুঁফো লোকটা যন্ত্রটাকে সরাসরি ভিড়ের মাঝখান দিয়ে চালিয়ে নিয়ে আসছে। লোকজন এবং ঘোড়াগুলো পাশে ছিটকে পড়ছে ভয়ে।

'আস্তে চালাও ওটা,' চিৎকার করে বলল কেউ একজন, 'নইলে চাপা দেবে কাউকে।' প্রত্যুত্তরে জোরে হর্ন বাজাল গুঁফো। খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়ে দুটোর একটা।

ফিরে এল শর্ট ইয়ারনেল, বলল, 'জিম সর্বসাকুল্যে কত টাকা আছে তোমার কাছে?'

আলভিনের কাছ থেকে বোনাসসহ পুরো পেমেন্টই নিয়েছে জিম। তবু সতর্কতার সাথে জবাব দিল ও, 'কিছু আছে।'

'আমাকে দাও। তিনগুণ করে ফিরিয়ে দেব।'

শর্টকে ফেরানো কঠিন। নিজের প্রায় সব টাকাই ওর হাতে তুলে দিল জিম। আবার ভিড়ের মাঝে উধাও হয়ে গেল শর্ট ইয়ারনেল। অসন্তুষ্ট চেহারায় জিমের দিকে তাকাল কটন, 'আঙ্কল জিম, ওই টাকা কামাতে প্রচুর খাটতে হয়েছে তোমাকে।'

শ্রাগ করল জিম, 'টাকা পয়সা হাতের ময়লা, কটন, সহজে আসে সহজে যায়।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রোপিঙের দিকে মন দিল ও।

সংকীর্ণ একটা কাঠের কিউটের পাশে ঘোড়া নিয়ে তৈরি হয়ে আছে রোপার। কিউটের ভেতর রাখা হয়েছে একটা চিত্রা লঙহর্ন গরু। ওখান থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে চকের গুঁড়ো দিয়ে স্কোরলাইন টানা হয়েছে। গেট খুলে দিয়ে স্কোরলাইনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো চিত্রা গরুটাকে। ওটা লাইন পেরুনোর সাথে সাথেই ফ্ল্যাগ নামিয়ে রোপারকে শুরু করার সংকেত দিল একজন জাজ। রোপ ছোঁড়ার আগে গরুটাকে ধরার জন্য ষাট থেকে একশো গজ দূরে যেতে হবে রোপারকে।

বহুদিন রোপিং করেনি জিম। ওর পালা এলে অস্বস্তি অনুভব করল সে। তবু মোটামুটি ভালভাবে উতরে গেল। 'থারটি এইট সেকেন্ডস্ ফ্ল্যাট।' মাইকে নিজের নামের বিপরীতে ঘোষণা শুনতে পেয়ে খুশি হলো ও।

ম্যাকগোনাজিল ও জো গার্ডনারের পালা এল তারপর। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওরা দু'জন। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করল পুরো মাঠ। বেশ ভালই রোপিং করল ওরা দু'জন। ম্যাকগোনাজিল উনচল্লিশ সেকেন্ড স্কোর করল, গার্ডনার করল থারটি নাইন অ্যান্ড টু ফিফথ। শর্টের স্কোরিং হলো থারটি এইট অ্যান্ড থ্রী ফিফথ্।

জড়তা কেটে যাবার পর দ্বিতীয় গো রাউন্ডে বেশ চাঙ্গা বোধ করল

রোপাররা। শর্ট ইয়ারনেল থারটি এইট পয়েন্ট ওয়ান ফিফ্‌থ-এ শেষ করল, জিমের স্কোরিং থারটি এইটই রয়ে গেল।

ফিটফাট পোশাক পরা গুঁফোটির বিরক্তি সত্ত্বেও গাড়ির সীটে বসা মেয়ে দুটো কাছ দিয়ে যাবার সময় হাততালি দিয়ে উৎসাহ যোগাল জিমকে। ভাতিজারা ওর বিজয় দেখেছে কিনা নিশ্চিত হতে চারদিকে তাকাল জিম। দেখল, টমি অদূরে গান প্র্যাক্‌টিস করছে, আর কটন হাঁটু মুড়ে বসে একটা সবুজ গাড়ির চলন্ত চাকা পর্যবেক্ষণ করছে।

দ্বিতীয় গো-রাউন্ডে প্রথম হলো জো গার্ডনার। জিমের স্কোরিং এখনও গড়ে একই আছে। ভাগ্য ভাল থাকলে একটা সিলভার পকেট ওয়াচ পেয়েও যেতে পারে, ভাবল ও।

তৃতীয় ও চতুর্থ গো রাউন্ডেও প্রায় অপরিবর্তিতই রইল জিম এবং শর্টের স্কোরিং। রোপিঙের সর্বশেষ গো রাউন্ডটা সব সময়েই বেশ উত্তেজনাকর হয়। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে পুরো মাঠ, টানটান দেহে অপেক্ষা করছে জিম। হঠাৎ ভিড়ের মাঝে একটা পরিচিত চেহারা দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর। জেস্ কি করছে এখানে? এগিয়ে গিয়ে ওর সাথে হাত মেলাল জিম। জেস বলল, 'রোপিং রেস হচ্ছে শুনে ভাবলাম এখানেই পাওয়া যাবে তোমাকে। কেমন হচ্ছে তোমার?'

'স্কোরিং এখনও ভালই। কিন্তু তুমি কি করছ এখানে?'

'ইভাই পাঠাল জোর করে। ছেলেগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তোমাকেও ফিরে যেতে বলতে বলেছে।'

'তোমার কি মনে হয়, জেস, ফিরে যাওয়া উচিৎ আমার?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল জেস, 'তোমার বয়স হয়েছে, জিম। নিজের জন্য প্ল্যান তৈরি করার অধিকার আছে তোমার।'

শর্ট ইয়ারনেলের পালা এল অবশেষে। গরুটা স্কোর লাইন ক্রস করার পর ঘোড়া নিয়ে ছুটল ও, ল্যাসো ছুঁড়ল। কিন্তু জীবনে এই প্রথম

বারের মত মিস্ করল। অবশেষে গরুর শিঙ-এ দড়ি পরাতে সক্ষম হলেও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গেল শর্ট। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে ফিরে এল ও, 'জিম, পরেরবারের রোপিং-এর জন্য আরও একবছর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই আমার।'

জিম ভালই করল শেষ গো রাউন্ডে। নিখুঁতভাবে ঘটল সবকিছু। বিস্কিট এগিয়ে গেল ঠিকমত, লূপটা গরুর শিঙ-এ নিখুতভাবে এঁটে বসল, গরুটা এমনভাবে থেমে গেল যেন জিমের পেরোলে আছে। করতালি ও উল্লসিত চিৎকার শুনতে পেল ও মাঠের চারদিকে।

কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার সময় বিজয়ী তালিকায় নিজের নাম শুনতে পেল না জিম। ম্যাক গোনাজিল প্রথম হলো, গার্ডনার দ্বিতীয়। তৃতীয় হলো টেট্‌লি নামের একজন অপরিচিত কাউবয়। চতুর্থ হলো জিম।

শ্রাগ করল জিম, 'হুম! প্রায় ফতুর হয়ে গেছি আমি, শর্ট।'

'এক মিনিট,' বলল শর্ট, মুহূর্তে ভিড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল ও, ফিরে এল মুঠোভর্তি একতোড়া নোট নিয়ে।

'এত টাকা কোথায় পেলে, শর্ট? আমরা তো হেরেছি!' অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জিম।

'আমি অত বোকা নই যে কষ্টে কামানো টাকা পানিতে ফেলে দেব,' বলল শর্ট। 'টাকাগুলো গুনতে শুরু করল ও, জিমকে লাভসহ তার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বাকিগুলো নিজের পকেটে রাখল। 'ম্যাক গোনাজিল ও গার্ডনারের পক্ষে বাজি ধরেছিলাম আমি এবং জিতেছি।' ছেলে দুটোর দিকে তাকাল শর্ট, 'চলো ওদেরকে আইসক্রিম পারলারে নিয়ে যাই। নিজেদের জন্য আরও কড়া কিছু নেব আমরা।'

বাগি, ওয়্যাগন ও ঘোড়াগুলো লম্বা লাইন দিয়ে এগুচ্ছে। পেছন হতে অবিরাম হন বাজাচ্ছে সেই লাল গাড়িটা, আবার হর্ন বাজাল গুঁফো লোকটা।

টমির ঘোড়াটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল হঠাৎ। স্যাডলহর্ন আঁকড়ে

ধরার আগেই ছিটকে পড়ল ছেলেটা, উপুড় হয়ে পড়ল রাস্তার ধূলায়। দ্রুত স্যাডল থেকে নামল জেস, ছুটে গেল টমির দিকে। গুঁফোটা আবার হর্ন বাজাল, তারপর গাড়ি না থামিয়েই টমিকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়ে দুটো।

স্যাডলে বসে একে অপরের দিকে তাকাল জিম ও শর্ট, চাহনি দেখেই একে অপরের ইচ্ছে বুঝতে পারল দু'জন। হর্ন রোপ খুলে নিয়ে ওগুলোর প্রান্তে গিট দিয়ে লূপ বানাল ওরা, তারপর নিজ নিজ ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল।

শহর ছাড়িয়ে গেছে গাড়িটা ইতিমধ্যে, জিম ও শর্ট ঘোড়া নিয়ে ওটার পিছ পিছু ছুটল। ওরা কাছে আসতেই বিপদ টের পেল গুঁফো। 'খবরদার বলছি, গোলমালের চেষ্টা কোরো না,' চেঁচিয়ে বলল সে।

হর্ন রোপ ছুঁড়ল শর্ট। একটা কারবাইড ল্যাম্প, ড্যাশবোর্ড ও একটা ফ্রন্ট হুইল পেঁচিয়ে আটকে গেল ওটা। জিমের ছোঁড়া লূপ একটা ব্যাক হুইলে আটকাল। দু'দিকে ঘোড়া ছোটাল দু'জন। গুঁফোটা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে আস্ফালন শুরু করে দিল, মেয়ে দুটো সীটের কোনা আঁকড়ে ধরে ভয়ার্ত চিৎকার জুড়ল।

গাড়িটার এঞ্জিন থেমে গেছে। দড়ির টানে ওটা আধপাক ঘুরে রাস্তার ধারে অগভীর খাদের দিকে এগুলো। ড্যাশবোর্ডের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল গুঁফো। ইতিমধ্যে বেশ কিছু লোক এসে জুটেছে মজা দেখার জন্য।

হাতের আঙ্গুলগুলো মুঠোয় পুরে উঠে দাঁড়াল গুঁফো। স্যাডল থেকে নামল জিম, মারমুখী ভঙ্গিতে ওর দিকে তেড়ে এল গুঁফো। সরে দাঁড়িয়ে বাম হাতে লোকটার চোয়ালে দশাসই একটা ঘুসি বসাল জিম। মাটিতে চিত হয়ে পড়ল গুঁফো। শর্ট ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুঁকে ওর টাই রোপটা জিমের দিকে বাড়িয়ে দিল, বলল, 'বাঁধো শালাকে।'

দ্রুত লোকটার দুটো হাত ও একটা পা বেঁধে ফেলল জিম।

সাধারণত গরুকে বাঁধা হয় এই পদ্ধতিতে। হাততালি দিয়ে উৎসাহ যোগাল সমবেত জনতা। এসব ফুলবাবু ও যন্ত্রদানবগুলোর অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে আছে লোকজন।

মেয়ে দুটো গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এসে গুঁফোর হাতপায়ের বাঁধন খুলে দিল। উৎফুল্ল জনতা জিম ও শর্টের ল্যাসো দুটো উদ্ধার করল। মহান 'অটোমোবাইল রোপার' দু'জনকে এসকর্ট করে শহরের দিকে নিয়ে গেল ওরা।

'আমি একটা ম্যাগাজিনে পড়েছি, কিছু বোকার দল একটা অটোমোবাইলকে নিউ ইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান করছে,' বলল শর্ট।

'পথে আমাদের মত রোপারদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই ওদের,' হেসে জবাব দিল জিম।

আর্ক লাইট সেলুনে জিম ও শর্টকে ড্রিংকস্ কিনে দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কাউবয়দের মাঝে। ওই ডেভিলস্ কার ও তার মালিককে শাস্তি দেয়ায় বেজায় খুশি লোকজন। জিম ও শর্টের সাথে একই টেবিলে বসেছে জেস, গ্লাসের ঠুংঠাং শব্দ ও লোকজনের টুকরো টুকরো হাসি পুরানো কথা মনে করিয়ে দিল ওকে, ভ্রুকুটি করে লোকজনের দিকে তাকাল।

'কি হলো, জেস?' জানতে চাইল জিম।

'কিছু না। সেই সব দিনগুলোর কথা ভাবছিলাম। এ কবছরে অনেক কিছু হারিয়েছি আমি।'

লোকজনের দিকে তাকাল জিম, 'মনে হচ্ছে বেশ ভালই সময় কাটাচ্ছে ওরা।'

'হয়তো বাড়িতে আর ভাল কিছু নেই ওদের। অনেকের হয়তো বাড়িই নেই।'

'আবার বক্তৃতা ঝাড়তে শুরু করেছ, জেস? এটা একটা সেলুন, চার্চ

নয়।'

'আমি তর্কে যাব না, জিম। কিন্তু যে কেউই বুঝতে পারত স্প্রিং টার্নারের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তোমার। ভাল লাগাটা কি তেমন গভীর ছিল না?'

নতুন করে একগ্লাস হুইস্কি গলায় ঢালল জিম, বলল, 'গভীরই ছিল, কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি!'

'তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল!' নরম চোখে জিমের দিকে তাকাল জেস। 'অথচ তুমি সুখী হতে পারতে।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেস। 'নদীর ধারে ক্যাম্পে যাচ্ছি আমি,' জিমের পিঠ চাপড়ে দিয়ে শর্টের দিকে তাকিয়ে মৃদু নড করল ও।

জেস চলে যাবার পর জিমের দিকে তাকাল শর্ট, 'ও কি চাইছে বুঝতে পেরেছ, জিম? ও চাইছে ও এবং অন্যান্যদের মত তুমিও একটুকরো জমিতে আটকা পড়ে যাও। অথচ তুমি বা আমি, আমরা মুক্ত মনের মানুষ জিম, আমাদের মত খুব কম লোকই বেঁচে আছে এখন।'

'জেসও তো আমাদের মত ছিল একসময়, সংসারে আটকা পড়ে মরে যায়নি ও।'

'একটা গাভী কখনোই বুঝতে পারে না কি হারিয়েছে ওটা। লোকজনের কাছে গাভী নয়, বরং ষাঁড় হিসেবেই প্রমাণ করো নিজেকে।'

গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু গলায় ঢালল জিম, 'আমরা আজকে নিজেদেরকে ষাঁড় হিসেবে প্রমাণ করেছি, শর্ট, তাই না? গাড়িটাকে রোপিং করে?'

নতুন করে দু গ্লাস হুইস্কি ঢালল শর্ট, নিজের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলে ধরল, 'বর্তমান ও ভবিষ্যতের তাবৎ গাড়িধরাদের সৌজন্যে,' বলল ও।

বেশ ধীরে ধীরে যেন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল

জিম। শরীরটা বেশ ভারী লাগছে, মাথাটা যেন দশমন ওজন হয়ে আছে, কাল রাতে প্রচুর হুইস্কি গিলেছে সে শর্ট ও অন্যদের পাল্লায় পড়ে।

নদীর ধারে জেসের ক্যাম্পে শুয়ে আছে ও, বুঝতে পারল জিম, ভোরের সোনালী রোদে ঝিকমিক করছে নদীর জল। আগুন জ্বালিয়েছে জেস, নাশতা বানাবার যোগাড়যন্ত্র করছে।

'মনে হচ্ছে খুব খিদে লেগেছে তোমার,' জিমকে জেগে উঠতে দেখে হেসে বলল জেস। খিদেয় পাকস্থলী মোচড় দিয়ে উঠল জিমের, উঠে দাঁড়িয়ে জেসের কথার জবাব দিতে যাচ্ছিল ও, হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল ওকে।

'ওই দাঁড়িয়ে থাকা হারামখোরটা···।'

ঘাড় ফিরিয়ে নদীর তীরের দিকে তাকাল জিম, ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে তিনজন বিশালদেহী লোক, ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই গুঁফো লোকটা, লাল গাড়ির মালিক।

একটু পিছিয়ে গেল জিম, বলল, 'ফেলারস্, ওই লোকটা তোমাদের কি বলেছে জানি না, তবে মিথ্যে বলেছে ও।'

'তোমাদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত বিরোধ নেই, কাউবয়,' বলল সবচেয়ে বিশাল লোকটা। 'তোমাকে পিটিয়ে ভূত তাড়ানোর জন্য আমাদেরকে টাকা দিয়েছে ওই মি. ফক্স।'

এগিয়ে এসে জিমের মাথায় দশাসই ঘুসি চালাল লোকটা, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল জিম।

'টমি, তাড়াতাড়ি গিয়ে ডেকে আনো শেরিফকে,' বলল জেস, একটা পোড়া কাঠের চেলা নিয়ে চেঁচিয়ে উঠে তেড়ে এল ও, জিমকে যে লোকটা ঘুসি মেরেছিল তার মাথায় বসিয়ে দিল কাঠটা। কাটা গাছের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিশালদেহী।

বাকি দুজনের একজন জেসের কাছ থেকে চেলা কাঠটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল, তৃতীয় জন জেসের দিকে তেড়ে আসতেই কটন

লাফ দিয়ে তার পিঠে চড়ে বসে গলাটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। একটা আউট-ল হর্সের মত লাফিয়ে উঠল বিশালদেহী লোকটা, ছিটকে পড়ল কটন তার পিঠ থেকে। কটনকে লাথি মারার চেষ্টা করল লোকটা, মিস করল।

উঠে দাঁড়াল জিম, রাগে ফুঁসছে ও। কটনকে যে লোকটা লাথি মেরেছিল ওর দিকে তেড়ে গেল সে, এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাতে লাগল ওর নাকেমুখে। ধস্তাধস্তি করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি করতে লাগল দুজন।

দ্বিতীয় লোকটাকে নিয়ে ব্যস্ত জেস। খেটে খাওয়া শরীর জেসের, ওকে কাবু করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটা জেসের পায়ের গোড়ালি ধরে মোচড় দিতে লাগল।

মট করে হাড় ভাঙার শব্দ হলো, ব্যথায় কাতরে উঠল জেস; ঠিক তখুনি নদীর তীর হতে চিৎকার করে ওদের থামতে বলল কেউ একজন। গুটি গুটি পা ফেলে জায়গা ছাড়ল মি. ফক্স।

থেমে গেল যুদ্ধ, সার দিয়ে দাঁড়াল বিশালদেহী লোক তিনজন। অকথ্য ভাষায় খিস্তি করল শেরিফ ওদের উদ্দেশে। উঠে দাঁড়াল জিম। লোকজন জেসকে তোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

'ওর ডান পা-টা দুটুকরো হয়ে গেছে,' বলল কেউ একজন।

শার্টের হাতায় মুখের রক্ত মুছল জিম, তারপর জেসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'খুব ব্যথা পাচ্ছ, জেস?' দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করল জেস। ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে তাকাল জিম। 'ওই হাতির মত দেখতে লোকটা একাজ করেছে,' বলল ও।

বিশালদেহী লোকটার সব সাহস উবে গেছে। তার জায়গায় স্থান নিয়েছে ভীতি। 'তুমি কি আমাদের জেলে ভরবে, শেরিফ?' ভীত গলায় বলল ও। 'তাহলে আমাদের পরিবারের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে কে!'

'কেউ জামিন না হলে জেলেই থাকতে হবে তোমাদের,' শ্রাগ করল শেরিফ। 'কিন্তু একাজ কেন করলে তোমরা, জয়েস?'

'ওই লোকটা,' বলল জয়েস। 'ওই গুঁফো মি. ফক্স আমাদের টাকা দিয়েছে একে শাস্তি দেয়ার জন্য,' আঙুল তুলে জিমকে দেখাল জয়েস।

'মি. ফক্সকে ধরে আনো,' একজন ডেপুটি শেরিফকে নির্দেশ দিল শেরিফ, তারপর জিমের দিকে তাকাল। 'ডাক্তার আসছে অল্পক্ষণের মধ্যে। যখনই সময় পাও কোর্টহাউজে এসো, কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে আমাদের।'

মাথা দোলাল জিম, মাটিতে পড়ে থাকা জেসের দিকে তাকাল। কটন আর টমি হাঁটু গেড়ে বসে আছে আহত জেসের দু'পাশে। রক্ত ঝরছিল কটনের নাক দিয়ে, থেমে গেছে এখন। জিমের দিকে তাকাল কটন, 'ওই অটোমোবাইলটাকে রোপিং করার জন্যই এসব ঘটল, আঙ্কল জিম।'

মাথা দোলাল জিম, কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না। 'আঙ্কল জিম,' কান্নাভেজা গলায় বলল কটন। 'সন্দেহ নেই, তুমি একজন ভাল বুড়ো খোকা, কিন্তু মাঝেমধ্যে অন্যদের জন্য বিপদ বয়ে আনো।'

'না,' যন্ত্রণাকাতর গলায় প্রতিবাদ জানাল জেস। 'তোমার আঙ্কল জিম ইচ্ছে করে কখনও কারও ক্ষতি করে না। কটন, কখনোই না।'

একটা বাগিতে চড়ে ডাক্তার এল, জেসের পাটা পরীক্ষা করে অন্যরা ইতিমধ্যে যেটা জানে সেটাই দেখতে পেল। একটা টেম্পরারী ব্যান্ডেজ তৈরি করল ডাক্তার, লোকজন জেসকে একটা ওয়্যাগনে করে ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গেল। সেখানে একটা কাস্টে রাখল ডাক্তার ভাঙা পাটাকে। 'কতদিন থাকতে হবে ওকে এভাবে, ডাক্তার?' জানতে চাইল জিম।

'কমপক্ষে ছয় থেকে আট হপ্তা, বেশিও লেগে যেতে পারে।'

'কিন্তু, ডক্টর, আমার বাবা ফারমার,' প্রতিবাদ জানাল কটন। 'ফার্মে

আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে।'

হতাশভাবে মাথা দোলাল ডাক্তার, 'কিন্তু পায়ের এ অবস্থায় আগামী দু মাসের মধ্যে হাঁটাচলা করলে পঙ্গু হয়ে যাবে ও জীবনের জন্য।'

অশ্রুভেজা চোখে জিমের দিকে তাকাল কটন জানতে চাইল, 'আমরা এখন কি করব, আঙ্কল।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে, কটন,' কোনমতে বলল জিম।

কোর্টহাউজে পৌঁছে গুঁফো লোকটা ও তার ভাড়াটে তিনজন বিশালদেহীকে দেয়ালের সাথে লাগোয়া একটা বেঞ্চে বসে থাকতে দেখল জিম।

'তোমার ভাই কেমন আছে, কাউবয়?' জানতে চাইল শেরিফ।

'খুবই খারাপ অবস্থা, শেরিফ, অনেকদিন হাঁটাচলা করতে পারবে না।'

ভ্রুকুটি করল শেরিফ, 'খুব দুঃখের কথা। একজন ব্যাংকার তোমাদের ওদিকে একটা লোন ইন্সপেকশন করতে যাচ্ছে। একটা গাড়িতে চড়ে যাবে ও। তোমার ভাইকে সাথে নেয়ার জন্য ওর সাথে কথা বলতে পারি আমি।'

'কিন্তু খরচের ব্যাপারটা···।'

'ওই মি. ফক্সই দেবে সব খরচ, তোমার ভাইয়ের চিকিৎসা খরচ সহ। জেলে পচে মরার চেয়ে সেটা অনেক ভাল হবে ওর পক্ষে।'

বেঞ্চে বসা গুঁফোর চেহারায় কিছুটা উল্লাস দেখা দিল, অল্পতেই চুকেবুকে যাচ্ছে ব্যাপারটা, ভাবল ও। কিন্তু শেরিফের, পরবর্তী ঘোষণা হতাশ করল ওকে।

'আর, মি. ফক্স,' বলল শেরিফ। 'আগামী এক হপ্তার মধ্যে তোমাকে গুটিয়ে ফেলতে হবে এখানকার সবকিছু।'

মিনমিনে গলায় প্রতিবাদ জানাল গুঁফো, 'কিন্তু আমার ফ্রেইট বিজনেস, রিয়েল এস্টেটের কারবার···।'

'ওসব গুটিয়ে ফেলতে হবে তোমাকে,' চাঁছাছোলা জবাব দিল অফিসার। 'তোমার বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ এই প্রথম নয়।' এবার বিশালদেহীদের দিকে তাকাল শেরিফ। 'আর তোমরা তিনজন আগামী সূর্যোদয়ের আগে পরিবার পরিজনসহ এ জায়গা ছেড়ে যাবে। আমার কাউন্টিতে দ্বিতীয়বার আর যেন না দেখি তোমাদের।'

শেরিফের প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ল জিমের মাথা। এসব সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসাররা আছে বলেই লোকজন এখনও বাস করতে পারছে পশ্চিমে।

গাড়ির সীটে আরামদায়কভাবে বসাল ওরা জেসকে, কটন যাচ্ছে ওর সাথে, জিম ও টমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরবে। জিম বলল, 'কটন, তোমাকে একটা অটোমোবাইলে চড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু তা এভাবে নয়।'

কথা বলল না কটন, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'বিশ্বাস করো, কটন, আমি এবার বদলে যাব, পুরোপুরি বদলে যাব।'

চকিতে জিমের দিকে তাকাল কটন। ওর চাহনিতে সন্দেহ চাপা রইল না। কাঁধ ঝুলে পড়ল জিমের, গাড়িটাকে হর্ন বাজিয়ে চলে যেতে দেখল ও।

দ্বিতীয় দিন ডিনার টাইমে লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চে পৌঁছল জিম ও টমি, সামনের দরজার পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকল জিম, ডিনার টেবিলে পুরো গ্রুপটা চোখ কপালে তুলল ওকে দেখে, স্প্রিং টার্নারের হাতে ধরা চামচ প্লেট এবং মুখের মাঝখানে থেকে গেল। গজ গজ করে কি যেন মন্তব্য করল বুড়ি ফেভারসাম।

'মিস টার্নার,' বলল জিম। 'আমি মত বদলেছি, আমি ফিরে এসেছি আবার।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল স্প্রিঙের চেহারা, উঠে দাঁড়িয়ে জিমের কাছে গিয়ে ওর কাঁধে মাথা রাখল, বলল, 'তুমি এসেছ খুব খুশি হবে সবাই, মি. ওয়েলডন।'

সাত

ইভার মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে কষে চাবুক খেতেও রাজি ছিল জিম। তাই কিছুক্ষণের জন্য হলেও ইভাকে এড়াতে নানাভাবে দেরি করতে লাগল ও, ঘোড়াটার স্যাডল খসিয়ে বার্নের দিকে নিয়ে গিয়ে ওটাকে দানাপানি খেতে দিল। ওকে দেখে শুকনো মুখে এগিয়ে এল কটন।

'তোমার মা কিভাবে নিয়েছে ব্যাপারটা?' জানতে চাইল জিম।

কাঁধ ঝাঁকাল কটন, 'গেলে নিজেই দেখতে পাবে সেটা।'

'ঠিকঠাক মত আসতে পেরেছ তো তোমরা? নাকি ওয়্যাগন বদলাতে হয়েছে?'

'সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে গেছি আমরা। পথে একবার মাত্র মোটর ট্রাবল হয়েছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সারিয়ে দিয়েছি আমি।' জিমের দিকে তাকাল কটন, 'আঙ্কল জিম, ওই ব্যাংকার ভদ্রলোক আমাকে একটা চাকরি অফার করেছে। ওই গাড়িটা ড্রাইভ করা আর ওটার দেখাশোনা করা।'

'অফারটা নিয়েছ তুমি?'

'নিতে পারলে খুশি হতাম, আঙ্কল। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে সান অ্যাঞ্জেলোতে লেখাপড়াও চালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু বাবার এ

অবস্থায়···।'

'এখানকার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাক্, কটন। তারপর তোমার মাকে রাজি করিয়ে···।'

'এখানকার কোনও কিছুই ঠিকঠাক হবে না, আঙ্কল,' বিরস গলায় বলল কটন, তারপর বার্নে ঢুকল ও। জিম এগিয়ে গেল ঘরের দিকে।

ফ্রন্ট ডোরে ইভার মুখোমুখি হলো জিম, ওর পথ আগলে আছে ইভা। 'জিম ওয়েলডন, এ বাড়িতে পা রাখছ না তুমি আর,' শীতল গলায় বলল ও।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে উঠানে দাঁড়াল জিম, 'ইভা, আমি দুঃখিত···।'

'দুঃখিত? লোকজনের জীবন নষ্ট করে বলছ দুঃখিত? তুমি একটা ভাল মেয়ের অনুভূতির দাম দাও না, ভাবো না তুমি চলে যাবার পর মেয়েটা কেমন কষ্ট পাবে। আর জেস···অনেক বছর ধরে এ জায়গাটা ছেড়ে যাবার জন্য ফুসলেছো তুমি ওকে। তোমার ইচ্ছে ফলেছে শেষ পর্যন্ত, জিম ওয়েলডন, জায়গাটা হারাতে যাচ্ছি আমরা।'

'ইভা, আমি···আমাকে···।'

'একটা অসহায় শিশুর মত বিছানায় পড়ে আছে লোকটা। তুমি কি মনে করো আমি আর ছেলে দুটো ব্যাংকের ঋণ শোধ করার জন্য প্রচুর টাকা যোগাতে পারব? ওরা এসে কুকুরের মত ঘর থেকে বের করে দেবে আমাদেরকে। আমাদের এত কষ্টে গড়া সবকিছু ভেস্তে যাবে। অথচ তুমি তখন এসব দেখার জন্য থাকবে না।'

সিঁড়ির দিকে এগুলো ইভা, অগ্নিমূর্তি দেবীর মত চেহারা হয়েছে ওর। 'তোমাকে গুলি করে মারা উচিত, জিম। কোন জুরিই এজন্য দুষবে না আমাকে, এমনকি ঈশ্বরও না। তুমি এ-মুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে না গেলে সেটা করবও আমি।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জিম, মাথা নিচু করে বার্নের দিকে এগুলো। বিস্কিট এখনও দানাপানি শেষ করেনি, তবু ওটাকে টেনে বার্নের বাইরে

এনে পিঠে জিন চাপাল জিম। নীরবে চেয়ে দেখল কটন, মুখে কিছু বলল না। স্যাডলে বসে কটনের উদ্দেশে হাত নেড়ে সামনে এগুলো জিম।

লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চের পথ ধরল ও, কিছুদূর গিয়েই ঘোড়ার রাস টেনে থামল। জেসের বোনা শস্যের দিকে তাকাল ও। রেডটপ আখের পাতা বাতাসে পতপত শব্দ তুলছে। কয়েকটা নাদুস নুদুস গরু চড়ে বেড়াচ্ছে ঘাসে। এগুলো সিসি টার্পলির দেনা শোধ করার জন্য জেসের একমাত্র ট্রাম্প কার্ড।

জেস অসুস্থ এখন, ইভা আর ছেলে দুটোর পক্ষে সব সামলে প্রয়োজনীয় টাকা যোগানো অসম্ভব। জায়গাটা সিসির হাতে পড়ছেই, অনেকটা গাছ থেকে পাকা তাল কোলে এসে পড়ার মতই।

বাড়ির দিকে তাকাল জিম। আহামরি কিছু না হলেও ঘর ওটা, জেস শিকড় গেড়েছে ওখানে, পৃথিবীতে ওর নিজেরও একমাত্র স্থায়ী ঠিকানা এটা। জায়গাটা হারাতে দেখলে খারাপই লাগবে ওর। 'না,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'হতে দেব না আমি সেটা, কখনোই না।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরাল জিম, বাড়ির দিকে চলল। স্যাডল থেকে নেমে ঝড়ের বেগ কিচেনে ঢুকল ও। স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে ইভা, কাঁদছে এখনও। 'ইভা,' জোর গলায় ডাকল জিম। 'জায়গাটা হারাতে যাচ্ছ না তোমরা। তুমি যত পারো অভিশাপ দাও, কিন্তু আমি এখান থেকে একপাও নড়ছি না কোথাও। জেস সুস্থ থাকলে যেটা করত সেটাই করব আমি।'

আবারও অগ্নিমূর্তি ধারণ করল ইভা, দপ করে জ্বলে উঠল ওর চোখজোড়া। 'ইভা,' দেয়ালের সাথে র‍্যাকে ঝুলানো রাইফেলটার দিকে তাকাল জিম। 'আমাকে গুলি করে মারতে হলে কাজটা এখুনি করতে হবে তোমাকে।'

নতুন করে কিছু বলল না ইভা। বেশির ভাগই আগের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। 'শোবার ঘর থেকে জেসের কাতর গলা ভেসে এল,

'ইভা, থামো, প্লীজ···।'

জিম বলল, 'তুমি আমাকে খেতে দিতে না চাইলে নিজে রেঁধে খাবো বাইরের শেডে, আমাকে দেখতে না চাইলে যতদূর সম্ভব তোমার চোখের আড়ালে থাকব। কিন্তু এখানে থাকছিই আমি, ইভা।'

বেলুনের মত চুপসে গেল ইভা, অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুগণ্ড বেয়ে। ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে রইল ও বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে জিমের দিকে তাকাল, বলল, 'ঘোড়াটা বার্নে রেখে হাতমুখ ধুয়ে খেতে এসো। ছেলে দুটোকেও ডাকো।'

পরদিন ভোরে বিস্কিটের পিঠে চড়ে ফার্মের সমস্যাগুলো তদন্তে বেরুল জিম। যতটুকু ভেবেছিল তারচেয়ে বেশি সমস্যা দেখতে পেল ও। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে শস্যখেতে আগাছা বেড়ে উঠেছে। জেসের কোনও কালটিভেটর না থাকলেও কিছু নিড়ানী আছে। ছেলে দুটো ওগুলোর ব্যবহারও বেশ ভালই জানে।

আলভিনের র‍্যাঞ্চে সবসময়েই কিছু ঘোড়া পোষ মানানোর কাজ থাকে। ছেলে দুটোকে আগাছা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়ে লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চে গেল জিম। আলভিনের সাথে আলোচনা করে ঠিক করল, প্রতিদিন দুএকটা করে ঘোড়া জেসের ফার্মে নিয়ে গিয়ে পোষ মানানোর কাজ করবে জিম। পারিশ্রমিকও ঠিক করল ওরা। ওই টাকাটা জেসের দেনা পরিশোধেও যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে জিমের আশা।

সেদিন বিকেলে ওয়্যাগন রোড ধরে শহরের দিক থেকে একটা বাগিকে এগিয়ে আসতে দেখল জিম। কারা আসছে নিমেষেই বুঝে নিল ও। ওর কাছে এসে রাস টেনে বাগি থামাল সিসি টার্পলি। 'হাউডি জিম,' খুশি খুশি গলা বুড়ো র‍্যাঞ্চারের। বাড়ির দিকে তাকাল সে, 'তোমার ভাইয়ের দুর্ঘটনার খবর শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি। সেরে উঠছে ও?'

'না উঠলেই বোধহয় তোমরা খুশি হবে,' নির্লিপ্ত গলায় বলল জিম।

ভ্রুকুটি করল বুড়ো, 'আমি আর গ্রাভিন এসেছিলাম ব্যাংকের পক্ষ হয়ে। এজায়গাটার ওপর ব্যাংকের লিয়েন করা আছে। ব্যাংকের স্বার্থ দেখতে হবে আমাদের। আমরা চাই না জেসের অসুস্থতার কারণে ক্যাটল বা ফিড্‌গুলো নষ্ট হয়ে যাক। তাই এখানে আমাদের একজন লোক নিয়োগ করতে চাইছি।'

'জায়গাটা এখনও তোমার হয়নি, সিসি। আমরা ঠিকই ব্যাংকের দেনা শোধ করব।'

'আমরা মানে?' চোখ পিটপিট করল বুড়ো।

'আমি, ইভা আর ছেলেদুটো।'

'দেখো, জিম,' মুখে জোর করে হাসি ফোটাল সিসি টার্পলি। 'তোমাকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি। তুমি ভাবছ পেরে উঠবে। কিন্তু আমি ভাল করেই জানি···।'

শ্রাগ করল জিম, 'আমি এখানে থাকছি, সিসি।'

মুখ খুলল ফ্যাট গ্রাভিন, 'তিন হপ্তার বেশি থাকবে না তুমি এখানে। কখনোই ফিড্ কাটা বা গরু ডেলিভারি দিতে দেখবে না।'

ট্রাউজারের পকেটে দুহাত গলিয়ে ফ্যাটকে ঘুসি মারার ইচ্ছে প্রাণপণে দমন করল জিম। রাস দোলাল বুড়ো র‍্যাঞ্চার, 'শীতকাল পর্যন্ত এখানে থাকলে তোমার পায়ে চুমু দেব আমি, জিম।'

'তোমার বদলে ফ্যাট গ্রাভিনকে ওটা করতে দিলেই খুশি হব আমি।'

লাল হয়ে উঠল গ্রাভিনের চেহারা। বাগি চলতে শুরু করল। 'তিন হপ্তার বেশি এখানে থাকছ না তুমি, জিম।' ঘাড় ফিরিয়ে মন্তব্য করল সিসি টার্পলি।

দিনে দুবার আলভিনের ঘোড়া পোষ মানানোর কাজ করে জিম। বাকি সময়টুকু জেসের গরুগুলোর পেছনে কাটায়, ওগুলো স্ক্রুওয়ার্মে আক্রান্ত

হয়েছে কিনা দেখে। ওই পোকাগুলো গবাদি পশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, এমনকি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে নতুন জন্ম নেয়া বাছুরগুলোর নাভিতে ডিম পাড়ে স্ক্রুওয়ার্ম, ধীরে ধীরে ওগুলোকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাই কাউবয়দের স্ক্রুওয়ার্মের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। সাথে ওষুধ রাখে ওরা সবসময়।

বিরক্তিকর কাজটা জিমকে একাই করতে হচ্ছে। কটন এবং টমিকে আগাছা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়েছে ও। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, অনেক সময় দুপুরে খেতেও যেতে পারছে না ও সময়ের অভাবে।

একদিন সকালে ছেলে দুটোকে আখ খেতে অলস ভঙ্গিতে কাজ করতে দেখল জিম। টমির হাত থেকে নিড়ানী কেড়ে নিল ও এক ঝটকায়। 'এভাবে কাজ করতে থাকলে অল্পদিনেই আগাছাগুলো তোমাদের কোমর ছাড়িয়ে যাবে।' রাগে এক কোপে দশ পনেরোটা আগাছা উপড়ে ফেলল ও। 'আগাছা কাটতে মায়া লাগলে ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।'

হতবাক হয়ে জিমের দিকে তাকাল টমি, সামান্য দূরে কাজ করতে থাকা কটনের হাত দ্রুততর হলো, কিন্তু জিমের উপর থেকে চোখ সরাল না ও।

'কাজের বদলে কথা বলছ তোমরা দুজন,' বলল জিম। 'তুমি আরও দূরে সরে যাও, কটন, ওর সাথে কথা বলার দরকার নেই।' নীরবে আদেশ পালন করল কটন। টমির পায়ের কাছে ছুঁড়ে মারল জিম নিড়ানীটা, বলল, 'আরও দায়িত্ববান হওয়া উচিত তোমাদের।'

সেদিন রাতে ভাল ঘুমোতে পারল না জিম, ছেলে দুটোর সাথে ওর দুর্ব্যবহারের কথা বার বার ঘুরেফিরে এল মনে। ব্যথায় ভরে গেল বুক।

জেস, ইভা আর ছেলে দুটোর বাড়ি ছেড়ে যাবার দৃশ্য কল্পনা করল ও। একটা ওয়্যাগনে শুয়ে কাতরাচ্ছে জেস, সামান্য গৃহস্থালি জিনিসপত্র

ওয়্যাগনের একপাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে, ইভা, টমি আর কটন কাঁদতে কাঁদতে পিছু পিছু চলছে। 'না,' অস্ফুট গলায় বলল জিম। 'হতে দেব না আমি, কখনোই না।'

পরদিন সকাল থেকে বেশ ক'টা স্ক্রুওয়ার্মের কেস সারাল জিম, তারপর সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লে কটন আর টমির কাজ দেখতে গেল। কর্ণফিল্ডে ওদের দেখতে না পেয়ে রাগ জেগে উঠল ওর মনে। হনহন করে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

বার্নের পাশে একটা যন্ত্র নিয়ে কাজ করছে কটন, পেছনে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে ওর কাজ দেখছে টমি।

'কাজ ফেলে এখানে কি করছ তোমরা!' কর্কশ গলায় জানতে চাইল জিম।

'আঙ্কল জিম,' জবাবে বলল কটন। 'ওই নিড়ানীগুলো দিয়ে কাজ বেশি এগুনো যায় না। একটা কালটিভেটর বানানোর চেষ্টা করছি আমি, পরীক্ষামূলকভাবে।'

সংকীর্ণ হয়ে উঠল জিমের চোখজোড়া, 'এমনকি যন্ত্রটা ঠিকমত কাজ করবে কিনা সেটাও নিশ্চিত নও। অথচ ওটার পেছনে সময় নষ্ট করছ তোমরা। অবসর সময়েও করতে পারবে এই কাজ। এখন যা করছিলে তা করো গিয়ে।'

অনিচ্ছুকভাবে ঘোড়ার দিকে এগুলো কটন, দ্রুত অনুসরণ করল ওকে টমি। ঘরের দিকে এগুলো জিম, পর্দা সরিয়ে কিচেনে ঢুকল। অ্যাপ্রনের হাতায় ঘর্মাক্ত মুখ মুছে বলল ইভা, 'বসো, জিম, স্টোভে ডিনার চড়িয়েছি।'

'একটা বিস্কিট আর এক টুকরো মাংস হলেই চলবে আমার,' বলল জিম, 'ঘোড়াগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে আবার আমাকে।' শোবার ঘরের দিকে এগুলো ও, জেস ভাঙা পা নিয়ে শুয়ে আছে ওখানে, 'কেমন বোধ করছ এখন, জেস?' জানতে চাইল জিম।

'ভয়ানক, আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি গিয়ে কাজে লাগি।'

'তা যখন করতে পারছ না, আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকো।'

চলে যেতে উদ্যত হলো জিম, জেসের ডাকে থামল আবার। 'জিম, ছেলে দুটোকে বেশি খাটাচ্ছ না তো?'

'যতটুকু সম্ভব তারচেয়ে একটুও বেশি নয়।'

'ওরা একেবারে ছেলেমানুষ, জিম। একটু ছাড় দিও ওদের।'

'কিন্তু সিসি টার্পলি বা গ্রাভিন মোটেই ছাড় দেবে না ওদের। এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই তোমার, জেস।'

পুরো বিকেলটা ঘোড়া পোষ মানানোর কাজ করল জিম। সন্ধের পর ফিরে এল। বাড়ির কাছে এসে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনতে পেল ও। দেখল, বার্নের কাছে যন্ত্রটা নিয়ে কাজ করছে কটন। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছে টমি।

স্যাডল থেকে নামল জিম, ওকে দেখে ছেলে দুটোর মাঝে জেগে ওঠা অস্বস্তির ভাব চোখ এড়াল না ওর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কটনের কাজ দেখল ও কিছুক্ষণ।

'যন্ত্রটা কাজ করবে বলে মনে হয়, কটন?' নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করল জিম।

'শিওর,' শ্রাগ করল কটন।

আরও কিছুক্ষণ দেখে শেডে ঢুকল জিম, কেরোসিন ল্যাম্পটা এনে ওটা জ্বালিয়ে বার্নের ছাদের সাথে ঝুলিয়ে দিল। 'আলোর দরকার তোমাদের, অন্ধকারে কাজ করতে গেলে চোখ নষ্ট হতে পারে,' বলল সে।

সাবলীল ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে এগিয়ে চলল স্প্রিং টার্নার। ওর পাশাপাশি চলতে গিয়ে জিমের মনে হলো, আগের যে কোনও সময়ের

তুলনায় বেশি মিষ্টি ও সুন্দরী দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

চলতে চলতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল স্প্রিং, 'ওই যে এডসন স্মিথের ক্লেইমটা দেখা যাচ্ছে।' ভ্রূকুটি করল জিম। স্মিথের পরিত্যক্ত জায়গাটার তিনতারের ঘের ও তারের গেটটা নজরে এল ওর। গেটটার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ওয়্যাগন রোডটা, ওখান থেকে শ'দু'য়েক গজ দূরে স্মিথের পরিত্যক্ত জীর্ণশীর্ণ কেবিন। টেক্সাসের হোমস্টিড আইন অনুযায়ী তিন বছর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার ছিল ওটার। জিম ভাবল, শক্তিশালী বাতাসের পাল্লায় না পড়লে আরও তিন বছর দাঁড়িয়ে থাকবে ওটা।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেটটা খুলল জিম।

'বেড়াটা এখনও বেশ মজবুত,' সন্তুষ্টচিত্তে মন্তব্য করল স্প্রিং।

বেড়ার ব্যাপারটা সব সময়েই অস্বস্তিকর জিমের কাছে। তবু বলল, 'ভালই হলো, স্প্রিং। অন্তত কষ্ট করে আরেকটা বানাতে হবে না আমাকে।'

কেবিনের দিকে যেতে যেতে পশ্চিম দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল স্প্রিং, 'ওই যে ফসলের মাঠটা, ওটা প্রতি বছরই একটু একটু করে বাড়াতে পারবে তুমি।'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল জিম, এখান থেকে পুরো ক্লেইমটা চোখে পড়ছে ওর। সিসি টার্পলির একটা হর্স ট্র্যাপও এর চেয়ে বড়। স্প্রিং বলল, 'ঘরের ভেতরটা দেখে আসি, চলো।' জিম ওকে স্যাডল থেকে নামতে সাহায্য করল। তার বদলে জিমকে অবাক করে দিয়ে ওর গালে চুমু খেল স্প্রিং, নিচু কণ্ঠে বলল, 'তোমার আগেই করলাম কাজটা।'

'সেক্ষেত্রে,' বলল জিম। 'এক সময় সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব আমারটা।'

'যখনই ইচ্ছে হয় তোমার।'

একটি মাত্র অপরিসর কামরা কেবিনটায়, ধুলোবালি এবং বাতাস ঠেকানোর জন্য পুরানো খবরের কাগজ সেঁটে দেয়া হয়েছে দেয়ালে।

ফার্নিচার বলতে অবশিষ্ট আছে এক পা ভাঙা একটা স্টোভ। 'কেবিনটা মেরামত করতে হবে আমাদের,' বলল জিম। মাথা দুলিয়ে সায় জানাল স্প্রিং। কেবিন থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। মনে মনে উঠোনের ঘের ও একটা ফ্লাওয়ার বেড তৈরির প্ল্যান করল স্প্রিং, জিম নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রোববারের সাপারে যোগ দেয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে জেসের কেবিনে ফিরল ওরা। আগ বাড়িয়ে স্প্রিংকে ঘরে নিয়ে গেল ইভা, ঘোড়া পোষ মানাতে করালে গেল জিম। ওই কাজে সে এতই ব্যস্ত ছিল, একজন ঘোড়সওয়ারের আগমন টের পেল না মোটেই। লোকটা তার নীল রোয়ানের পিঠ থেকে ঝুঁকে পড়ে করাল বেড়ার মাঝ দিয়ে উঁকি দিল। 'ওয়েল, জিম,' বলল লোকটা। 'জানি না ঘোড়া পোষ মানানো বা অটোমোবাইল রোপিং এ দুটোর কোনটিতে বেশি ভাল তুমি।'

'হাই, শর্ট,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত গলায় বলল জিম। 'কবে এলে তুমি?'

'এইমাত্র,' দাঁত কেলিয়ে হাসল শর্ট ইয়ারনেল, ওর সোনা বাঁধানো দাঁতটা ঝকঝক করে উঠল।

ঠিক তখুনি কিচেন থেকে বেরুল ইভা, 'সাপার···।' থেমে গেল ও শর্টকে দেখে, মৃদু গলায় কি যেন বলল, কিচেন থেকে বেরিয়ে এল স্প্রিং টার্নারও।

জিম ও শর্ট এগিয়ে গেল কেবিনের দিকে। হ্যাট নামিয়ে মৃদু বো করল শর্ট, 'হাউডি, ইভা? আমার এ বুড়ো চোখে সব সময়েই একই রকম দেখি তোমাকে।' স্প্রিঙের দিকে চোখ সরাল ও, 'বাজি রাখতে পারি, তুমিই সেই জিমের মাথা ঘুরিয়ে দেয়া স্কুল মিসট্রেস।'

লাল হয়ে উঠল স্প্রিং, ইভা বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে সাপারে বসবে, তাই না, শর্ট?'

ওর চোখজোড়া বলছে, শর্ট না বললেই খুশি হবে ও। কিন্তু হতাশ

হতে হলো ওকে, শর্ট বলল, 'তোমার রান্না খেতে একশো বছর বয়সেও এখানে আসতে রাজি আমি।'

বেডরুমে গিয়ে জেসের সাথে দেখা করে কিচেনে এসে অন্যদের সাথে ডাইনিং টেবিলে যোগ দিল শর্ট।

'কোথাও যাচ্ছ, শর্ট?' খাওয়ার ফাঁকে জানতে চাইল জিম।

'কেসি আউটফিট থেকে কিছু ঘোড়া নিয়ে ডেভিস মাউন্টিনে যাবার প্ল্যান করছি আমি। তোমার হাতে আপাতত কোনও কাজ না থাকলে তুমিও আমার সাথে যেতে পারো।'

অর্ধেকটা কফি ছলকে পড়ল ইভার হাতে ধরা কাপ থেকে। গরুর স্ক্রুওয়ার্ম, মাঠে আগাছার কথা ভাবল জিম, এডসন স্মিথের ক্লেইমের কথাও মনে এল ওর, টেবিলের অপর পাশে ওর মুখোমুখি বসা স্প্রিঙের চেহারায় হঠাৎ জেগে ওঠা উদ্বেগও ওর দৃষ্টি এড়াল না।

'ডেভিস মাউন্টিনে তুমি কখনই যাওনি, জিম,' বলল শর্ট। 'পর্বতমালা, ক্যানিয়ন আর সবুজ ঘাসে ভরা ভ্যালি আছে ওখানে, ভ্যালির বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার নীল ক্রীকগুলো। স্বপ্নের দেশ, জিম, যেন ঈশ্বর নিজ হাতে গড়েছেন।'

চকচক করে উঠল জিমের চোখজোড়া, পরমুহূর্তেই নিভে গেল দীপ্তি। ইভা ও স্প্রিঙের চেহারায় জেগে ওঠা উদ্বেগের কথা ভাবল ও, জেসের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করল। কফির কাপে মৃদু চুমুক দিল ও, বলল, 'আমি দুঃখিত, শর্ট। একাই যেতে হবে তোমাকে ডেভিস মাউন্টিনে। এখানে আমার প্রচুর কাজ পড়ে আছে। আমি না থাকলে ইভা আর ছেলে দুটোর পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না সব সামলানো।'

আট

সকালে প্রতিদিনের মতই গরুগুলোর স্ক্রুওয়ার্ম পরীক্ষা করে বেড়াল জিম কিছুক্ষণ, তারপর কর্ণফিল্ডের দিকে এগুলো, কটন ও টমি ওদের নতুন কালটিভেটরটা নিয়ে কাজ করছে ওখানে। ওদের কাজ দেখে ঝুলে পড়ল জিমের ঠোঁট, বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'সত্যি কাজ করছে বলছ যন্ত্রটা?'

'তোমার নিজের চোখেই তো দেখছে পাচ্ছ, আঙ্কল,' গর্বিত হাসি ফুটল কটনের ঠোঁটে। সত্যি তাই, যন্ত্রটার পেছনে আগাছার স্তূপ কাজের প্রমাণ দিচ্ছে। সাধারণ নিড়ানীর তুলনায় অনেক ভাল কাজ দিচ্ছে ওটা।

স্যাডল থেকে নেমে কটনের কাঁধের উপর ওর ভারি হাতটা রাখল জিম, সস্নেহে বলল, 'বয়, ওটা জন্য তোমাকে বকেছি বলে আমি দুঃখিত।'

'আঙ্কল, জিম,' তেমনি হাসিভরা মুখে বলল কটন। 'এখানকার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে তুমি মার সাথে কথা বলবে আমার ব্যাপারে?'

'তুমি এখনও সান অ্যাঞ্জেলোর সেই চাকরিটার কথা ভাবছ, কটন?'

'হ্যাঁ, আঙ্কল, আমি ওখানে যেতে চাই।'

'তোমার মা পাত্তা দেবে না আমাকে। তুমি নিজেই বরং কথা বলার চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'আমি বলেছি, তার জবাবে মা কি বলেছে নিশ্চয়ই আগেই বুঝতে পেরেছ?'

কটন এবং টমির কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠতেই ওয়্যাগন রোডের দিকে তাকাল জিম, পরিচিত বাগিটাকে এগিয়ে আসতে দেখল। রাস টেনে বাগি থামাল ফ্যাট গ্রাভিন, ও একাই এসেছে এবার। সবুজ ফিডের দিকে তাকাল ফ্যাট, কটনের যন্ত্রটার দিকে চোখ গেল ওর, জিজ্ঞেস করল, 'ওই যন্ত্রটাকে কি বলে ডাকো তোমরা?'

'নতুন যন্ত্রটা,' মুখে ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটিয়ে তুলল জিম। 'কটন নিজে বানিয়েছে। আমরা ওটার নাম দিয়েছি ব্যাংক বিটার।'

মাথা দোলাল ফ্যাট, 'তোমাদের কিছু গরু বেচার আছে, তাই না, জিম?'

'শিওর,' কাঁধ ঝাঁকাল জিম। 'জেস বলেছে, বুড়ো থমসনের সাথে বসন্তকালে আগাম চুক্তি করেছে সে ওগুলোর ব্যাপারে।'

'সেক্ষেত্রে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ফ্যাট। 'ভিন্ন চিন্তা করতে হবে তোমাদের। আমাদের কাছে ওর কিছু নোট ওভারডিউ হয়ে আছে। ওগুলো শোধ করার পর গরু কেনা দূরে থাক তামাক খাবার পয়সাও জুটবে না ওর কপালে।'

ঢোক গিলল জিম, নিজের উদ্বেগ গোপন রাখার চেষ্টা করল, 'বুড়ো থমসন না কিনলে অন্য কোথাও বেচার চেষ্টা করব আমরা গরুগুলো।'

'মিডল্যান্ডসের এ অংশে কেউ কিনবে না ওগুলো।'

হাসি ফুটে উঠতে শুরু করল ফ্যাটের মুখে। মিলিয়ে গেল সেটা পরক্ষণে। 'আর তোমাদের ফিডগুলো কোথায় বেচবে বলে ভাবছ? গরুগুলো না হয় অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে বেচলে।'

'প্রতি বছর আশেপাশের র‍্যাঞ্চারদের কাছে বেচে জেস ওগুলো।'

'ইতিমধ্যে ওদের কারও সাথে কথা বলে দেখেছ?' রহস্যময় হাসি

ফুটে উঠল ফ্যাটের মুখে।

'না,' ভীতির স্রোত বয়ে গেল জিমের শরীরে।

'তাহলে ওদের সাথে কথা বলার পরামর্শ দিচ্ছি।' বাগি ঘুরিয়ে চলে গেল ফ্যাট।

মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জিম, কেবিনে ফিরে দ্রুত এককাপ কফি খেয়ে আবার স্যাডলে উঠল। পিকোস রিভারের কাছে একটা র‍্যাঞ্চে গিয়ে গাই দোহনরত র‍্যাঞ্চারের দেখা পেল ও। 'হাউডি, উইলস?' বলল ও, 'মনে হচ্ছে তোমার ফিড সব শেষ হওয়ার পথে।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'আর বড়জোর মাসখানেক চলবে যা আছে তাতে।'

'শিঘ্রী জেসেরগুলো কাটতে যাচ্ছি আমরা। আমার ধারণা তুমি গত বছরের সে পরিমাণই নিতে চাইবে, তাই না?'

দূরে দৃষ্টি সরাল র‍্যাঞ্চার। 'আসলে···জিম, আমি ইতোমধ্যেই আমার দরকার মত সব ফিডের জন্য চুক্তি করে ফেলেছি।'

ধক করে উঠল জিমের বুক, যদিও এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করেনি ও। 'কার সাথে চুক্তি হয়েছে জানতে পারি কি, উইলস?'

'ফ্যাট গ্রাভিন নিজে এসে চুক্তি করেছে। মিডল্যান্ডসের চলতি বাজার দরেরও কমে দিচ্ছে ও।'

'বাজার দরেরও কমে! কিন্তু সিসি তো ফিড উৎপাদন করে না। ওদেরকে তো ফি বছর কিনতেই হয় ফিড। তাহলে এত সস্তায় কিভাবে দিচ্ছে ফ্যাট?'

'আমি জানি না। তবে সে দিচ্ছে আমাকে। এ দুঃসময়ে সবাই টাকা বাঁচাতে চায়, জিম।'

'তোমার ধারণা আশেপাশের সবাই কিনছে ফ্যাটের কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ, জিম, আমার জানা মতে সব ক'জন র‍্যাঞ্চারের সাথে চুক্তি হয়ে গেছে ফ্যাটের।'

'ধন্যবাদ, উইলস,' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল জিম, আনত মুখে এগিয়ে চলল। আগামী সকালে আরও ক'জন র‍্যাঞ্চারের সাথে দেখা করার কথা ভাবছে ও। কিন্তু ওর ধারণা সব ক'জনই উইলসের মত জবাব দেবে। ও আর ছেলে দুটো দিনরাত খেটে ফিড ফলিয়েছে, অথচ ওগুলো কেনার মত কাউকে পাওয়া যাবে না এখন।

রোববার সকালে ইভা যখন মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাতে গির্জায় গেল, জিম গরুগুলোর স্ক্রুওয়ার্ম খুঁজতে বেরোল। বেশ ক'টা স্ক্রুওয়ার্ম কেস সারল ও পুরো সকালে।

বিকেলে খানিকটা রোমাঞ্চ জেগে উঠল মনে, সদ্য পোষ মানানো একটা ঘোড়ায় চড়ে লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চের পথ ধরল। র‍্যাঞ্চে পৌঁছার পর আলভিন লডারমিল্ক ভ্রূকুটি করে ওর ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকাল। 'জিম, শরীরের যত্ন নেয়া উচিত তোমার। দেখে মনে হচ্ছে তুমি সেই আগের জিম নও মোটেই।'

'এরচেয়ে ভাল কোনও সাজেশন আছে তোমার কাছে, আলভিন?' ক্লান্ত বিষণ্ন গলায় জানতে চাইল জিম। এবার উত্তর যোগাল না আলভিনের মুখে।

পোর্চে বেরিয়ে এল স্প্রিং টার্নার, জিমকে দেখে মুহূর্তে খুশিতে লেচে উঠল ওর বিষণ্ন চোখজোড়া। জিমও হাসল, কিন্তু নিষ্প্রাণ দেখাল হাসিটা।

পালাক্রমে দু'জনের দিকে তাকাল আলভিন, বলল, 'আমি বরং বার্নে গিয়ে দেখি জুলিও কি করছে ওখানে।' বার্নের দিকে এগুলো সে।

পোর্চে উঠে এল জিম, ঘাড় বাঁকা করে আলভিন চলে গেছে কিনা নিশ্চিত হলো, তারপর দু'হাত বাড়িয়ে দিল স্প্রিঙের দিকে। হেসে এগিয়ে এল স্প্রিং, জিমের বুকে মাথা রাখল। স্প্রিঙের শরীরের উষ্ণতা অনেকটা সজীব করে তুলল জিমকে।

'অনেকদিন তোমাকে মিস করেছি, জিম,' অনুযোগ ভরা গলায় বলল স্প্রিং। 'নতুন প্রেমিক প্রেমিকার জন্য এক হপ্তা অনেক লম্বা সময়।'

'ওখানে অনেক কাজ পড়ে ছিল আমার।'

এক পা পিছিয়ে গিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল স্প্রিং। 'তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ।'

'আমি ঠিক আছি, স্প্রিং!' ওর হাত ধরল জিম। পোর্চে একে অপরের গা ঘেঁষে বসল দু'জন। পারলার ফ্লোরে হুইল চেয়ারের চাকার আওয়াজ শোনা গেল।

'ওই যে বুড়ি আসছে।' আতঙ্কিত গলায় বলল জিম।

'জিম ওয়েলডন আবার এসেছে আমাদের স্প্রিংকে জ্বালাতে?' বলল বুড়ি ফেভারসাম। 'আমি হলে ওর দিকে একটা মরা বেড়াল ছুঁড়ে মেরে পালিয়ে যেতাম।'

জিমের দিকে তাকাল স্প্রিং, দু'হাতে মুখ ঢেকে হাসি লুকাল। 'মা তুমি এদিকে এসো,' কিচেন থেকে কোরার গলা শোনা গেল। 'তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার।' গজগজ করতে করতে হুইল চেয়ারে শব্দ তুলে চলে গেল বুড়ি।

'ওরা যদি আমাকে ফাঁসিতে ঝোলায়,' বিরস গলায় বলল জিম। 'তবে বুড়িকে নির্ঘাৎ দাওয়াত দেবে। আমার ঝুলন্ত নিষ্প্রাণ দেহের দৃশ্য ওর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্য হবে।'

'মিসেস ফেভারসাম শুধু আমার মঙ্গলের কথা ভাবছে।'

'ভাবার কথা তো আমারই ছিল।'

'না, ভাবা এখনও তোমার দায়িত্ব নয়। আমার ধারণা, আমার কথা ভাবা ছাড়াও আরও অনেক বড় দায়িত্ব এখন তোমার ঘাড়ে।'

বিষণ্ন দৃষ্টিতে দূরে ট্রান্স পিকোস পর্বতমালার দিকে তাকাল জিম। 'এর চেয়েও আরও অনেক কঠিন কাজও করেছি আমি, স্প্রিং। কিন্তু তখন প্রতিবারই ভাল না লাগলে অল্প সময়ের নোটিশে সব ছেড়েছুড়ে

চলে যাবার স্বাধীনতা ছিল আমার। এবার সে সুযোগ নেই। মনে হচ্ছে কেউ যেন জোর করে আমাকে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছে।'

'সব মানুষই কোনও না কোনওভাবে শৃঙ্খলে বাঁধা, জিম, মেয়েমানুষও। নিজের উপর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করো।' জিমের ডান হাতটা তুলে নিয়ে শক্ত তালুতে চুমো খেলো স্প্রিং। কিছু বলার চেষ্টা করল জিম, পারল না। হাতটা ছেড়ে দিয়ে স্প্রিং বলল, 'এডসন স্মিথের ক্লেইমের ব্যাপারে আপাতত ভাবছ না তুমি, তাই না?'

নিজের দু'হাত মেলে ধরে তালুর দিকে তাকাল জিম, আরও বিষণ্ন হয়ে উঠল ওর চোখজোড়া।

'স্প্রিং, সিসি টার্পলি আর ফ্যাট গ্রাভিনের হাত থেকে জেসকে বাঁচাতে হবে আমার, সে যে করেই হোক।'

'আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি, জিম। আমার হাতে কিছু টাকা আছে। অন্তত স্মিথের ক্লেইমটা ধরে রাখতে পারি আমরা।'

বিস্মিত চোখে স্প্রিঙের দিকে তাকাল জিম, দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না, স্প্রিং, ও টাকা আমি নিতে পারি না। টাকা রোজগার করার দায়িত্ব আমারই।'

'কিন্তু পৃথিবীর অনেক অংশেই তো কনেপক্ষ বরদেরকে যৌতুক দেয়।'

'পৃথিবীর এ অংশে ওটা আমার দায়িত্ব, স্প্রিং।'

স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কিছুটা আগেই বাড়ি ফিরল জিম। মন থেকে কোনওমতেই শঙ্কা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। পোর্চের কাছে পৌঁছে অবাক হয়ে জিম দেখল একটা চেয়ারে বসে আছে জেস। ওর দু'পাশে দুটো ক্রাচ, কটনেরই বানানো। দীর্ঘদিনের বন্দীদশার কারণে শুকিয়ে গেছে জেসের মুখ, কিন্তু বাইরে আসতে পারায় খুশি উপচে পড়ছে ওর দু'চোখে।

জোর করে মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে তুলল জিম, 'কেমন লাগছে

তোমার, জেস?'

'খুবই ভাল,' শুকনো হাসি জেসের মুখে। 'মনে হচ্ছে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি।' মাঠের দিকে তাকাল ও। 'ফিডগুলো কেমন হয়েছে, জিম?'

'বেশ ভাল,' দ্বিধাগ্রস্ত গলা জিমের। 'শিঘ্রী কাটব আমরা ওগুলো।'

'এবার আশেপাশের র‍্যাঞ্চারদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তোমার।'

'হ্যাঁ, জেস।' সত্যিটা গোপন করল জিম।

সাপারে ডাকল ইভা জিমকে। জেসকে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল জিম, তারপর ওকে বেডরুমে বিছানায় রেখে এসে কিচেনে ঢুকল।

ডাইনিং টেবিলে মুখ নিচু করে খাচ্ছে জিম, খাবার দাবার বিস্বাদ ঠেকছে ওর মুখে। উদ্বিগ্ন চেহারায় ওর দিকে তাকাল ইভা, 'জিম, স্প্রিঙের সাথে কোনও ঝগড়া হয়নি তো তোমার?'

'না, না, ইভা,' বলল জিম। 'আজ বিকেলেও দেখা করে এসেছি ওর সাথে।' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও, 'কিছু মনে কোরো না, ইভা, একটু বাইরে যাচ্ছি আমি।'

পোর্চে এসে জেস যে চেয়ারটাতে বসেছিল সেখানে এসে বসল জিম, একটা সিগারেট রোল করে ধরাল। হঠাৎ নিচে ওয়্যাগন রোডে কয়েকটা ফ্রেইট ওয়্যাগন নজরে এল ওর। টিমস্টাররা ঘোড়া ও খচ্চরগুলো খুলছে ওয়্যাগনগুলো থেকে। এত দূর থেকেও ব্লু হ্যানিগানকে চিনতে পারল জিম, খুশি হয়ে উঠল ও মনে মনে। যেটা নিজের পরিবারের কাউকে বলতে পারছে না সেটা ব্লু হ্যানিগানকে বলে মনের ভার হালকা করা যাবে।

ব্লু হ্যানিগান ও আরও ক'জনকে উপরে উইন্ডমিলের দিকে উঠে আসতে দেখল জিম, উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে উইন্ডমিলের

একটা টাওয়ারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও।

'হাউডি, জিম,' বলল ব্লু হ্যানিগান। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা পোড়া ওয়্যাগনের তলায় চাপা পড়েছিলে।'

'তোমার কথাই ঠিক, ব্লু। ফ্যাট গ্রাভিনের পাল্লায় পড়েছিলাম আমি।'

চায়না বেরীতে ঘের দেয়া ছোট্ট পুকুরটাতে ঘোড়া এবং খচ্চরগুলোকে পানি খাইয়ে জিমের দিকে তাকাল ব্লু, 'চলে আসো, জিম। চুলোয় কফি তৈরি হচ্ছে।'

'শিওর,' বলল জিম। খুশি মনে নিচে নেমে এল ও, ব্লু হ্যানিগানকে ঘোড়া ও খচ্চরগুলো ওয়্যাগনের সাথে বাঁধতে সাহায্য করল। তারপর উনুনের পাশে ঘাসের উপর বসল দু'জন।

'এবার বলো, জিম,' দু'কাপ কফি ঢালতে ঢালতে বলল ব্লু। 'ফ্যাট গ্রাভিন কি করেছে তোমার?'

শ্রাগ করল জিম, সব খুলে বলল ব্লু হ্যানিগানকে, তারপর অসহায় গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না কি করতে হবে, ব্লু। গরুগুলো মিডল্যান্ডসের বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচতে পারি আমরা, কিন্তু ফিডগুলো? ওগুলো নিতে গেলে ফ্রেইট চার্জই পুরো দামটা খেয়ে ফেলবে।'

ভ্রূকুটি করল ব্লু, বেশ কিছুক্ষণ নীরবে ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে। 'জিম, এবার আমার মাথায় ঢুকছে সব। ফ্যাট মিডল্যান্ডসের একজন এজেন্ট ভাড়া করেছে। আশপাশ থেকে যত পারা যায় ফিড কিনে টু সি র‍্যাঞ্চ-এ সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম এত ফিড কিনে কি করবে ওরা! এর আগে আর কখনও এত ফিড দরকার হয়নি ওদের। এখন জলের মত পরিষ্কার আমার কাছে সব। তোমাদেরকে কোনঠাসা করার জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

'তোমার কথাই ঠিক, ব্লু,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল জিম।

'কিন্তু সময় থাকতেই একটা উপায় বের করতে পারো তুমি। ওই এজেন্ট যে কারও কাছ থেকেই ফিড কিনবে। ওগুলো কোথা থেকে এল দেখার দায়িত্ব ওর নয়। তুমি ও ছেলেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিডগুলো কেটে শুকিয়ে ফেল। আমি একদল মিউল স্কিনারকে সাথে নিয়ে আমার ফ্রেইট ওয়্যাগনে করে ওগুলো মিডল্যান্ডসে পৌঁছে দেব।'

'কিন্তু, ব্লু, ফ্রেইট ভাড়ার ব্যাপারটা···।'

'ওটা নিয়ে ভেবো না, জিম। কোন ফ্রেইট চার্জ নিচ্ছি না আমি। এমনিতেই মিডল্যান্ডস যাবার সময় প্রায় খালিই থাকে ওয়্যাগনগুলো, কেবল আসার সময় মালামাল নিয়ে আসি আমরা।'

'কিন্তু এভাবে বিনা চার্জে···।'

'কোনও কিন্তু নয়, জিম, আমি ও ছেলেরা জেসের কাছে ঋণী। ওকে ভালবাসি আমরা, তুমি কি মনে করো এখানকার সবাই আমাদেরকে বিনে পয়সায় পুকুরের পানি বা ঘাস ব্যবহার করতে দেবে? ফ্যাট গ্রাভিনের হাতে জায়গাটা পড়লে ও ঘাস-পানি দুটোর উপরই চার্জ বসাবে।'

যুক্তিটা মনঃপুত হলো জিমের, চুপ হয়ে গেল ও। 'দেশটাতে এমনিতেই ভাল মানুষদের আকাল, জিম।' বলল ব্লু, 'ওয়েলডনদের মত একটা ভাল পরিবারকে নিজেদের জায়গা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে দেখলে খুবই খারাপ লাগবে আমাদের।'

দ্রুত আঁধার ঘনিয়ে আসছে, তবু যেন দিনের আলো দেখতে পেল জিম, 'ব্লু হ্যানিগান, মেয়েমানুষ হলে নির্ঘাৎ চুমু খেতাম তোমাকে।'

'তোমার মত একটা পচা কাউবয়কে কখনোই চুমু খেতে দিতাম না আমি,' শয়তানি হাসি হেসে বলল বুড়ো।

পরবর্তী ক'টা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটল জিম, বিক্রি করবে এমন গরুগুলো আলাদা করে ছোট্ট একটা করালে জড় করল। আরও কিছু

স্ক্রুওয়ার্ম কেস সারাল ও, আলভিনের ঘোড়াগুলোকে প্লেষ মানানোর কাজ চূড়ান্ত করল। অবশেষে ফিডগুলো কাটার সময় ঘনিয়ে এলে একদিন ঘোড়া এবং খচ্চরগুলো নিয়ে লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চে গেল ও। যা আশা করেছিল তার চেয়ে আরও বেশি পারিশ্রমিক দিল আলভিন ওকে।

'এবার তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব, আলভিন,' বলল জিম। 'তোমার রো বাইন্ডারটা কদিনের জন্য ধার দিতে হবে আমাকে।'

'দিতে পারি এক শর্তে,' বলল আলভিন। 'আমার আরও কটা ঘোড়া আধা পোষ মানানো রয়ে গেছে। ওগুলো সাথে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু সেজন্য এক ডলারও দিতে পারবে না, আলভিন।' যুক্তি দেখাল জিম, 'এমনিতেই বেশি পারিশ্রমিক দিয়েছ তুমি।'

ফিড্ কাটা ও বাঁধার কাজটা বেশ বিরক্তিকর, নোঙরা একটা কাজ। স্বাভাবিক সময়ে ও কাজটা করতে হলে এমনকি একটা খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে একশো মাইল দূরে পালিয়ে যেতে পারত জিম। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। যে করেই হোক জেসের দেনা শোধ করতেই হবে ওকে। টমি এবং কটনকেও গাধার খাটনি খাটাল জিম।

অবশেষে একদিন ফিড্ কাটা ও বাইন্ডিঙের কাজ শেষ হলে ব্লু হ্যানিগান ওর ওয়্যাগন বহর নিয়ে কর্ণফিল্ড পর্যন্ত এল। ওখানেই ক্যাম্প করল ফ্রেইটাররা, উৎসাহভরে জিম ও ছেলে দুটোর কাজে হাত লাগাল।

বেলা ডোবার আগেই সব ফিড বান্ডেলগুলো ফ্রেইট ওয়্যাগনে বোঝাই করা হলো। কাজ শেষে ঘর্মাক্ত দেহে ব্লু হ্যানিগানের সামনে দাঁড়াল জিম, বলল, 'তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব, ব্লু···।'

'তুমি থামলে খুশি হই,' জবাবে বলল বুড়ো।

পরদিন খুব ভোরেই রওনা হলো ওরা। ফিডভর্তি ওয়্যাগনগুলো

নিয়ে আগে আগে চলল ফ্রেইটাররা। কটন আর টমিকে নিয়ে ওদের পিছু পিছু গরুগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল জিম।

মিড্‌ল্যান্ডস পৌঁছাতে তিনদিন সময় লাগল ওদের। এ তিনদিনে আবার মুক্তির স্বাদ অনুভব করল জিম, প্রাণ খুলে গান গাইল, ছেলে দুটোকে পুরানো দিনগুলোর গল্প শোনাল।

টেক্সাস যখন বেড়াবিহীন অবারিত ভূমি ছিল তখনকার গল্প বলল ও ওদের, এখানে বসতি গড়ে ওঠার শুরুতে দুর্ধর্ষ গানফাইটগুলোর কাহিনী শোনাল। মাঝেমধ্যে বিস্ময় প্রকাশ করল টমি গল্পগুলো শুনে, কিন্তু কটন স্বাভাবিক ধৈর্যের সাথে শুনে গেল, কোন মন্তব্য করল না।

কটন এবং টমির চরিত্রের পারস্পরিক বৈপরীত্য নিয়ে ভাবল জিম। কত আলাদা ওরা দু'জন। কটনের চিন্তাভাবনা ভবিষ্যৎ দুনিয়াকে ঘিরে, গাড়ি এবং অন্যান্য আবিষ্কারগুলো যখন পৃথিবীটাকে বদলে দেবে সে সময়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে ও।

কিন্তু টমির কথা আলাদা। অতীত নিয়েই বেশি আগ্রহ ওর। জিমের ধারণা, এ ছেলেটাই পশ্চিমে ওয়েলডনদের নাম রক্ষা করবে। পুরানো ঐতিহ্যের মাঝে শিকড় গেড়ে আছে টমির মন, ভবিষ্যতে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনাই ওর মনে তেমন প্রভাব ফেলবে না।

কটনকে জোর করে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়, জানে জিম, যেতে দিতেই হবে ওকে—নইলে একদিন কাউকে না জানিয়েই চলে যাবে ও।

দক্ষিণ দিক থেকে মিডল্যান্ডসের কাছাকাছি পৌঁছেই ওয়্যাগনগুলোকে বিদায় জানাল জিম। ব্লু হ্যানিগান ওদের উদ্দেশে হাত নেড়ে টেক্সাস অ্যান্ড প্যাসিফিক রেইলরোড ট্র্যাক পেরিয়ে উইন্ডমিল ঢাকা শহরটার দিকে এগুলো।

রেলট্র্যাকের দক্ষিণে সবুজ মাঠে ছেড়ে দিল ওরা গরুগুলোকে। কটন ও টমিকে ওগুলোর পাহারায় রেখে মিডল্যান্ডসে খদ্দের খুঁজতে

গেল জিম।

মিডল্যান্ডস একটা আধুনিক রেলরোড এবং কাউটাউন। আশেপাশের র‍্যাঞ্চ ও রেলট্র্যাক থেকে দূরে ডজনখানেক ছোটখাট শহরের সাপ্লাই সেন্টার এটা। গরুর বাজার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা নেয়ার জন্য দুটো সেলুনে ধরনা দিল জিম। গরু কিনতে আগ্রহী দুজন স্থানীয় কসাই খুঁজে পেল ও, ওদেরকে গরু বাছাই ও দরদাম ঠিক করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিল। বাদবাকি গরুগুলো বেচার জন্য একজন ছোট গরু ব্যবসায়ী ঠিক করল। লোকটার কাজ হলো আশেপাশের ফার্ম ও ছোটখাট র‍্যাঞ্চগুলোর গরু কিনে একটা কি দুটো বক্সকারে পুরে চালান দেয়া। কসাইদের পর গরু দেখার জন্য ওকে আসতে বলল জিম।

দিন শেষ হওয়ার আগেই তিন দফায় গরুগুলো বিক্রি করে ফেলল জিম, গরু বেচা সবুজ ব্যাংকনোট পকেটে পুরল ও। 'ছেলেরা,' টমি আর কটনকে বলল জিম। 'তোমাদের আইসক্রিম খাওয়াব, চলো।'

কটন এবং টমিকে একটা আইসক্রিম পার্লারে রেখে স্প্রিংগার ওয়্যাগন ইয়ার্ডের দিকে এগুলো জিম, ব্লু হ্যানিগান মিডল্যান্ডসের এলে ওখানেই থাকে। হ্যানিগানের সবকটা ফ্রেইট ওয়্যাগন খালি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।

ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াতে ব্যস্ত ছিল ব্লু ও তার টিমস্টাররা। একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করল জিম। অবশেষে মুখ তুলল ব্লু। 'কোনও সমস্যা হয়নি তো?' জানতে চাইল জিম।

হাসল ব্লু হ্যানিগান, বলল, 'আমি ফিডগুলো কোত্থেকে যোগাড় করেছি জানতে চেয়েছিল এজেন্ট। আমি বললাম, মিডল্যান্ডসের দক্ষিণ থেকে কিনেছি। কতদূর দক্ষিণ থেকে এসেছি সেটা আর জানতে চায়নি লোকটা।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে আলফা আলফা ঘাসের চেয়েও সবুজ একতোড়া নোট বের করল ব্লু।

নোটগুলো গুণল জিম, মনে মনে হিসাব মেলাল। র‍্যাঞ্চারদের কাছে

বেচে জেস যে পরিমাণ টাকা পেতে পারত তার চেয়েও বেশি পেয়েছে ও। 'ব্লু, তুমি নিজের টাকাও মিলিয়ে ফেলোনি তো এগুলোর সাথে?'

মাথা নাড়ল ব্লু, 'অসম্ভব, জিম। খচ্চর বা ঘোড়াগুলোর ব্যাপারে আমার দু'একবার ভুল হতে পারে, কিন্তু টাকার ব্যাপারে কখনোই হবে না।'

দক্ষিণে র‍্যাঞ্চারদের সাথে চুক্তির তুলনায় ফিডের জন্য বেশি টাকা দিচ্ছে ফ্যাট মিডল্যান্ডসের এজেন্টকে। জেসকে কোনঠাসা করতে পারলে ওর ক্ষতি পুষিয়ে আরও অনেক লাভ থাকত।

অন্যান্য টিমস্টাররা ওদের কাজ সেরে জিমের কাছে এল, সন্তুষ্টির হাসি সবার মুখে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল জিম। 'জেস এবং আমি চিরকাল ঋণী হয়ে রইলাম তোমাদের কাছে। আমি তোমাদের কোন...'

দু'কানে হাতের তালু চাপা দিল ব্লু হ্যানিগান, 'তুমি কি বলছ কিছুই শুনতে পাচ্ছি না, জিম।'

চুপ হয়ে গেল জিম, ওদের প্রতি ওর শ্রদ্ধার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। লোকগুলো শুধুই বন্ধুত্বের খাতিরে ওর জন্য যা করেছে সেটা কখনোই টাকায় কিনতে পাওয়া যেত না। কেশে গলা পরিষ্কার করল ও, তারপর বলল, 'আমার ধারণা ট্রেইলে প্রচুর ধূলাবালি গিলেছি আমরা। ভাল হুইস্কি ছাড়া ধুলো দূর করা যাবে না। চলো সেলুনে যাই।'

দেঁতো হাসল ব্লু হ্যানিগান, কান থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিল, 'এবার পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আমি সব কিছু।'

পরদিন ভোরে আলো ফোটার সাথে সাথেই দক্ষিণের ট্রেইল ধরল জিম, কটন ও টমি। আড়াআড়ি ভাবে এগিয়ে গিয়ে তিনদিনের পথ একদিনে পার হলো ওরা। প্রচুর খাটাতে হলো ঘোড়াগুলোকে। মাঝ বিকেলের দিকে ধুলোমাখা আপটন সিটি স্ট্রীটে পা রাখল জিমের ঘোড়াটা, কটন

এবং টমিকে শহরে ঢোকার আগেই বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে ও।

আপটন সিটি ব্যাংকের দিকে এগুলো জিম, খোলা আছে ওটা এখনও। শহরের নাপিত ওলিভার মুলকি হাত তুলে স্বাগত জানাল ওকে, ওর পিছু পিছু চলল। মুলকির সঙ্গ নিল আরও পাঁচ ছজন লোক। ডাচম্যানের সেলুন থেকে চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। মোট পাঁচজন লোক বেরিয়ে এল সেলুন থেকে, স্কেনারও আছে ওদের সাথে। ফিলিপ পিয়ারসন স্টোর ছেড়ে প্যারেডে যোগ দিল।

ব্যাংক হাউজটার সামনে এসে ঘোড়ার রাস টানল জিম, স্টিরাপে ডান পা রেখে স্যাডল থেকে নামল। হিচরেইলে ঘোড়াটা বেঁধে পেছন ফিরল ও। ষোলো সতেরো জন লোক জড় হয়েছে ওর পেছনে, নীরব হাসি ঝুলছে সবার ঠোঁটে।

ব্যাংকের ভেতর পা রাখল জিম।

রোলটপ ডেস্কের পেছনে বিরস মুখে বসে আছে ফ্যাট গ্রাভিন। 'তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি আমি, ফ্যাট,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল জিম, 'আমার ভাই জেসের নামে নোটটা মিটিয়ে দেব।'

কিছুই বলল না ফ্যাট, ওক কেবিনেটের ড্রয়ার টেনে একটা ফাইল বের করে আনল একজন তরুণ কেরানী। ফাইল হাতড়ে একটা কাগজ বের করে ফ্যাট গ্রাভিনের দিকে বাড়িয়ে দিল তরুণ কেরানীটি; 'এই যে নোটটা, মি. গ্রাভিন।'

প্যান্টের পকেট থেকে নোটের তোড়া বের করে আনল জিম, টেবিলে রেখে ধীরেসুস্থে গুনল ওগুলো। গরু এবং ফিড বেচা টাকা, আর আলভিনের কাছ থেকে পাওয়া ওর টাকা আছে এখানে।

'জেসের কাছে তোমাদের মোট পাওনা হিসেব করো, ফ্যাট। এ টাকায় না কুলোলে জেসের অ্যাকাউন্টের উপর একখানা চেক লিখে দাও, সই করে দেব আমি। ওর অ্যাকাউন্টে ড্র করার অথরিটি দেয়া আছে আমাকে।'

ফ্যাট নীরবে সুদসহ জেসের ডেবিট ব্যালান্স হিসেব করল, তারপর দোয়াতে রাখা একটা কলম নিয়ে খস খস করে একটা চেক লিখে উদ্ধতভাবে জিমের দিকে বাড়িয়ে দিল। চেকটাতে স্বাক্ষর করল জিম, 'এবার, ফ্যাট, একটা ক্লিয়ারেন্স রিসিট দাও, তোমার নিজ হাতে লিখিত ও স্বাক্ষরিত।'

সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি দিল, ফ্যাট গ্রাভিনের গোমড়া মুখ আরও গোমড়া হয়ে উঠল। হঠাৎ ভিড় ঠেলে ঝড়ের বেগে ব্যাংকে ঢুকল সিসি টার্পলি। 'কি···কি হচ্ছে এখানে?' স্বাভাবসিদ্ধ কর্কশ গলায় বলল সিসি, 'ব্যাংক ডাকাতি হচ্ছে?'

'না,' আকর্ণ প্রসারিত হলো জিমের হাসি। 'ঠিক তার উল্টোটা হচ্ছে। ব্যাংকের ডাকাতি করা রুখতে এসেছি আমি, জেসের দেনার টাকা ফেরত দিতে এসেছি, আর ওরা এসেছে তামাশা দেখতে।'

দ্বিধান্বিত চোখে জিমের দিকে তাকাল সিসি, তারপর ফ্যাটের দিকে তাকিয়ে ওর বিধ্বস্ত চেহারা দেখল। সন্দেহ দূর হয়ে গেল সিসির, তার স্থান দখল করল হতাশা। তবু জোর করা হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলল সে, 'জেস ঋণমুক্ত হয়েছে, খুব খুশি হয়েছি আমি, জিম। তোমাদের গরু এবং ফিড্ নিয়ে গ্রাভিন যা করেছিল কানে এসেছে আমার। আচ্ছা, গরুগুলো না হয় মিডল্যান্ডসে নিয়ে গিয়ে বেচলে, কিন্তু ফিড্গুলোর কি করেছ?'

'ওগুলোরও একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

'বুঝলাম, কিন্তু কিনল কারা?'

'তুমি আর ফ্যাট, সিসি,' আবার দাঁত কেলিয়ে হাসল জিম। 'আমার বিক্রি করা ফিড্ই আরও বেশি দামে কিনতে যাচ্ছ তোমরা। কারণ র‍্যাঞ্চারদের সাথে করা চুক্তির শর্তগুলো পূরণ না করে উপায় নেই তোমাদের।'

হঠাৎ সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল সিসি টার্পলির কাছে। ব্লু হ্যানিগান

ফিডগুলো মিডল্যান্ডসে নিয়ে যেতে ওদের সাহায্য করতে পারে এমন আশঙ্কা আগেও জেগেছিল তার মনে, কিন্তু গা করেনি তেমন।

রাগে ফুঁসে উঠল র‍্যাঞ্চার, মাথা থেকে ধুলোমাখা নোঙরা হ্যাটটা হাতে নিয়ে ওটা দিয়ে পেটাতে শুরু করল ফ্যাট গ্রাভিনকে, দু'হাত উঁচু করে ঠেকানোর চেষ্টা করল ফ্যাট।

স্কেনারের দিকে তাকাল জিম, বলল, 'ডাচম্যান, চলো তোমার সেলুনে যাওয়া যাক। সবাইকে এক রাউন্ড ড্রিংকস্ কিনে দেব আমি, আমাদের বিজয়ের সৌজন্যে।'

লডারমিল্ক র‍্যাঞ্চে ওরা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল জিমের জন্য। সার বেঁধে পোর্চে অপেক্ষা করতে দেখল জিম পুরো দলটাকে। ওখানে আছে আলভিন, কোরা, স্প্রিং, জুলিও ভালডেজ। এমনকি বুড়ি ফেভারসামও মুখে শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে বসে আছে তার হুইল চেয়ারে।

জিম স্যাডল থেকে নামতেই দৌড়ে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরল স্প্রিং, উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'সবকিছু ঠিক মত মিটেছে তো, জিম?'

'একেবারে একটা আনকোরা ইংগারসোল ঘড়ির মত সময় ধরে—নোটের টাকা মিটিয়ে দেবার পর ফ্যাট গ্রাভিনের চেহারা কেমন হয়েছিল তা যদি একবার দেখতে।'

এগিয়ে এল আলভিন। 'তোমার জন্য গর্ব হচ্ছে, জিম,' বলল ও, স্প্রিঙের দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করল। 'আমাদের গুড ওল্ড বয় জিমকে হারাতে কষ্টই হবে আমার। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেখতে দেখতে নতুন জিমকেও মানিয়ে নিতে পারব।'

জুলিও ভালডেজ স্প্রিং টার্নারের ঘোড়ায় স্যাডল চাপাতে গেল, জিমের সাথে জেসের আউটফিটে যাবে ও। 'আমার ধারণা,' শ্রাগ করল স্প্রিং। 'যাবার সময় এডসন স্মিথের প্যালেস হয়ে যাচ্ছি না আমরা।'

'কাল যাব, হয়তো,' অনাগ্রহী গলায় বলল জিম। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেসকে ক্লিয়ারেন্স রিসিটটা পৌঁছে দিতে চাই আমি।'

সূর্যাস্তের সময় জেসের কেবিনে পৌঁছল ওরা। পোর্চে সারু দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা পুরো পরিবারকে। উদ্বেগের ছায়া ইভার দুচোখে, অতীতে অসংখ্যবার হতাশ করেছে জিম ওকে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কটন আর টমি, হাসছে।

স্যাডল থেকে নামল জিম, স্প্রিংকে নামতে সাহায্য করল। বাঁ হাতে স্প্রিঙের কাঁধ জড়িয়ে সামনে এগুলো জিম, ডান হাতটা পকেটে চালান দিয়ে ক্লিয়ারেন্স রিসিটটা হাসতে হাসতে ইভার দিকে বাড়িয়ে দিল।

কাঁপা হাতে কাগজের ভাঁজ খুলল ইভা, লেখাগুলো পড়ে রিসিটটা জেসের দিকে বাড়িয়ে দিল। তারপর এগিয়ে এসে জিমের গলা জড়িয়ে ধরল, ওর দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে। 'জিম ওয়েলডন, অনেক বাজে কথা বলেছি আমি তোমাকে। এখন আমি আমার সব কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, প্রত্যেকটা শব্দ।'

'কিন্তু, জিম,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল জেস, 'কিভাবে সম্ভব হলো ...তুমি...।'

'কটন আর টমিকে ধন্যবাদ জানাতে হয় প্রথমে, জেস। ওদেরকে ছাড়া কখনোই কাজটা সম্ভব হত না আমার একার পক্ষে।'

মাথা দোলাল জেস, 'ওরা বোঝে—আমার আর ইভার দুঃখ বুঝতে পারে ওরা। আমাদের সামনে আরও কঠিন সময় পড়ে আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, উতরে যাব আমরা।'

চোখ মুছল ইভা, বলল, 'চলো সাপারে বসা যাক।'

রান্নাঘরে গিয়ে এককাপ কফি ঢালল জিম, কাপটা হাতে নিয়ে জানালার কাছে এসে বার্নের দিকে তাকাল। ইভা এল ওর পিছু পিছু, ওর কাঁধে হাত রাখল, 'জিম, তুমি জানো না... তোমার জন্য আমি ও জেস যদি কিছু করতে পারতাম...।'

মাথা নাড়ল জিম, 'ঋণী ছিলাম আমি তোমাদের কাছে ইভা, সে ঋণ শোধ করলাম। ব্যস, আর কিছুই চাই না আমি তোমাদের কাছে।' বাইরে কটনের উপর চোখ পড়ল ওর, বিস্কিটের পিঠের জিন খসাচ্ছে কটন। চিন্তিতভাবে ছেলেটার দিকে তাকাল জিম, 'ইভা, আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি কিছু চাই তোমার কাছে।'

'আমার সাধ্যে কুলালে অবশ্যই দেব, জিম।'

সরাসরি ইভার চোখের দিকে তাকাল জিম, 'কথা রাখা কঠিনই হবে তোমার পক্ষে, ইভা,' বার্নের পাশে দাঁড়ানো কটনের উপর দৃষ্টি সরাল জিম 'কটনকে যেতে দাও।'

লম্বা শ্বাস নিল ইভা, 'জিম, আমি পারব না।'

'তোমাকে এমনিতেই ওকে হারাতে হবে, ইভা, আজ হোক কাল হোক। কটনের চলার পথ আলাদা, তোমরা যেতে দিতে না চাইলেও ঠিকই চলে যাবে ও একসময়। তাই সময় থাকতে সিদ্ধান্ত নাও, ইভা।'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল ইভা, জেস বলল, 'জিম ঠিকই বলেছে, ইভা। কটনকে যেতে দেবার সময় এসে গেছে।'

ইভাকে একটা রুমাল দিল স্প্রিং, ওটা দিয়ে চোখ মুখ মুছল ইভা, ধরা গলায় বলল, 'জিম, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না কটন আমাদের ছেড়ে চলে যাবে···।'

'কিন্তু, ইভা,' সান্ত্বনার সুরে বোঝাল জিম। 'তুমি, আমি ও জেস, মূলস্রোতকে আঁকড়ে ধরে আছি আমরা। কিন্তু কটনের পথ সম্পূর্ণ আলাদা, ওকে কখনোই ধরে রাখতে পারবে না তোমরা।'

জবাবে কিছুই বলল না ইভা, স্টোভের কাছে গিয়ে এটাওটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্প্রিং জিমকে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মাথা রাখল। 'জিম,' মৃদু গলায় বলল স্প্রিং, 'কটনের হয়ে কথা বলাটা তোমারই দায়িত্ব ছিল।'

সাপারের আগে দীর্ঘসময় ধরে প্রার্থনা করল ইভা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

দিল ওদের প্রতি অনুগ্রহের জন্য। খাবারের মাঝখানেই দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেল জিম। 'হাহ্, ঈশ্বর!' উত্তেজিত গলায় বলল সে, 'দেখো কে এসেছে!' দ্রুত উঠোনে নেমে করালের দিকে এগিয়ে গেল ও।

পশ্চিম দিক থেকে একপাল ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে আসছে শর্ট ইয়ারনেল, করাল গেটের দিকে এগুচ্ছে। গেটটা খুলে ঘোড়াগুলোকে ভেতরে যেতে দিল শর্ট, তারপর ওটা বন্ধ করে পাশে দাঁড়ানো জিমের দিকে তাকাল। 'হাউডি, মি. আটোমোবাইল রোপার?' কালচে নীল রোয়ানটার পিঠ থেকে নামতে নামতে বলল শর্ট।

আগ বেড়ে ওর দিকে হাত প্রসারিত করল জিম, 'এবার কোত্থেকে আসা হচ্ছে, শর্ট?'

'যেমনটি বলেছিলাম, কেসি আউটফিট থেকে। ঘোড়ার পাল নিয়ে ডেভিস মাউন্টিনের পথ ধরেছি।'

'জিন খসিয়ে হাতমুখ ধুয়ে সাপার টেবিলে চলে এসো। প্রচুর আছে এখনও আমাদের।'

আজকের দিনটা জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন ইভার জন্য। শর্ট ইয়ারনেলকে সাপার টেবিলে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল ও। অথচ আগে শর্টকে দেখলে সব সময়েই বিরক্তি ফুটে উঠত ওর মুখে। স্প্রিং টার্নার সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে, ভীত, উদ্বিগ্ন চেহারায় পর্যবেক্ষণ করছে শর্টকে। কিছুক্ষণের জন্য পিন পতন নিস্তব্ধতা নামল কিচেনে। কেবল শর্টের খাওয়ার হাপুসহুপুস শব্দ শোনা গেল।

অবশেষে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল শর্ট, পালাক্রমে জিম আর স্প্রিঙের দিকে তাকাল। 'এই সুন্দরী মেয়েটা এখনও তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেনি, তাই না, জিম?'

ফ্লোরের দিকে তাকাল স্প্রিং, জিম বলল, 'এখনও নয়।'

'বিয়েটা কবে সারতে যাচ্ছ তোমরা?'

অস্থিরভাবে হাত কচলাল জিম, 'এখনও কথা বলিনি আমরা এ ব্যাপারে।'

'তোমাদের যদি তাড়াহুড়ো না থাকে তবে আমার সাথে আসতে পারো, জিম। অন্তত শেষ ব্যাচেলর ট্রিপ হিসেবে।'

আগ্রহ জেগে উঠল জিমের মনে, 'ট্রিপ? কোথায়?'

'মেক্সিকোতে। ডেভিস মাউন্টিনে ঘোড়াগুলো সাপ্লাই দিয়ে মেক্সিকোর পথ ধরছি আমি। ওখানে একটা কাজ পেয়েছি, এখানকার যে কোন র‍্যাঞ্চের তুলনায় দ্বিগুণ আড়াইগুণ বেতন। ওরা ভাল কাউহ্যান্ড পেলে সাথে নিয়ে যেতে বলেছে।'

'মেক্সিকো!' চকচক করে উঠল জিমের চোখ জোড়া, বুকে একটা তীব্র আলোড়ন অনুভব করল।

আগ্রহী হয়ে উঠল শর্ট, 'শুধুই সীমান্তের সাথে লাগোয়া কোনও জায়গা নয়, জিম, আরও কমসে কম একশো দেড়শো মাইল ভেতরে। সুন্দর দেশ, অবারিত বুনো প্রান্তর, ঠিক টেক্সাস যেমন ছিল আমাদের তরুণ বয়সে···অসংখ্য বসতি ও বেড়া গড়ে ওঠার আগে। তরুণ বয়সের স্বাদ পাওয়া যাবে ওখানে গেলে। ওখানেও বেড়া ওঠা শুরু হবার আগেই একবার জায়গাটা ঘুরে আসতে চাই, জিম।'

জিম অনুভব করল একটা নরম হাত ওর বাহু ছুঁয়েছে। স্প্রিং দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে, বেদনাভরা চোখ রেখেছে ওর চোখে। কেশে গলা পরিষ্কার করল ইভা, 'মি. ইয়ারনেল, তোমার একটা ঘোড়া বোধহয় করাল থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।'

লাফিয়ে উঠল শর্ট, ছুটে চলল করালের দিকে। 'জিম, শুনো না ওর কথা,' আকুল আকুতি ইভার গলায়।

'আসলে আমি শুনছি না, ইভা,' নিজেকেই বুঝ দেবার চেষ্টা করল জিম। 'ওর কথাগুলো আমাকে প্রভাবিত করলেও চলে যাবার কথা মোটেই ভাবছি না আমি।'

জিমের চিবুকে আঙুল রেখে ওর মুখটা নিজের দিকে ফেরাল স্প্রিং, 'তোমার মন যেতে বলছে তোমাকে, তাই না, জিম?'

'আরে, না, না,' বিব্রত গলায় বলল জিম। 'শর্টের কথায় কান দিয়ো না, স্প্রিং, একটা ভবঘুরে ও, যেমনটি আমিও ছিলাম একসময়।'

'যেমনটি একসময় ছিলে?' হাসতে চেষ্টা করল স্প্রিং, কান্নায় রূপ নিল সেটা। 'তুমি একচুলও বদলাওনি, জিম, সেই আগের মতই রয়ে গেছ। আসলে তোমাকে হয়তো এজন্যেই ভালবেসেছিলাম আমি, তোমার সান্নিধ্যে এসে সুখী হয়েছিলাম। তোমাকে বদলাতে গেলে তুমি আর সেই জিম থাকবে না, তুমি মরে যাবে। অন্য জিমকে হয়তো ভালবাসতে পারব না আমি। কিছু কিছু জিনিসকে কখনোই বদলানো যায় না, জিম। ঠিক তোমার বলা সেই বুনো ঘোড়াগুলোরই মত, যেগুলোকে জোর করে দড়ি বা নাল পরাতে গেলে নিজেরাই ঘাড় মটকে মরে যায়, অথবা মাটিতে শুয়ে না খেয়ে মরে। তুমিও ওদের দলেরই, জিম. তোমাকে জোর করে বেঁধে রেখে মেরে ফেললে কখনোই সুখী হতে পারব না আমি।'

স্প্রিং টার্নারের কোমল হাতদুটো নিজের হাতে পুরল জিম, 'তোমাকে ভালবাসি আমি, স্প্রিং, তুমি ভাল করেই জানো সেটা।'

'আমি জানি, জিম,' ফিসফিসিয়ে বলল স্প্রিং। 'এবং আমি আরও জানি ভালবাসার তুলনায় স্বাধীনতাকে আরও বেশি পছন্দ করো তুমি।'

'স্প্রিং, তুমি নিশ্চিত, আমি চলে গেলে ব্যথা পাবে না তুমি?'

'পাব, জিম; হাজারবার পাব, তবু জানব আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।'

প্রতিবাদ জানাল ইভা, 'স্প্রিং, কি বলছ নিজেই বুঝতে পারছ না তুমি। ওকে যেতে দিলে আবার কখনোই দেখতে পাবে না জীবনে। মেক্সিকোতেই কোথাও কোনও বুনো ঘোড়ার পায়ের তলায় চাপা পড়ে

মরবে। কষ্ট করে কেউ ওর কবরে একটা মার্কারও পুঁতে রাখবে না।' আবার কাঁদতে শুরু করল ইভা।

স্প্রিঙের দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল, 'আলভিন সব সময়েই বলত, একটা মুক্ত আত্মা জিম, ঠিক একটা ঈগলের মত, একটা ঈগলকে আমি খাঁচায় বেঁধে রাখতে পারি না, ইভা, কখনোই না।'

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই করালের গেট খুলল শর্ট ইয়ারনেল, সকালের পিঙ্গল রোদের মাঝখান দিয়ে পুবদিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ও ঘোড়াগুলোকে। একবার পেছন ফিরে জিম আসছে কিনা দেখে এগুতে থাকল সে।

কেবিন ও বার্নের মাঝখানে উঠানে ঘোড়ার রাস ধরে দাঁড়িয়ে আছে জিম, ওকে বিদায় জানাতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে পুরো পরিবার। স্প্রিং টার্নার ওদের কাছ থেকে একটু আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখমুখ ফোলা ফোলা, বোঝা যায় প্রচুর কেঁদেছে সারারাত।

ভাইয়ের দিকে হাত বাড়াল জিম, 'আমার বিশ্বাস এবার তুমি সব সামলে নিতে পারবে, জেস। তুমি আর ছেলে দুটো মিলে এখানে এমন কিছু করবে যেটা সিসি টার্পলিও কখনও করতে পারেনি।'

বাঁ হাতের তালুতে চোখ মুছল জেস, 'কিন্তু তুমিও এসবের অংশীদার হয়ে থাকবে, জিম।'

মাথা নাড়ল জিম, 'একটুকরো জমি তাদেরই দরকার যারা শেকড় গাড়বে,' ইভার দিকে তাকাল ও, কাঁদছে ইভা, মুখে কিছুই বলতে পারছে না। এগিয়ে এসে জিমকে দুবাহুতে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করল বেচারি।

কটনের দিকে তাকাল জিম; 'বয়, তুমি কি মনে করো তোমাদের ওই অটোমোবাইলগুলো আমাদের মত বুড়ো কাউবয়দের হটিয়ে

দেবে?'

ঢোক গিলল কটন, 'জানি না, আঙ্কল জিম।' কান্নার মত শোনাল ওর গলা।

কটনের দু'কাঁধে হাত রাখল জিম, বলল, 'ওয়েল, বয়, তোমরা তোমাদের পথে এগুতে থাকো। কিন্তু মনে রাখবে, তোমাদের এ বুড়ো খোকা ও বুড়ো বিস্কিট কখনোই দমবার পাত্র নয়।'

জোরে জিমের গলা আঁকড়ে ধরল টমি, অশ্রু ঝরছে ওর গাল বেয়ে। 'আঙ্কল জিম, তুমি আবার ফিরে আসবে, আসবে না? বলো তুমি কখনোই একটা পাগলা ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে মরবে না?'

'টমি, পৃথিবীর কোনও পাগলা ঘোড়াই তোমাদের এ বুড়ো খোকাটিকে পায়ের তলায় পিষে মারতে পারবে না।'

অবশেষে স্প্রঙের দিকে তাকাল জিম, আবছা দেখতে পাচ্ছে ও মেয়েটার মুখ, কারণ ওর নিজের চোখজোড়াই জলে ভরে উঠেছে। কথা বলতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু ওর গলায় আটকে গেল সব কথা। হাত বাড়িয়ে স্প্রিংকে কাছে টেনে নিল ও, তার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করল। কোনও কথা বলল না ওরা।

দূর থেকে শর্ট ইয়ারনেলের তাগাদা শুনতে পেল জিম। ওর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে স্প্রিং, চোখজোড়া লুকানোর চেষ্টা করছে।

আলগোছে স্প্রঙের চিবুক ধরে ওর মুখটা নিজের দিকে ফেরাল জিম, মেয়েটার দুগাল বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে। আলতো করে স্প্রঙের নরম ঠোঁটে ঠোঁট রাখল জিম, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনে এগুলো।

স্টিরাপে পা রেখে স্যাডলে উঠল জিম, হ্যাট নেড়ে বিদায় জানাল সবাইকে, তারপর বিস্কিটের পেটে স্পার ছোঁয়াল। প্রচুর বিশ্রাম নিয়েছে ঘোড়াটা, রওনা দেবার জন্য উসখুস করছে। জিমের মত ওটার রক্তেও

মিশে আছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।

সূর্যের লাল আভা উপচে পড়ছে প্রেইরিতে, পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে পুরো পরিবার, স্প্রিং টার্নার এখনও একাকী দাঁড়িয়ে।

জিমকে চলে যেতে দেখছে ওরা, গর্বিত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে স্যাডলে বসে আছে, সোনালী আলোর মধ্যে দিয়ে এগুচ্ছে ও।

অবশেষে একসময় নতুন দিনের উজ্জ্বল আলোয় দিগন্তের শেষ সীমায় মিলিয়ে গেল জিম ওয়েলডন।

****

ওয়েস্টার্ন

ভবঘুরে

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

চির ভবঘুরে জিম ওয়েলডন, বুনো পশ্চিমের শেষ প্রজন্ম।
ভাইএর হোমস্টিডে দেখা করতে এসে আটকে গেল সে।
মহা বিপদে পড়েছে ওর ছোটভাই।
পাশে গিয়ে দাঁড়াল জিম ওয়েলডন।
চক্রান্ত রুখতে সাহায্য করল ভাইকে।

আবারও কি অজানার পথে পা বাড়াবে জিম?
নাকি আটকে যাবে স্প্রিং টার্নারের ভালবাসার বাঁধনে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০